চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 78 Saturday, 17 February, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৭৮ সংখ্যা ❋ ৪ ফাল্গুন, ১৪৩০, শনিবার, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

সুন্দরবনে বাঘের আক্রমনে মৃত্যু অব্যাহত। আবারও বাঘের আক্রমনে মৃত্যু হল এক মৎস্যজীবির। আহত এক মৎস্যজীবি। মৃতের নাম প্রদীপ সরদার (৪৫)। ...বিস্তারিত পাতা ৩

শুরু হলো চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, পরীক্ষার্থীদের সহায়তা করতে তৃণমূল থেকে বিজেপি পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে টেবিল পেতে বসেছেন। ...বিস্তারিত পাতা ৫

শহরতলির যাত্রীভিড় সামাল দিতে ও যাত্রীদের স্বচ্ছন্দ্য ভ্রমণের উদ্দেশ্যে পূর্ব রেল হাওড়া এবং শিয়ালদহের বিভিন্ন শাখায় ১২ কোচের ইএমইউ চালু করেছে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

ভারতের দ্বিতীয় বোলার হিসেবে টেস্টে ৫০০ উইকেট নেওয়ার নজির দেখালেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। এর আগে অনিল কুম্বলে টেস্টে ৫০০ উইকেট নিয়েছেন। ...বিস্তারিত পাতা ৮

'আর অপেক্ষা নয়, এখনই বিজেপির বিরুদ্ধে রাস্তায় নামুন'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ একশো দিনের শ্রমিকদের বকেয়া টাকার দাবিতে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দিল্লি পুলিশের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সাংসদরা। ২০২৩ সালের ৩ অক্টোবর সেটা ঘটেছিল। এবার তার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করবে তৃণমূল কংগ্রেস। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ইস্যুকে হাতিয়ার করেছে বিজেপি। তার উপর সন্দেশখালিকে ইস্যু করতে চাইছে। এই পরিস্থিতিতে আজ, শুক্রবার ভার্চুয়াল বৈঠকে লোকসভা নির্বাচনেরই সুর বেঁধে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলীয় নেতা-কর্মীদের পথে নেমে কাজের নির্দেশ দিলেন তিনি। এদিকে আজ দলের ভার্চুয়াল বৈঠক থেকে বড় নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভার্চুয়াল সভা থেকে অভিষেক নির্দেশ দেন, ''আর অপেক্ষা নয়। এখনই বিজেপির বিরুদ্ধে রাস্তায় নামুন। শুধু মহিলা সাংসদরাই নন, সেদিন দিল্লি পুলিশের হাতে আক্রান্ত হন দলের বর্ষীয়ান সাংসদরাও। বীরবাহা হাঁসদা, মহুয়া মৈত্রদের দিল্লিতে কেমন করে নিগ্রহ করা হয়েছিল তা সবাই দেখেছেন। সাংসদদের, বিধায়কদের বলব এটা নিয়ে ব্যাপক প্রচার করুন। ব্লক, অঞ্চলে কথা বলে ২৪ ঘণ্টায় সিদ্ধান্ত নিন। গরিব মানুষের টাকা কেন্দ্রের সরকার আটকে রেখেছে। মানুষের কাছে তাও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরতে হবে।'' এমনই নির্দেশ দেন অভিষেক বলে সূত্রের খবর। অন্যদিকে সন্দেশখালিতে নারী নির্যাতন নিয়ে মিথ্যে প্রচার করছে

নির্দেশ দিলেন অভিষেক

বিজেপি বলে আগেই দাবি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার এই বিষয়টি নিয়েও ভার্চুয়াল বৈঠকে মুখ খুলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ''সন্দেশখালি নিয়ে এত মাতামাতি করা হচ্ছে। আর চোপড়ায় বিএসএফের গাফিলতির কারণে চারটে ফুটফুটে বাচ্চা মারা গেল। সেখানে রাজ্যপাল যান না।'' সাংসদদের বিষয়টি দেখতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেরেক ও'ব্রায়ানকে। বিধায়কদের বিষয়টি দেখবেন রাজ্যের বর্ষীয়ান মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলে সূত্রের খবর। অভিষেক আরও বলেন, ''বাংলায় মোট ৩৩৪৩টি অঞ্চল আছে। সেখানে আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে একটা সহায়তা শিবির করবেন। কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে আমরা তথ্য সংগ্রহে নামছি। ১৮ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত রোজ সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই শিবির চলবে। এই শিবিরে একটা ফর্ম দেওয়া হবে। সেই ফর্ম আপনারা ফিলাপ করবেন। আর তা আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেব।'' এছাড়া আরও বেশ কিছু নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক। যাতে বোঝা যাচ্ছে এবার খেলা হবে অলআউট। অভিষেকের বক্তব্য, ''যে জমিদাররা প্রকাশ্যে বলছেন আমরা বাংলার টাকা আটকে রাখব। সেই জমিদারদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে কীভাবে পর পর এসসি, এসটি এবং মহিলাদের উপর ধারাবাহিক নির্যাতন চলছে সেটা মানুষকে বলতে হবে। বুথের দায়িত্বে যাঁরা আছেন আগামী ১৫ দিন নিজেদের এলাকায় হাটে বাজারে মানুষের কাছে যান। তাঁদেরকে বলুন তৃণমূল কংগ্রেস কেমন করে মানুষের দাবি নিয়ে গত দু'বছর ধরে লড়াই করেছে।''

সুকান্তকে দেখতে হাসপাতালে ছুটলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, শুরু গুঞ্জন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালিতে গিয়ে সরস্বতী পুজো করা এবং তারপর পুলিশের সঙ্গে অশান্তি করতে গিয়ে পড়ে চোট পান বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। পুলিশের গাড়ির উপর উঠে তারপর পড়ে যান। এই নিয়ে এখন রাজ্য-রাজনীতি তোলপাড়। বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে পুলিশ ফেলে দিয়েছে সুকান্ত মজুমদারকে। আর তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করছে, এটা পূর্ব পরিকল্পিত। বিজেপির রাজ্য সভাপতির পা ধরে টেনে ফেলে দিয়েছে দলেরই এক মহিলা কর্মী। সেই ভিডিয়ো রয়েছে বলে দাবি করছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই আবহে তাঁকে দেখতে অ্যাপোলো হাসপাতালে হাজির হন মিঠুন চক্রবর্তী। যিনি নিজেই সদ্য হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। এবার সুকান্ত মজুমদারকে আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় দেখতে গেলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এদিকে সৌরভের এই ঝটিকা সফর নিয়ে নানা গুঞ্জন শুরু হয়েছে। হঠাৎ তিনি বিজেপি রাজ্য সভাপতিকে দেখতে ছুটলেন-যা সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে।

কিছুদিন আগেই বিজেপির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তলানিতে চলে গিয়েছে। তারপর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই তাঁকে দেখা যাচ্ছিল। এমনকী বিদেশ সফরেও সৌরভ সঙ্গী ছিলেন মমতার। সেখানে এমন কী ঘটল? যার জন্য বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে দেখতে ছুটলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। এই ছবি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। অন্যদিকে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সৌরভ-সুকান্ত সাক্ষাৎ নতুন জল্পনার জন্ম দিচ্ছে। আবার কি বিজেপির কাছাকাছি এসে উপরে উঠতে চাইছেন সৌরভ? উঠছে প্রশ্ন। মিঠুনের পরই সৌরভের সন্ধ্যায় আগমন এবং হাসি মুখে দু'পক্ষের কথা আলোড়ন ফেলেছে রাজ্য-রাজনীতিতে। যদিও এটা সৌজন্য সাক্ষা বলেই অনেকের মত। তবে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কোন সমীকরণে সুকান্ত-সৌরভ সাক্ষাৎ তা জানতে চায় রাজ্যবাসী। কারণ বিজেপির কাছে দাগা খেয়ে দাদা যখন বিরক্ত তখন তাঁকে জায়গা দিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে কেন এমন বিপরীত মেরুতে গমন? এই প্রশ্নই এখন রাজ্য-রাজনীতিতে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। বিসিসিআই থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর বিজেপির সঙ্গে আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। এখন সামনে লোকসভা নির্বাচন। তার আগে এই সাক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ। তবে সুকান্তের আঘাত পাওয়া নিয়ে আজ, শুক্রবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়াল বৈঠকে বলেন, ''বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার পা পিছলে পড়ে গেলেন। তার জন্য সংসদের স্বাধিকাররক্ষা কমিটি ডেকে পাঠাচ্ছেন আমাদের রাজ্যের অফিসারদের। আমাকে, মহুয়া মৈত্র, শান্তনু সেন, বীরবাহা হাঁসদাকে যখন মারা হল তখন স্বাধিকার রক্ষা কমিটি কোথায় ছিল?''

অধীর চৌধুরীকে সন্দেশখালিতে ঢুকতে বাধা

বিজেপির পর এবার অধীর চৌধুরীকেও সন্দেশখালিতে যেতে বাধা দিল পুলিশ। শুক্রবার বহরমপুর থেকে সন্দেশখালির উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও অনেক কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা। এদিন সরবেড়িয়া থেকে হেঁটে সন্দেশখালি যাওয়ার পথে এগোচ্ছিলেন তাঁরা। রামপুরের কাছে পৌঁছনোর পর তাঁদের পুলিশের তরফে জানানো হয়, সন্দেশখালির দিকে আর এগনো যাবে না। প্রতিবাদে রাস্তায় বসে পড়েন কংগ্রেস নেতারা।

২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক থেকে হচ্ছে বড় পরিবর্তন! আর থাকবে না ভুলের আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ কোথায় সিট পড়েছে? আগামী বছর থেকে উচ্চমাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডে পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম (ঠিকানা-সহ স্কুলের নাম) লিখে দেওয়া হবে। এমনই জানালেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। এবারের উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম দিনের পরীক্ষার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই যে সেই পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেটাও জানিয়ে দিয়েছেন সংসদ সভাপতি। প্রথম ভাষার পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে তিনি জানিয়েছেন, যেখানে সিট পড়েছিল, সেখানে না গিয়ে অন্যত্র চলে যান মালদার একটি স্কুলের কয়েকজন পড়ুয়া। যদিও পড়ুয়াদের দোষ ছিল না। সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকই ভুল পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম বলেছিলেন। সেই পরিস্থিতিতে ২০২৫ সাল থেকে উচ্চমাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডেই উল্লেখ করা থাকবে যে সংশ্লিষ্ট পড়ুয়ার কোন স্কুলে সিট পড়েছে। ঠিক

যেমন মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডে লেখা থাকে, সেরকমভাবেই লেখা থাকবে। তবে শুধু মালদা নয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকেও একই অভিযোগ উঠেছে। মগরাহাট কুলদিয়া স্কুলের পড়ুয়াদের দাবি, শিক্ষকরা যে স্কুলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়েছে বলে জানিয়েছিলেন, সেখানে আজ সকালে গিয়ে দেখেন যে ওই স্কুলে আদতে তাঁদের সিট পড়েনি। সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় যে অন্যত্র সিট পড়েছে মগরাহাট কুলদিয়া স্কুলের পড়ুয়াদের। সেই পরিস্থিতিতে নিজেদের স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন তাঁরা। কিন্তু কেউ ফোন ধরেননি। পড়ুয়াদের দাবি, শেষপর্যন্ত যে স্কুলে সিট পড়েছে ভেবে তাঁরা এসেছিলেন, সেই স্কুলের শিক্ষকরাই খোঁজ নিয়ে জানান যে মহেশপুরে হাইস্কুলে সিট পড়েছে। তারপর দিকভ্রান্তের ছুটোছুটি করতে থাকেন প্রায় ৫০ জন পড়ুয়া এবং তাঁজের অভিভাবকরা। টোটো-গাড়ি ভাড়া করে সকাল ১১টা নাগাদ তাঁরা মহেশপুর হাইস্কুলে পৌঁছান। তারপর প্রথম ভাষার পরীক্ষা দেন। আর পরীক্ষার শেষে নিজেদের স্কুলে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন পড়ুয়ারা। ঘেরাও করা হয় শিক্ষকদের। তাঁরা দাবি করতে থাকেন যে পুনরায় তাঁদের প্রথম ভাষার পরীক্ষা নিতে হবে। শেষপর্যন্ত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে মগরাহাট থানার পুলিশ। তারইমধ্যে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি জানান, মোবাইল নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে আসার জন্য কয়েকজন পড়ুয়াকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ২০২৫ সাল থেকে উত্তরপত্রে সিরিয়াল নম্বর থাকবে। ৬২টি বিষয়ের ক্ষেত্রেই সেই নিয়ম কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছেন সংসদের সভাপতি।

রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে সাক্ষীদের ভয় দেখানো হচ্ছে, জানাল ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে সাক্ষীদের ভয় দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ ইডির। ইডির দাবি, বয়ান দিয়েও তা প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন করছেন। সাক্ষীদের নাম প্রকাশ্যে আসার ফলে তদন্ত বিঘ্নিত হচ্ছে বলেও নগর দায়রা আদালতে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন ইডির আইনজীবী। রেশন-মামলায় গ্রেফতার হন বিশ্বজিৎ দাস। এদিন তাঁকে আদালতে তোলা হয়। সেখানেই বিশ্বজিতের আইনজীবী প্রশ্ন করেন, কেন সাক্ষীর নাম আড়াল করা হচ্ছে রিমান্ড লেটারে? তারই জবাবে এমন দাবি করেন ইডির আইনজীবী। শুক্রবার শঙ্কর আঢ্যর ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত বিশ্বজিৎ দাসকে আদালতে তোলা হয়। ইডির রিমান্ড লেটারে দু'জন সাক্ষীর বয়ানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু নাম উল্লেখ করা হয়নি। এরপরই বিশ্বজিৎ দাসের আইনজীবীরা প্রতিবাদ করেন। কেন সাক্ষীদের নাম উল্লেখ করা হল না বলে প্রশ্ন করেন। এরপরই ইডির আইনজীবী আদালতে জানান, রেশন দুর্নীতির মামলায় পর পর একাধিক সাক্ষীর ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, যে বয়ান দিয়েছে পরে তা প্রত্যাহার করতে চেয়েছে। ভয় দেখানোর কারণে এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন। তাই ইডি সাক্ষীর নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে আদালতে জানায়। যদিও এই দাবির আইনি যৌক্তিকতা নেই বলে দাবি করেন বিশ্বজিৎ দাসের আইনজীবী। রেশন দুর্নীতি মামলায় গত বুধবার ইডির হাতে গ্রেফতার হন ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ দাস। তাঁর দাবি, তিনি অন্যায়ের শিকার হয়েছেন। তিনি একজন ব্যবসায়ী, রাজনীতির সঙ্গে কোনও যোগ নেই তাঁর। পাশাপাশি তিনি জানান, শঙ্কর আঢ্যকে তিনি চিনতেন, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ছিল না।

পুলিশে বদলির বিজ্ঞপ্তি জারি করেও বাতিল, প্রশাসনিক স্তরে হল রদবদল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ বদলির ঘোষণা করেও তা বাতিল করতে হল। পুলিশ বদলির বিজ্ঞপ্তি জারি করে তা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাতিল করার নজির খুব একটা নেই। সেখানে এবার এমনই ঘটনা ঘটল এই রাজ্যে। বীরভূম জেলার দুই থানার অফিসারকে বদলির ঘোষণা করা হয়েছিল। তা করতে জারি করা হয়েছিল বিজ্ঞপ্তি। কিন্তু সেই বিজ্ঞপ্তি ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বাতিল করতে হল। অর্থাৎ বদলির নোটিফিকেশন বাতিল। সুতরাং সিউড়ি থানার আইসি থাকছেন দেবাশিস ঘোষ এবং মহম্মদবাজার থানার ওসি থাকছেন অরূপ দত্ত। এই দুই অফিসার জানতে পেরেছিলেন তাঁদের বদলির খবর। এখন জানতে পারলেন সেটা আর হচ্ছে না। রসিকতা করে সহকর্মীরা বলছেন, 'আপনি থাকছেন স্যার।' এদিকে কদিন পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বীরভূম সফরে আসার কথা। তার আগেই বীরভূম জেলার দুই থানার ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার অফিসারদের বদলির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। এমনকী ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, সিউড়ি থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জ দেবাশিস ঘোষকে বদলি করা হচ্ছে স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের ইন্সপেক্টর পদে। আর তার বদলে সিউড়ি থানার আইসি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের ইন্সপেক্টর শুভ্র সান্যালের। কিন্তু সেটা বাস্তবে ঘটল না। যে যেখানে ছিলেন সেখানেই তাঁরা রয়ে গেলেন। অন্যদিকে চন্দননগরে বদলির উল্লেখ করা হয় মহম্মদবাজার থানার ওসি অরূপ দত্তকে। তার বদলে মহম্মদবাজার থানার ইনচার্যের দায়িত্ব দেওয়ার কথা ছিল স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের ইন্সপেক্টর পদ মর্যাদার অফিসার প্রসেনজিৎ বিশ্বাসকে। কিন্তু বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেটা বাতিল করা হয়। আর তখন থেকেই খোঁজ শুরু হয় গোটা ঘটনার কারণ কী! কেন তা বাতিল করা হয়েছে? এই প্রশ্ন উঠতে থাকে। পুলিশের পক্ষ থেকে অবশ্য কোনও মন্তব্য করা হয়নি। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্য পুলিশে ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে। তবে প্রশাসনিক স্তরেও করা হয়েছে রদবদল বলে খবর। এছাড়া কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক দফতর থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। যেখানে আইএএস অফিসার ২৪ জন এবং ডব্লুবিসিএস অফিসার ১৩৩ জনকে বদলি করার নির্দেশ জারি হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যের পুলিশ এবং প্রশাসনিক স্তরে রদবদলের একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তার মধ্যে একাধিক উল্লেখযোগ্য নাম রয়েছে বলে সূত্রের খবর। সম্প্রতি আইজি (আইনশৃঙ্খলা) পদ থেকে জাভেদ শামিমকে বদলি করা হয়েছে আইবি দফতরে। মনোজ কুমার ভার্মাকে আইবি থেকে আইজি (আইনশৃঙ্খলা) পদে আনা হয়েছে। কলকাতা পুলিশ থেকে শুরু করে বিধাননগর কমিশনারেটের একাধিক পদস্থ পুলিশ কর্তাদের বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বীরভূম ও পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসকদেরও বদলি করা হয়েছে। বীরভূমের জেলাশাসক বিধানচন্দ্র রায়কে বদলি করা হয়েছে পূর্ব বর্ধমানে।

'কুছ তো লোগ কহেঙ্গে', মমতার সঙ্গে সাক্ষাতের পরই মনের কথা লিখলেন মিমি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ তিনি আর ভোটে দাঁড়াতে চান না। রাজনীতি যে তাঁর জন্য নয়, সেকথাও বলেছেন মিমি চক্রবর্তী। এমনকী, ২৪ ঘণ্টা আগে সাংসদ পদ থেকে ইস্তফার চিঠিও তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জমা দেন তিনি। এবার তালিকা প্রকাশ করে যাদবপুরের তৃণমূল সাংসদ জানালেন, কোন বিধানসভায় কীভাবে তাঁর সংসদ তহবিলের টাকা খরচ হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় শুক্রবার একটি পোস্ট করেন মিমি। সেখানেই এই খতিয়ান তুলে ধরেন। সঙ্গে লেখেন, 'কুছ তো লোগ কহেঙ্গে, লোগো কা কাম হ্যয় কহেনা!' বৃহস্পতিবারই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তৃণমূলের এই তারকা-সাংসদ জানান, তিনি আর ভোটে লড়তে চান না। রাজনীতি তাঁর জন্য নয়। যদিও মিমির সাংসদপদ থেকে ইস্তফা দিতে চাওয়ার ঘটনাকে সামনে রেখে নানা মহলে নানা চর্চা শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে সাংসদ থাকাকালীন তিনি কাজই বা কতটা করেছেন? একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে তাঁর ভূমিকা কী? শুক্রবার মিমি তাঁর ফেসবুক পেজে একটি নাতিদীর্ঘ পোস্ট করেন। লেখেন, 'আমার জীবন অধ্যায়ের অধিকাংশ সময় অভিনয় জগতে থেকে মানুষকে মনোরঞ্জন দিতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু গত ৫ বছর বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ গণতন্ত্রের একজন সাংসদ রূপে যতটা কাজ সাধারণ মানুষের জন্যে করতে পেরেছি, মানুষের করের টাকা সঠিক ভাবে ব্যবহার করে উন্নয়নমূলক কাজ করেছি, সপথে থেকে মাথা উঁচু করে এগিয়ে গেছি সেই সফরের কথা মনে করলে মারাত্মক আত্মতুষ্টি হয়। তাই আনন্দের সাথে বিগত পাঁচ বছরের আমার সাংসদ রূপে যাবতীয় কাজের খতিয়ান আজ জনসমক্ষে তুলে ধরলাম।' যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে বারুইপুর পূর্ব, বারুইপুর পশ্চিম, ভাঙড়, যাদবপুর, টালিগঞ্জ, উত্তর সোনারপুর, দক্ষিণ সোনারপুর বিধানসভা কেন্দ্র। এদিন মিমি কোন বিধানসভা এলাকায় কত খরচ করেছেন, তার হিসাব তুলে ধরেন। লেখেন, ২০১৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত মিমির এমপি ল্যাড থেকে বরাদ্দ করা হয়েছে ১৭ কোটি ৬ লক্ষ ২ হাজার ৬২১ টাকা। উল্লেখ করেন, কোভিডের কারণে এক সময় ফান্ড আসা বন্ধ ছিল। তবে এদিনের পোস্টে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন তিনি। মিমি লেখেন, 'আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আমার নেত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁর স্নেহের হাত আমার মাথায় সর্বক্ষণ রাখবার জন্য। আগামিদিনে আমি সক্রিয় রাজনীতিতে থাকি বা না থাকি, আমার কাজের মাধ্যমে আমি নিশ্চিতরূপে মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় থাকব।'

১০০ দিনের বকেয়া টাকা দেবে রাজ্য সরকার, ঢালাও প্রচার নবান্নের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ বাংলার ২১ লক্ষ মানুষ যারা ১০০ দিনের টাকা পাননি, তাঁদের বকেয়া মেটাবে রাজ্য। গত ৩ ফেব্রুয়ারি ধর্না মঞ্চ থেকে সেই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাথমিকভাবে ২১ ফেব্রুয়ারী ১০০ দিনের শ্রমিকদের বকেয়া টাকা দেওয়ার কথা ছিল। পরে জানানো হয়, আগামী ১ মার্চ শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দেবে রাজ্য সরকার। সেই মোতাবেক এবার একাধিক পদক্ষেপ করল রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতর। ১০০ দিনের কাজ, গ্রামীণ আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যের টাকা আটকে রাখার অভিযোগে গত বছরের ২ ও ৩ অক্টোবর অভিষেকের নেতৃত্বে দিল্লিতে অভিযান করেছিল তৃণমূল। তারপর এই ইস্যুতে জল গড়িয়েছে অনেক দূর। শেষ পর্যন্ত রাজ্যের ১০০ দিনের শ্রমিকদের বকেয়া টাকা মেটানোর ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। গত জানুয়ারি মাসে উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে বলেছিলেন, ''কেন্দ্র টাকা না দিলে আমার বয়েই গেছে।'' এবার ১০০ দিনের শ্রমিকদের সেই টাকা মেটানোর প্রক্রিয়ার বাস্তবায়নে তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে রাজ্য। এই নিয়ে ঠিক কী পদক্ষেপ করেছে পঞ্চায়েত দফতর? ● যে সকল ১০০ দিনের শ্রমিকদের টাকা বকেয়া রয়েছে তাঁদের যোগাযোগের জন্য সাব ডিভিশন, জেলা এবং রাজ্য হেড কোয়ার্টারের অফিসে কন্ট্রোল রুম করা হবে।

সেই কন্ট্রোল রুমে থাকবে পর্যাপ্ত ল্যান্ডলাইন এবং প্রযুক্তির সুবিধা। ● শ্রমিকদের সঙ্গে বকেয়া পাওনা, তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, মোবাইল নম্বর ইত্যাদির বিষয়ে খোঁজখবর নিতে এবং তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য কন্ট্রোল রুমে একজন সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অথবা সিনিয়র অফিসারের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষিত মানুষেরা থাকবেন। তাঁরাই রাজ্যের তহবিল থেকে সঠিক মানুষদের বকেয়া টাকা দেওয়ার বিষয়ে তথ্য জানাবেন। আগামী ১ মার্চ থেকে কন্ট্রোল রুমের কাজ শুরু হবে। ● প্রতিদিন কত জন শ্রমিককে ফোন করা হয়েছে তার একটি দৈনিক রিপোর্ট রাখা হবে। ● প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে আগামী ২ ও ৩ মার্চ ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকদের সচেতনতা সভা করা হবে। যেখানে শ্রমিকদের বকেয়া মোটানোর বিষয়ে রাজ্য সরকার কীভাবে ভূমিকা নিয়েছে সেবিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হবে। সভার স্থানে অডিও-ভিজুয়াল ব্যবস্থা থাকবে। এক্ষেত্রে বড়সড় প্রচারে নামছে রাজ্য সরকার। ● প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য গঠিত স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর ২-৩ জন সদস্যের একটি দল যে সকল শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে ১ মার্চ থেকে টাকা পাঠানো হবে তাঁদের প্রত্যেকের বাড়ি যাবেন। সেখানে তাঁরা শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, বকেয়া টাকা ইত্যাদির বিষয়ে খোঁজ খবর নেবেন। সঙ্গে তাঁদের হাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছা বার্তা এবং পঞ্চায়েত দফতরের লিফলেট তুলে দেবেন। ● জেলা, সাব ডিভিশন, ব্লক, গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জায়গা এবং বাজার, বাসস্ট্যান্ড, রেলওয়ে স্টেশনে বড় মাপের ফ্লেক্স, হোর্ডিং ইত্যাদি লাগানো হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তত ১০০টি জায়গায় থাকবে এইসব হোর্ডিং। ● একইসঙ্গে মাইকে প্রচার চালানো হবে। যার জন্য প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন বিডিও। পাশাপাশি প্রচারের জন্য রঙিন ট্যাবলোরও ব্যবস্থা করা হবে। ● এসএমএসের মাধ্যমে সামগ্রিক পরিকল্পনার বিষয়ে শ্রমিকদের সতর্ক করা হবে। যেদিন তাঁদের অ্যাকাউন্টে বকেয়া টাকা ঢুকবে সেদিন তাঁরা মোবাইলে ব্যাঙ্ক থেকে এসএমএস পাবেন। ● ফেসবুক, এক্স হ্যান্ডেল, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব, অফিসিয়াল ওয়েব পেজের মতো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সরকারের তরফে ব্যাপক প্রচার চালানো হবে।

সন্দেশখালিতে ঢুকতে না দেওয়ায় হাইকোর্টে শুভেন্দু, মামলার শুনানি সোমবার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালিতে ঢুকতে না দেওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবারই সন্দেশখালি ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় বিরোধী দলনেতাকে। আদালত ১৪৪ ধারা বাতিল করার পরেও ফের পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে তাঁর পথ আটকেছে বলে শুভেন্দুর অভিযোগ। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত না থাকায় বিচারপতি কৌশিক চন্দের এজলাসে শুক্রবার মামলা দায়ের করেন তিনি। আগামী সোমবার এই মামলার শুনানি। সন্দেশখালিতে যাতে কোনওভাবেই শুভেন্দু অধিকারী ঢুকতে না পারেন তারজন্য বৃহস্পতিবার জায়গায় জায়গায় ব্যারিকেড তৈরি করেছিল পুলিশ। দুপুরে তিন বিধায়ককে নিয়ে সন্দেশখালি রওনা হওয়ার পরেই সায়েন্স সিটির কাছে তাঁদের গাড়ি আটকানো হয়। এখানে একপ্রস্থ কথা কাটাকাটি হয়। পরে পুলিশ ছেড়ে দিলে তাঁরা আবার রওনা দেন সন্দেশখালির দিকে। তবে রামপুরে তাঁদের ফের আটকে দেওয়া হয়। এসডিপিও আমিনুল ইসলাম জানান, ১৪৪ ধারা জারি আছে। তাঁরা ওখানে গেলে নতুন করে অশান্তি তৈরি হতে পারে। কোনওরকম গন্ডগোল হতে দেওয়া যাবে না। পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে এগোতে না পেরে বিধায়কদের নিয়ে রামপুরে রাস্তার উপরেই বসে পড়েন শুভেন্দু। রাস্তায় বসেই পুলিশকে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। জানান, কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন তিনি। পুলিশের কোনও অধিকার নেই তাঁকে সন্দেশখালিতে ঢুকতে বাধা দেওয়ার। তিনি বলেন, ''আদালতের নির্দেশ নিয়েই আমি সন্দেশখালিতে ঢুকব। আমার নাম শুভেন্দু অধিকারী। আমি নন্দীগ্রামে আন্দোলন করে আসা লোক। জঙ্গলমহলে আন্দোলন করে আসা লোক। সন্দেশখালিতে আমি ঢুকবই।'' এরপরেই আজ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শুভেন্দু অধিকারী। বিচারপতি কৌশিক চন্দের এজলাসে মামলা দায়ের করেন। সোমবার এই মামলার শুনানির দিন ধার্য হয়েছে।

দীর্ঘ অসুস্থতা কেড়ে নিল প্রাণ, প্রয়াত তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক ইদ্রিশ আলি

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রয়াত হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ, অধুনা বিধায়ক ইদ্রিশ আলি। দীর্ঘ দিন ধরেই ক্যানসার এবং বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন তিনি। ভর্তি ছিলেন একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই বৃহস্পতিবার দুপুর ২.২০ মিনিটে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে তৃণমূল শিবিরে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইদ্রিশের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে প্রয়াত বিধায়কের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন।ইদ্রিশ মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন। তবে কোভিডে আক্রান্ত হওয়ায় ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে তাঁকে সে ভাবে প্রচারে দেখা যায়নি। তা সত্ত্বেও অবশ্য এক লক্ষেরও বেশি ব্যবধানে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে জয়ী হয়েছিলেন তিনি। ইদ্রিশের রাজনৈতিক জীবন শুরু কংগ্রেসে। কংগ্রেসের অন্দরে সোমেন মিত্রের ‘ হিসাবেই পরিচিত ছিলেন তিনি। সোমেনের হাত ধরেই কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে আসেন তিনি।২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদের জঙ্গী আসনে তাঁকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তবে সে বার জয়ের মুখ দেখেননি তিনি। ২০১৪ সালে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে তাঁকে প্রার্থী করে রাজ্যের শাসকদল। বিপুল ব্যবধানে জয়ী হন ইদ্রিশ। তবে ২০১৯ সালে তাঁকে আর টিকিট দেয়নি দল। তবে উলুবেড়িয়া পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী করা হয়। জিতে বিধানসভায় যান ইদ্রিশ। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে তাঁকে ভগবানগোলা আসন থেকে প্রার্থী করে তৃণমূল।দীর্ঘ অসুস্থতা কেড়ে নিল প্রাণ, প্রয়াত তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক ইদ্রিশ আলি

আপেলচাষিদের জন্য সুখবর! ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস হিমাচলে, তুষারপাতেরও সম্ভাবনা

শিমলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃহিমাচল প্রদেশে আবারও বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারির পর বদলাবে হিমাচলের আবহাওয়া, সৌজন্যে অবশ্যই পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এই মরশুমের দ্বিতীয় তুষারপাত ও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে হিমাচল প্রদেশে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে নতুন একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এই অঞ্চলকে প্রভাবিত করতে পারে, এর ফলেই সমতলে বৃষ্টি ও উঁচু পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশের আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে।এ বছরের ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে বৃষ্টি এবং তুষারপাতের দেখা মেলেনি হিমাচল প্রদেশে। ফেব্রুয়ারির বৃষ্টি অবশ্য রাজ্যের কৃষক এবং উদ্যান চাষীদের বিশাল স্বস্তি দিয়েছে। আপেলচাষিরা বলছেন, ফলের ভালো ফলনের জন্য বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ ১৮ ফেব্রুয়ারির পর আবহাওয়া বদলালে হিমাচল প্রদেশে ফের মুখে হাসি ফুটবে আপেলচাষিদের।

রাজ্য বাজেট পেশ করলেন সিদ্দারমাইয়া

বেঙ্গালুরু, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কর্ণাটক বিধানসভায় রাজ্য বাজেট ২০২৪ পেশ করলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারমাইয়া। দরিদ্রদের জন্য জনমোহিনী ঘোষণা করেছেন সিদ্দারমাইয়া, পর্যটনকেও উসাহ দিচ্ছে সিদ্দারমাইয়া সরকার। শুক্রবার বাজেট পেশ করার সময় সিদ্দারমাইয়া বলেছেন, ক্যাফে সঞ্জীবনী নামে ৫০টি মহিলা পরিচালিত ক্যাফে এই বছরে রাজ্য জুড়ে ৭.৫০ কোটি টাকায় চালু করা হবে। এই ক্যান্টিনগুলি স্বাস্থ্যকর এবং সাশ্রয়ী মূল্যের রান্না করা খাবার এবং ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় খাবারের জন্য গ্রামীণ এলাকায় চাহিদা এবং সরবরাহের ব্যবধান মেটাবে। সিদ্দারমাইয়া জানান, রাজ্যের পর্যটন সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহার করতে আরও পর্যটক এবং বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে ২০২৪-২৯-এর জন্য পর্যটন নীতি সংশোধন করা হবে। অঞ্জনাদ্রি পাহাড় এবং কপ্পাল জেলার

মারাঠা সংরক্ষণের বিষয়ে সরকার ইতিমধ্যেই নিজস্ব অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেঃএকনাথ শিন্ডে

মুম্বই, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মারাঠা সংরক্ষণের বিষয়ে সরকার ইতিমধ্যেই নিজস্ব অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে। জানিয়ে দিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। মারাঠা সংরক্ষণের দাবিতে মনোজ জারাঙ্গ পাটিলের অনশন সম্পর্কে শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে বলেছেন, মারাঠা সংরক্ষণের প্রেক্ষাপটে সরকার ইতিমধ্যেই নিজস্ব অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে। শুক্রে কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে, আমরা মারাঠা সংরক্ষণের বিষয়টি এগিয়ে নেব। কুনবি নিবন্ধনের প্রেক্ষাপটে ইতিমধ্যেই এগিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই এই নিয়ে কাজ চলছে। অনশনে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এমনটি হচ্ছে, আমরা তাঁকে অনশন প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানাচ্ছি।শুক্রবার সকালে মহারাষ্ট্র রাজ্য অনগ্রসর কমিশনের প্রধান বিচারপতি শুক্রে মারাঠা সম্প্রদায়ের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উপর কমিশনের সমীক্ষা রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের কাছে জমা দিয়েছেন। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এই সমীক্ষা রিপোর্ট মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে এবং তার ভিত্তিতে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। একই বিষয়ে একটি বিশেষ বিধানসভা অধিবেশন ইতিমধ্যে ২০ ফেব্রুয়ারি ডাকা হয়েছে। শিন্ডে আরও বলেন, এই সমীক্ষার কাজটি যেভাবে সম্পন্ন হয়েছে তা দেখে, আমাদের সরকার নিশ্চিত যে শিক্ষাগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে, এই সংরক্ষণ সংবিধান এবং আইনের পরীক্ষায় দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

কৃষক আন্দোলনঃকেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনায় অগ্রগতি হল না, রবিবার ফের বৈঠক

চণ্ডীগড়, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রের সঙ্গে কৃষকদের আলোচনায় কোনও অগ্রগতি হল না। বলাই যেতে পারে, বৃহস্পতিবারের বৈঠক ফলপ্রসূ হয়নি। রবিবার ফের কৃষক নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবে কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার কৃষক নেতাদের সঙ্গে তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা, পীযূষ গোয়েল ও নিত্যনন্দ রাই। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানও।বৈঠকের পর বৃহস্পতিবার অনেক রাতে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং কৃষক ইউনিযনের মধ্যে খুবই ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। কৃষক ইউনিয়নের দ্বারা আলোকিত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে পরবর্তী বৈঠক রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠিত হবে। আমরা সবাই শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করব। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান বলেছেন, কৃষক ইউনিয়ন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে... সীমান্ত এলাকায় ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এটি পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করছে, পরবর্তী বৈঠক রবিবার। অনেক বিষয়ে চুক্তি হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা এবং পাঞ্জাবের জনগণের সমস্যাও একটি উদ্বেগের বিষয়।

দিল্লিতে রঙের কারখানায় আগুনে মৃত্যু ১১ জনের আহত ৪, চার ঘণ্টার চেষ্টায় আয়ত্তে আনল দমকল

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃদিল্লির নারেলায় একটি রঙের কারখানায় আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে ১১ জন শ্রমিকের। এছাড়াও ৪ জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে দিল্লির নারেলার আলিপুরের দয়ালপুর মেইন মার্কেটে অবস্থিত একটি রঙের কারখানায়। দমকলের ২২টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় প্রায় চার ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আহত ৪ জনকে রাজা হরিশ চন্দ্র হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দমকল সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার বিকেলে দয়ালপুর মার্কেটের একটি রঙের কারখানায় আচমকা আগুন লেগে যায়। বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ দমকলের কাছে খবর যায়। এর কিছু পরেই দমকলের ২২টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। এলাকাটি ঘনবসতি পূর্ণ হওয়ায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। প্রায় চার ঘণ্টার চেষ্টায় রাত ৯টা নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। দমকল আরও জানিয়েছে, দু’টি রঙের এবং রাসায়নিক গোডাউনে আগুন লেগেছিল, এই অগ্নিকাণ্ডের ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৪ জন আহত হয়েছেন। নিহতদের বাবু জগজীবন রাম হাসপাতালে এবং আহত ৪ জনকে রাজা হরিশ চন্দ্র হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নিহতদের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। দিল্লি দমকল সার্ভিসের ডিরেক্টর অতুল গর্গ বলেছেন, বৃহস্পতিবার বিকেল ৫.২৫ মিনিট নাগাদ আমরা আগুন লাগার খবর পাই, একটি রঙের কারখানায় আগুন লেগেছিল। আমরা ৪ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছি। আগুনে ১১ জন প্রাণ হারিয়েছেন, সবাই শ্রমিক। তল্লাশি অভিযান চলছে, আমরা সন্দেহ করছি আরও ২ জন আটকে পড়েছেন। আগুন লাগার সঠিক কারণ আগুন এখনও জানা যায়নি।

হাতে স্যালাইন নিয়ে,বিশেষ অ্যাম্বুল্যান্সেই বিধানসভায় আসবেন অসুস্থ ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃগত সোমবার রাত থেকে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিম। দিন তিনেক কেটে গেলেও এখনও তিনি হাসপাতালে চিকিসাধীন। আজ, শুক্রবার হাসপাতাল থেকে তাঁকে বিধানসভায় নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিন বিধানসভায় দ্বিতীযার্ধে পুর বিষযক্ দফতরের একটি বিল পেশ হওয়ার কথা। সেই বিলের আলোচনায় অংশ নিতেই ফিরহাদ হাকিম বিধানসভায় যাবেন বলে জানা গিয়েছে। বিলের উপর জবাবি ভাষণ দিতে পারেন তিনি।বিধানসভায় বাজেট (Budget) অধিবেশন চলছে। শুক্রবার গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ হওয়ার কথা। তাই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা সত্ত্বেও সাময়িক ছুটি নিয়ে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম আসবেন বিধানসভায়। জানা যাচ্ছে, হাতে স্যালাইনের চ্যানেল, বিশেষ অ্যাম্বুল্যান্সে চিকিৎসক, নার্সকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দুপুর দেড়টা নাগাদ বিধানসভায় পৌঁছবেন। ১.৪৫ নাগাদ বিল পেশ করার পর ঘণ্টাখানেক থেকে ফের চলে যাবেন হাসপাতালে। এখানেই শেষ নয়। শনিবারও আবার একইভাবে মেয়র ফিরহাদ হাকিম যাবেন কলকাতা পুরসভায় (KMC)। ওইদিন পুরসভার বার্ষিক বাজেট পেশ। দুপুর ১২ টা নাগাদ পুরসভায় মেয়র পারিষদদের নিয়ে বৈঠকে সেই বাজেট অনুমোদন করানো হবে। তার পর তা পেশ করা হবে। সবটাই করবেন অসুস্থ মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি হাসপাতালে ভর্তি বলে কোনও কাজ ব্যাহত হোক বা বিলম্ব হোক, তা চান না। আর সেই কারণেই বিশেষ অ্যাম্বুল্যান্সেই ফিরহাদ হাকিম যাবেন বিধানসভা ও কলকাতা পুরসভায়।

রাহুলের ‘সারথিতেজস্বী,জিপে চাপিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন বিহার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা ভোটের আগেই যেখানে ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্য নিয়ে সন্দিহান সকলে, সেখানেই জোটে থাকার বার্তা দিলেন রাহুল ও তেজস্বী। বিরতির পর ফের একবার বিহার থেকে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার সূচনা হল আজ। শুক্রবার বিহারের সাসারাম থেকে এই যাত্রার সূচনা করেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী । তাঁর এই যাত্রায় যোগ দেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবও । জোটের বার্তা দিতে রাহুলের গাড়ির চালক আসনে দেখা যায় তেজস্বীকে।লালু-পুত্র এক্স হ্যান্ডলে রাহুলের সঙ্গে তাঁর ছবি পোস্ট করেছেন। লিখেছেন- ‘ বিহারের সাসারাম থেকে আজ সকালে রাহুল গান্ধীর ‘ জোড়ো ন্যায় যাত্রা’র সূচনা হল।’’ জানুয়ারি মাসে জেডিইউ প্রধান নীতীশের ‘ ছাড়ার পরে বিহারে বিজেপি বিরোধী জোটের ‘ নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। এই আবহে শুক্রবার তেজস্বীর উপস্থিতিতে নতুন মাত্রা পেল ‘ ঐক্যের ছবি।আরজেডির তরফে জানানো হয়েছে, শুক্রবার দুপুরে উত্তরপ্রদেশ লাগোয়া কৈমুর জেলার দুর্গাবতীতে ‘ জোড়ো ন্যায় যাত্রা’র জনসভা হবে। সেখানে রাহুলের সঙ্গেই মঞ্চে থাকবেন তেজস্বী। প্রসঙ্গত, ১৪ জানুয়ারি যখন মণিপুর থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন রাহুল, তখন বিহারে ক্ষমতায় ছিল ‘ সরকার। যে জোটের বৃহত্তম শরিক ছিল তেজস্বীর আরজেডি। রাহুলের দল কংগ্রেস ছিল তৃতীয় বৃহত্তম শরিক। কিন্তু গত ২৯ জানুয়ারি যখন কিষাণগঞ্জে প্রবেশ করে রাহুলের যাত্রা, তখন ‘ মেজো শরিক নীতীশ বিজেপির হাত ধরায় বিহারে সরকার বদলে গিয়েছে।

১৬ ফেব্রুয়ারি ভারতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল স্ট্রাইকারকে স্মরণ করার দিন

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ তুলসীদাস বলরামন। সবাই বলে থাকেন তুলসীদাস বলরাম। এই কিংবদন্তি ভারতীয় ফুটবলার ১৬ ফেব্রুয়ারি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। ষাট থেকে ৭০ দশকে ভারতীয় ফুটবলে চুনী গোস্বামী, পি কে ও বলরামের নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হতো। অলিম্পিক গেমস সহ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তিনি।

সন্দেশখালিতে ঢুকতে বাধা বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির সদস্যদের,পুলিশ বলছে, ‘ সুপিরিয়ররা বললে তবেই’...

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সন্দেশখালির পরিস্থিতি ঠিক কেমন? তা খতিয়ে দেখতে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার নেতৃত্বে মহিলা সাংসদদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল ৬ সদস্যের তথ্যানুসন্ধান দল। তাঁরা শুক্রবার সন্দেশখালি যাওয়ার পথে পুলিশি বাধার মুখে পড়লেন। রামপুরের কাছে ব্যারিকেড দিয়ে আটকানো হল নাড্ডার পাঠানো প্রতিনিধিদলকে। সেখানেই পুলিশের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়ান মহিলা সাংসদরা। লেডি কনস্টেবলদের কাছে বারবার তাঁরা বলতে থাকেন, নিরাপত্তার প্রসঙ্গ যখন উঠছেই, তখন আপনারাই আমাদের নিয়ে চলুন। তাতে তো ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করা হবে না। জবাবে মহিলা পুলিশ অফিসাররা জানান, সুপিরিয়রদের সঙ্গে কথা বলি, তাঁরা বললে তবেই যাওয়া যাবে। উভয়ের বাকবিতণ্ডায় মুহূর্তে এলাকার পরিস্থিতি যথেষ্ট উত্তপ্ত।বিজেপির প্রতিনিধি দলে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী, প্রতিমা ভৌমিক-সহ অন্যান্যরা। বিধায়ক অগ্নিমিত্রা এবং সাংসদ জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতোও রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে। অগ্নিমিত্রা পল বলেন, শেখ শাহজাহানদের মতো দুর্বৃত্তদের দখলে চলে গেছে সংঃদশখালি। মহিলাদের শ্লীলতাহানি করছে তাঁরা। পুলিশ সব জেনেও চুপচাপ। দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে আগ্রহী নয়। বরং সন্দেশখালি তাদেরই দখলে থাকুক এমনটাই চাইছে প্রশাসন। অথচ আমরা নির্যাতিতা মায়েদের কথা শুনতে ঘটনাস্থলে যেতে চাইলে আমাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে।বিজেপির ছয় সদস্যের প্রতিনিধি দল নিউটাউন থেকে রওনা দেওয়ার আগে সন্দেশখালি প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অন্নপূর্ণা বলেন, ‘ যে ঘটনা ঘটেছে, কোনও সভ্য সমাজে তা ঘটে না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। তাঁর রাজত্বে এমন ঘটনা ঘটেছে এটা ভাবা যায় না। সরকার চায় না ওখানে কী হচ্ছে তা প্রকাশ্যে আসুক। কিন্তু আমরা নির্যাতিতাদের সঙ্গে কথা বলবই।’’রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে অভিযুক্তঃ পলাতক শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ দুই তৃণমূল নেতা শিবপ্রসাদ হাজরা ও উত্তম সরদারকে গ্রেফতারের দাবিতে গত শুক্রবার থেকে উত্তাল হয়ে ওঠে সন্দেশখালি। একরকম গ্রামের মহিলারাই এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। হাতে লাঠি ঝাঁটা নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন তাঁরা। আন্দোলন মারমুখী চেহারা নেয় অচিরেই। জেলিয়াখালিতে শিবু হাজরার পোল্ট্রি ফার্মে লাঠি সোটা নিয়ে ঢুকে পড়েন গ্রামের মহিলারা। ভাঙচুর করে আগুনে পুড়িয়ে দেয় পোল্ট্রি ফার্ম। শিবুর বাগানবাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয় উত্তম সর্দারের বাড়িও। জনরোষের মুখে পরে উত্তমকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেয় তৃণমূল কংগ্রেস। গ্রেফতারও করা হয় এই তৃণমূল নেতাকে। তবে এখনও অধরা শিবু হাজরা। সন্দেশখালির গ্রামে গ্রামে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে মহিলাদের ভূরি ভূরি অভিযোগ। গত কয়েকদিন ধরে সংবাদমাধ্যমের সামনে তাঁরা লাগাতার অভিযোগ করতে থাকেন ভিটে-মাটি কেড়ে নিয়েই রেয়াত করেনি এই নেতারা। নিয়মিত তাঁদের শ্লীলতাহানি করেছে। বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দিতে বাধ্য করেছে। প্রতিবাদ করলেই জুটেছে মার। থানায় গেলেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি ।সন্দেশখালির মহিলাদের এই সমস্ত অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই তোলপাড় হয় গোটা রাজ্য রাজনীতি। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা সন্দেশখালির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য বিজেপির সাংসদদের নিয়ে ছয় সদস্যের একটি দল গড়ে দিয়েছেন। তাঁরাই শুক্রবার সকালে সন্দেশখালিতে পৌঁছন।

শ্রীনগরের এমএলএ হোস্টেলে ভয়াবহ আগুন

শ্রীনগর, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ভয়াবহ আগুন লাগল জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরের এমএলএ হোস্টেলে। শুক্রবার সকালে শ্রীনগরের এমএলএ হোস্টেলে আগুন লাগে, মুহূর্তের মধ্যেই সেই আগুন ভয়াবহ রূপ নেয়। গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়।অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন।দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর আগুন আয়ত্তে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি বলে জানা গিয়েছে। আগুন লাগার

সিবিআই বা বিশেষ সিট গঠন করে তদন্তের দাবি,মামলা গড়াল সুপ্রিম কোর্টে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সন্দেশখালিকাণ্ডের জল গড়াল দেশের শীর্ষ আদালতে।গত কয়েক দিনের মতো বৃহস্পতিবারও দিনভর সন্দেশখালি নিয়ে উত্তাপ বেড়েছে রাজনীতির ময়দানে। এই পরিস্থিতিতে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট অথবা সিবিআইকে দিয়ে তদন্তের আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হল।মণিপুরের মতো সন্দেশখালিতে বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবিতে মামলা করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। মামলাকারী আইনজীবী অলোক শ্রীবাস্তবের দাবি, বাংলার বাইরের তদন্তকারীদের দিয়ে এই ঘটনার তদন্ত হোক। প্রয়োজনে সিবিআই বা বিশেষ সিট গঠনের দাবিও করেছেন তিনি। তাঁর আর্জি, সন্দেশখালির ঘটনায় যে সমস্ত পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে বা যাদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ উঠেছে তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করুক আদালত। তিন বা চার সদস্যের বেঞ্চ গঠন করে মামলার শুনানি চলুক। পুরো কার্যকলাপই হোক পশ্চিমবঙ্গের বাইরে। সন্দেশখালির ঘটনায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবিও জানিয়েছেন আইনজীবী অলোক শ্রীবাস্তব। তাঁর কথায়, এলাকার যে মহিলারা নিপীড়িত বলে অভিযোগ করছেন তাঁদের আর্থিকভাবে সাহায্য করা হোক। ফেব্রুয়ারির শুরু থেকেই উত্তপ্ত সন্দেশখালি। তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখ এবং তাঁর গোষ্ঠীর লোকজনের বিরুদ্ধে গ্রামের মহিলাদের নিগ্রহের অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে ইতিমধ্যে মামলা চলছে। বৃহস্পতিবার এব্যাপারে বিজেপির রাজ্য নেত্রী তথা বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলের একটি অডিং ক্লিপিংস শুনিয়ে সাংবাদিক বৈঠক থেকে তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র কুণাল ঘোষ দাবি করেন, বিজেপি এবং সিপিএম যৌথভাবে লোক খ্যাপানোর চেষ্টা করছে।বৃহস্পতিবারই বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শোনা যায় শাহজাহানের নাম। তিনি বিজেপিকে নিশানা করে অভিযোগ করেন, মুখে মাস্ক পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিজেপির লোক। যদিও রাজ্য প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে আরও একবার জানান তিনি। বলেন, ১৭ জন গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে সন্দেশখালি যেতে চেয়ে এখনও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বিজেপি সহ বিরোধীরা। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই নিয়েও আদালতে যাওয়ার

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি ইডির

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের অ্যাকশনে নামল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। শুক্রবার সকাল থেকে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে ইডি (ED) তল্লাশি। নাকতলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ঘনিষ্ঠ এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে সকালেই হানা দেয় ইডির ৬ জনের একটি দল। শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে যে ভুরি ভুরি আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, তাতে ব্যবসায়ীর ভূমিকা খতিয়ে দেখতে ইডির তল্লাশি বলে খবর। এছাড়া বালিগঞ্জ, বাঁশদ্রোণী এলাকাতেও চলছে তল্লাশি।কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটির সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিকে নিয়োগ ‘ তদন্তে নেমে রাজীব দে নামের ওই প্রোমোটার তদন্তকারীদের আতসকাচের তলায় আসেন। তদন্তের সূত্রেই বেশ কিছু নথিপত্র খতিয়ে দেখতে গিয়ে পার্থের সঙ্গে ওই প্রোমোটারের ‘ বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। তার পর শুক্রবার সকালে রাজীবের দুয়ারে কড়া নাড়লেন তদন্তকারীরা।তবে এই প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত, রাজীবের বাড়িতে ঢুকতে পারেননি ইডি আধিকারিকেরা। তাঁরা চাবির জন্য অপেক্ষা করছেন। জানা গিয়েছে, বাড়ির লাগোয়া অংশে রাজীবের ইমারতি দ্রব্য বিক্রির একটি অফিস রয়েছে। রাজীবকে নিয়ে সেই অফিসে যাওয়ারও পরিকল্পনা রয়েছে তদন্তকারীদের।গত মঙ্গলবারই রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় সল্টলেক-সহ কলকাতার ছ’জায়গায় তল্লাশি অভিযান শুরু করেছিল কেঃদ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। মঙ্গলবার সকাল ৭টা নাগাদ প্রথমে সল্টলেকের আইবি ব্লকের একটি বাড়িতে হানা দেন তদন্তকারীরা। পরে জানা যায় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ইডি আধিকারিকেরা পার্ক স্ট্রিট, রাসেল স্ট্রিট, বাগুইহাটি, কৈখালি এলাকার আরও পাঁচটি জায়গায় হানা দিয়েছেন। তদন্তকারীদের সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরাও। রাত থেকে জেরা করার পর বুধবার সল্টলেক থেকে গ্রেফতার করা হয় বিশ্বজি দাস নামে এক ব্যবসায়ীকে। তিনি বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং রেশন মামলাতেই ধৃত শঙ্কর আঢ্য ওরফে ডাকুর ঘনিষ্ঠ বলে ইডি সূত্রে জানা যায়।

অভিষেক ব্যানার্জি লোকসভা আসছে, লড়াই কীভাবে?সাংসদ-বিধায়কদের নিয়ে ভারচুয়াল বৈঠকে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা ভোট কড়া নাড়তেই তপর তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সূত্রে খবর, নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) ঘোষিত নীতি ‘ চলো’ মেনে ৪২টি কেন্দ্রের সমস্ত বুথে বিজেপি-সিপিএম এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের রণকৌশলও জানিয়ে দেবেন তিনি। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রের বঞ্চনা এবং রাজ্যের উন্নয়ন- এই দুই ইস্যুকে সামনে রেখে কীভাবে বাড়ি-বাড়ি প্রচারে দল নামবে, তাও এই বৈঠকে ঘোষণা করবেন অভিষেক। আজ বিকেল চারটে নাগাদ এই বৈঠক হবে। সাংসদ, বিধায়ক ও ব্লক সভাপতিদের আগেই নির্দিষ্ট লিঙ্ক পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেই লিঙ্কে ক্লিক করেই ঠিক তিনটের সময় অভিষেকের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দিতে হবে। সংসদের বাজেট অধিবেশনে যোগ দিতে বেশ কিছুদিন দিল্লিতে ছিলেন তিনি। তার পর চোখের চিকিৎসার জন্যও রাজধানীতে ছিলেন। এই সময় কলকাতায় ১০০ দিনের বকেয়া পাওনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ধরনা শুরু হলেও ষষ্ঠদিনেও তাঁকে মঞ্চে দেখা যায়নি। এনিয়েই দলের ভিতর নানা জল্পনা ছিল। মঙ্গলবার কলকাতা ফিরেই কালীঘাটে মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তিনি।লোকসভা ভোটের প্রচারের রণকৌশল নিয়েও নেত্রীর সঙ্গে অভিষেকের কথা হয়েছে। তার পর গত ৭ তারিখ অভিষেকের সাংসদ-বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকের কর্মসূচি জানা গেল। শুক্রবার নিজের কলকাতার অফিস থেকে ভারচুয়াল বৈঠক করবেন তিনি। এই বৈঠকে রাজ্যসভার চার প্রার্থীও থাকবেন বলে খবর। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে যেভাবে ‘ নিজের মেয়েকে চায়’ শীর্ষক প্রচার শুরু করা হয়েছিল সেভাবেই তৃণমূলের তরফে এবারও বিশেষ ক্যাম্পেন করবে জোড়াফুল শিবির। আর সেই প্রচারের প্রধান মুখ যেমন হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তেমনই লড়াইয়ের প্রধান সেনাপতি হিসেবে অভিষেক জেলায়-জেলায় প্রচারে নামবেন। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত ভোটের আগে ‘ নবজোয়ার’ শীর্ষক যাত্রা করেছিলেন অভিষেক। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের কাকদ্বীপে শেষ হয়েছিল সেই নবজোয়ার যাত্রা। এবারও লোকসভা ভোটের আগে সাংসদ, বিধায়ক এবং ব্লক সভাপতিদের নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠকে বিশেষ গাইডলাইন দিয়ে প্রচারের রণকৌশল ঘোষণা করবেন অভিষেক।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৭ফেব্রুয়ারি ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৭ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৪ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৪ ফাল্গুন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৪ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতে ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপূজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শুক্রবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১৫মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ১৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃবয়স্ক ব্যাক্তিরা তাঁদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। একাধিক উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে। শুভ **বৃষভ রাশিঃ**স্বাস্হ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি অস্বস্তির কারণ হতে পারে। আকস্মিক টাকাকড়ির আগমন আপনার রসিদগুলির এবং তাৎক্ষণিক খরচার খেয়াল **মিথুন রাশিঃ**আপনি অন্যদের সঙ্গে খুশি মুহূর্তের যেভাবে শেয়ার করেন সেইভাবেই স্বাস্থ্য বিকশিত হবে। কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক কারণ অবহেলা করলে পরে ঝামেলায় পড়তে হতে **কর্কট রাশিঃ**সংসারে শান্তি হতে পারে আজ থেকে। শুভদিন **সিংহরাশিঃ**সামাজিক জীবনের থেকে স্বাস্হ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। নিযুক্ত যারা নিযুক্ত তারা একটি টেকসই পরিমাণ প্রয়োজন, কিন্তু অতীতে করা । **কন্যারাশিঃ**আপনার নিজের মনের উপর নিযন্ত্রণ আছে। আপনার বাড়তি টাকাপয়সা এমন একটি নিরাপদ স্থানে রাখুন যা আগত সময়ে আপনাকে ফেরতের প্রতিশ্রুতি দেবে। আপনার বড় **তুলারাশিঃ**স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। শুভদিন **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে **ধনু রাশিঃ** আপনার ঈর্ষাপরায়ণ ব্যবহার আপনাকে দু ঃখিত এবং অবসাদগ্রস্থ করতে পারে। আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন **মকর রাশিঃ**আপনার ঐক্যনাশক আবেগ এবং ঝোঁক নিয়ন্ত্রণে রাখুন। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ আপনার ঠাট্টা বোধ এবং আপনার অসুস্থতা নিরাময় করার জন্য এটিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। **মীন রাশিঃ**আপনি আপনার হতাশাপূর্ণ মনোভাবের জন্য কোনো অগ্রগতি করতে অক্ষম হবেন। এটাই আপনার উপলব্ধি করার জন্য উপযুক্ত সময় যে দুশ্চিন্তা আপনার চিন্তাশক্তির প্রতিবন্ধী হচ্ছে। উজ্জ্বল দিকে

নিউবারাকপুর থানার পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, নিউবারাকপুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে শুক্রবার সকালে নিউবারাকপুরে প্রধান পরীক্ষা কেন্দ্র কলোনী বয়েজ হাই স্কুলের গেটের সামনে বসল পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র। আগত সকল পরীক্ষার্থীদের সফলতা কামনা করে তাদের হাতে একটি গোলাপ, কলম চকলেট লজেন্স তুলে দিলেন নিউবারাকপুর থানার কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক, হোমগার্ড ও সিভিক ভলান্টিয়াররা। থানার ওসি সুমিত কুমার বৈদ্য জানান নিউবারাকপুর চলতি বছরে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ১১৮৬ জন। প্রধান পরীক্ষা কেন্দ্র কলোনী বয়েজ হাই স্কুল সহ অন্যান্য উপ কেন্দ্র গুলি হল কলোনী গার্লস, তপতী বালিকা বিদ্যাবিথী, কোদালিয়া আগাপুর এবং মাসুন্দা বয়েজ হাই স্কুল। সব পরীক্ষা কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে কলোনী বয়েজ হাইস্কুলে গেটে একটি পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা কামনায়।

সুন্দরবনে বাঘের আক্রমনে মৃত আবার এক কুলতলির মৎস্যজীবি, আহত ১

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ সুন্দরবনে বাঘের আক্রমনে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। আবারও বাঘের আক্রমনে মৃত্যু হল এক মৎস্যজীবির। আহত এক মৎস্যজীবি। মৃতের নাম প্রদীপ সরদার (৪৫)। মৃত মৎস্যজীবির বাড়ি কুলতলি থানার কাটামারি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,কুলতলির কাটামারি গ্রামের বাসিন্দা মৎস্যজীবি প্রদীপ সরদার সহ তিনজন নৌকা নিয়ে গত সোমবার কুলতলি থেকে সুন্দরবনের নবেগী খালের নদী খাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন।গত প্রায় ৪ দিন ধরে তারা সুন্দরবনের বিভিন্ন নদীখাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরছিলেন।বৃহস্পতিবার ভোর ৬ টা নাগাদ সুন্দরবনের নদীখাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরছিলেন। সেই সময় সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল থেকে একটি বাঘ প্রদীপ সরদারকে টার্গেট করতে থাকে।এদিকে বাকী মৎস্যজীবিরা আনমনে নদীতে কাঁকড়া ধরার দ্রোণ ফেলতে ব্যস্ত।আচমকা সুন্দরবন জঙ্গল থেকে দ্রুত গতিতে বাঘ বেরিয়ে আসে। মুহূর্তে সকলের অলক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রদীপের ঘাড়ে। ঘাড় মটকে তাকে টানতে টানতে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বাঘ তার শিকার নিয়ে একটু গভীর জঙ্গলের দিকে যেতেই প্রদীপের সঙ্গীরা বাঘের কবল থেকে প্রদীপকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায়। বাঘ তার শিকার ছাড়তে নারাজ। রুদ্রমূর্তি ধরে বাঘ মৎস্যজীবি দের সামনে রুখে দাঁড়ায়।দীর্ঘ প্রায় ঘঃটাখানেক চলে বাঘে মানুষের লড়াই। অবশেষে মৎস্যজীবিদের প্রতিরোধের মুখে পড়ে বাঘ শিকার ছেড়ে গর্জন করতে করতে পিছু হটতে থাকে।পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে এক সময় বাঘ ভয় পেয়ে দৌড়ে সুন্দরবনে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়।আর প্রদীপের সঙ্গী মৎস্যজীবিরা বাঘের কবল থেকে সঙ্গীকে উদ্ধার করে নৌকায় তোলেন। ততক্ষণে অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরনের ফলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ওই মৎস্যজীবি।আর এই ঘটনায় এক মৎস্যজীবি আহত হন।আহত ম'স্যজীবি হলো চুনিলাল সরদার। জয়নগরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি আছে। শুক্রবার ও সেখানে চিকিৎসা চলছে তার। বৃহস্পতি বার রাতে মৃত মৎস্যজীবির দেহ নিয়ে ফেরে সঙ্গী সাথীরা। শুক্রবার মৃতদেহটি ময়না তদন্তে পাঠানো হবে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। আচমকা এই দুর্ঘটনার কথা শুনে শোকে কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের সকলেই। এমন মর্মান্তিক ঘটনায় মৃতের পরিবার সহ সমগ্র কাটামারি এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সুন্দরবন জঙ্গলে বাঘের আক্রমণে এক মৎস্যজীবির মৃত্যু হয়েছে।মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হচ্ছে। আর মৃত মৎস্যজীবির পরিবারের হাতে দ্রুত সরকারি ক্ষতি পূরণের টাকা তুলে দেওয়ার দাবি জানালেন এপিডিআর সংগঠনের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল। তিনি শুক্রবার বলেন, বারবার একই ঘটনা ঘটে চলেছে। গত দুমাসে তিনজন মৎস্যজীবী বাঘের আক্রমনে মারা গেল এবং একজন আহত হলেন। বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় সুন্দরবনের মৎস্যজীবিরা জঙ্গলে চলে যায় রোজগারের আশায়। তাই তাদের বিকল্প কর্ম সংস্থানের দিকে সরকারের নজর দেওয়ার দরকার। পাশাপাশি এদের মৃত্যুর পরে ক্ষতিপূরণ নিয়ে সরকারের টালবাহানা করলে চলবে না।দ্রুত তাদের পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরনের টাকা তুলে দিতে হবে।

হাওড়া পৌরনিগমের উদ্যোগে ব্লাড ব্যাঙ্কের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম

শ্রেয়াআদক, হাওড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ সিএসআর তহবিলের বরাদ্দকৃত অর্থে রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা এবং হাওড়া পৌরনিগমের উদ্যোগে এইচএমসি-রোটারি ব্লাড ব্যাঙ্কের শুভ উদ্বোধন হলো। শুক্রবার সন্ধ্যায় এর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। হাওড়ার বঙ্কিম পার্কে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অন্যতম উদ্বোধক রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। এছাড়াও হাওড়া পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী, দেবাংশু দাস, পুর কমিশনার শ্রুতিরঞ্জন মোহান্তি, বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরী সহ রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা'র প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন ভার্চুয়াল উদ্বোধন করে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, রাজ্যের প্রধান প্রশাসনিক কার্য্যালয় নবান্ন অবস্থিত হাওড়ায়। হাওড়া এখন আধুনিক এক শহর। হাও।। আজ যা করে কলকাতা তা করে আগামীকাল। হাওড়াকে দেখে আমি শিখি। এই ব্লাড ব্যাঙ্কের সুফল পাবেন হাওড়ার মানুষ। হাওড়া পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ জানাই। উনিই এই উদ্যোগ নিয়েছেন। হাওড়ার কাছ থেকে আমরা রোজ শিখছি। হাওড়া আগে ছিল কুলি টাউন। এখন হয়ে গেছে আধুনিক সিটি। নিজস্ব ব্লাড ব্যাঙ্ক কেউ চিন্তাও করতে পারেনি। হাওড়া পেরেছে। হাওড়ার মানুষের জন্য কাজের জিনিস হবে এই ব্লাড ব্যাঙ্ক। আমি নিজে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছি। তাই সরাসরি অনুষ্ঠানে যেতে পারিনি। সুস্থ হলে অবশ্যই যাব। হাওড়া নাউ লিডিং টাউন। প্রসঙ্গত, হাওড়া পৌরনিগমের উদ্যোগে উদ্বোধন হল এই অত্যাধুনিক ব্লাড ব্যাঙ্কের। হাওড়ার পঞ্চাননতলায় ৩ নম্বর বোরো অফিসের কার্যালয়ে প্রায় ৩ হাজার বর্গফুট এলাকা জুড়ে ওই ব্লাড

ব্যাঙ্কটি তৈরি হয়েছে। রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটার সহযোগিতায় হাওড়া পৌরনিগমের উদ্যোগে প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে এটি তৈরি হয়েছে। ৮০০ পাউচ রক্ত রাখার ক্ষমতাবিশিষ্ট এই ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত ছাড়াও প্লাজমা, আরবিসি, প্যাক-সেল, রক্তরস, প্লেটলেট সহ সমস্ত রক্তের উপাদান ন্যূনতম মূল্যে পাওয়া যাবে এই ব্লাড ব্যাঙ্কে। হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, হাওড়া ছাড়াও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ এখান থেকে রক্ত পাবেন। এছা।।ও এখানে থাকবে একটি ভ্রাম্যমাণ গা।ড়ি। সেই গাড়ি বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে রক্তদান শিবিরগুলিতেও পৌঁছে যাবে।

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L20211WB1957PLCO23493
নিবন্ধিত অফিসঃ ৯ পারসি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
কর্পোরেট অফিসঃ নর্থ ব্লক, ৪র্থ তলা, ১১৩ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ফোনঃ ০৩৩-২২৬৫২২৭৪ ই-মেইলঃ corpduroply.com ওয়েবসাইট ঃ www.duroply.in

অতিরিক্ত সাধারণ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে Duroply Industries Limited(কোম্পানি)এর সদস্যদের একটি অতিরিক্ত সাধারণ সভা (দ্য মিটিং! ইজিএম) শনিবার, ৯ মার্চ, ২০২৪ সকাল ১১,০০ এ অনুষ্ঠিত হবে। (১এসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যম (OAVM) এর মাধ্যমে EGM-এর নোটিশে (নোটিস) উল্লিখিত ব্যবসায় লেনদেন করতে। কোম্পানী আইন, ২০১৩(অ্যাক্ট)এর সমস্ত প্রযোজ্য বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলি মেনে EGM ডাকা হয়, ০৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭ /২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ এর সাথে পঠিত হয়, ২০২০, ২২/২০২০ তারিখে ১৫ জুন, ২০২০, ৩৩/২০২০ তারিখে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩৯/২০২০ তারিখে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ১০/২০২১ তারিখে ২৩ জুন, ২০২১, ২০২০ তারিখ ২০২০ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ ২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ০৯/২০২৩ তারিখে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ যথাক্রমে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় দ্বারা জারি করা হয়েছে (সম্মিলিতভাবে MCA সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার BI দ্বারা জারি করা হয়েছে একটি সাধারণ ভেন্যুতে সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়াই ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে সভা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কোম্পানিটি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডকে (CDSL) নিয়োগ করেছে EGM-এর জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা সহ VCOAVM সুবিধা প্রদানের জন্য।পূর্বোক্ত সার্কুলার অনুসারে, নোটিশটি ইলেক্ট্রনিক মোডে পাঠানো হয়েছে সেই সদস্যদের কাছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের নিবন্ধক এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর সাথে নিবন্ধিত, অর্থাৎ ণ্ণ. মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড। ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪, শুক্রবার সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক নোটিশ পাঠানো সম্পন্ন হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন www.duroply.in এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাচ্ছে অর্থা স্টক এক্সচেঞ্জ যেখানে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত হয়, যেমন, www.bseindia.comú
দূরবর্তী ই-ভোটিং তথ্যকোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ (সংশোধিত হিসাবে) এর ২০ বিধি এবং সেবি সার্কুলার নম্বর SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 এর সাথে পঠিত তালিকা প্রবিধানের প্রবিধান ৪৪ ২০/২০২৪২ তারিখে ৯ ডিসেম্বর, ২০২০ তালিকাভুক্ত সত্তা দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং সুবিধা সম্পর্কিত, কোম্পানি তার সদস্যদের সিডিএসএল-এর মাধ্যমে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট যে তারা রেজোলিউশনগুলিতে ইলেক্ট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার জন্য লক্ষ্য করুন।সদস্যরা ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যবহার করে দূর থেকে তাদের ভোট দিতে পারে। নোটিশে বর্ণিত বিশেষ ব্যবসা শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। VCOAVM-এর মাধ্যমে EGM-এ অংশগ্রহণকারী সদস্যরা এবং রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে নোটিশের অংশ গঠনের রেজোলিউশনগুলিতে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধা দেওয়া হয়নি, EGM চলাকালীন প্রদত্ত ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। যে সদস্যরা ইজিএমের আগে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ইজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। ইজিএম-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং-এর প্রক্রিয়া ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। যে সদস্যদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে শনিবার, ০২ মার্চ, ২০২৪ কাট-অফ তারিখ হিসাবে উপস্থিত হয়েছে, তারা ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। রেজোলিউশনের উপর ভোট(গুলি) যেকোন সদস্য দ্বারা দেওয়া হলে,পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করা যাবে না। দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে বুধবার, মার্চ ০৬, ২০২৪ সকাল ৯,০০ এ। (১ST) এবং শুক্রবার, ০৮ মার্চ, ২০২৪ বিকাল ৫,০০ এ শেষ হবে। (১ST)। তারপরে, দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি CDSL দ্বারা বিকাল ৫,০০ P.M. এ নিষ্ক্রিয় করা হবে। ০৮ মার্চ, ২০২৪-এ। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, অর্থা, শনিবার, মার্চ ০২, ২০২৪, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে নোটিশটি ব্যবহার করা উচিত।যে কোনো ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার অর্জন করেন এবং EGM-এর নোটিশ পাঠানোর পরে সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, অর্থা, শনিবার, ০২ মার্চ, ২০২৪, পাঠান করে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন helpdesk.evotingcdslindia.com-এ একটি অনুরোধ।আপনার যদি EGM এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, আপনি www.evotingindia.com-এ পাওয়া প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন, সহায়তা বিভাগের অধীনে বা হেল্পডেস্কে একটি ইমেল লিখতে পারেন। evotingcdslindia.com অথবা ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ নম্বরে কল করুন। ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগ মিঃ রাকেশ ডালভি, ম্যানেজার, (CDSL) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫ তারিখে সম্বোধন করা যেতে পারে। ফ্লোর, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারে! (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০১৩ অথবা helpdesk.evotingcdslindia.com-এ একটি ইমেল পাঠান বা ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ নম্বরে কল করুন।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশ দ্বারা
ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য
এসডি-কোমল ধ্রুব
কোম্পানি সচিব সদস্য সংখ্যাঃএ৪১৮৫০

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০২৪

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানালেন হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অজয় মন্ডল

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া,১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে শুরু হলো ২০২৪ এর উচ্ছ মাধ্যমিক পরীক্ষা।এই উপলক্ষে উলুবেড়িয়ার কালীনগর হাইইস্কুলে সকল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের-গোলাপ ফুল দিয়ে,শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন এবং উৎসাহ দেওয়ার সাথে সাথে তাদের অভিভাবকদের বিশ্রামের যথাযথ ব্যবস্থা করা হয় এবং পরীক্ষার্থীদের গোলাপ ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়।

উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অজয় মন্ডল,উলুবেড়িয়া ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতিন্দ্র শেখর প্রামানীক,সমাজসেবী সেলিম মোল্লা, উলুবেড়িয়া হাইস্কুলের সামনে অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস।

পীরপুর জয়নগর উদয়চাঁদ ইনস্টিটিউটশনে এবার তিনটি পরীক্ষার সিট পড়েছিল খড়িয়া ময়নাপুর উচ্ছ বিদ্যালয়,মহেশপুর হাইস্কুল এবং বীরশিবপুর শিক্ষা নিকেতনর মোট ৩৯৫ জন ছাত্র-ছাত্রী এবার পরীক্ষা দিতে বসেছেন। উলুবেড়িয়া ১ নং ব্লকের চণ্ডীপুর মানিকপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরীক্ষা দিচ্ছে খোড়িয়া ময়নাপুর উচ্ছ বিদ্যালয়ের ছাত্রী বাসন্তী মহাপাত্র।উল্লেখ্য ওই স্কুলের সিট পড়েছে পীরপুর হাইস্কুলে কিন্ত ডাইরিয়া সমস্যা নিয়ে ভর্তি হওয়ায় তাই পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিচ্ছে ঐ ছাত্রী।ঐ ছাত্রীর জন্য হসপিটালের একটি আলাদা রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।এবং সর্বক্ষণ ডাক্তার এবং একজন নার্স রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার অর্পিতা রায়। অপরদিকে আজ উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর আগে কমলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে শ্রীকোল হাই স্কুল সেন্টারের সমস্ত পরীক্ষার্থীদের খুব খুব ভাল ফলাফল এর জন্য শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জ্ঞাপন করা হয় ,উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি নদেবাসী জানা, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মধুমিতা মাইতি ,উচ্ছ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথমদিন শান্তিপূর্ণ শেষ হয়।

পোলবার বিজেপি কর্মীর মায়ের খুনের কিনারা করল পুলিশ

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ পোলবার বিজেপি কর্মীর মায়ের খুনের কিনারা করল পুলিশ। পুলিশের জালে এক ঠিকাদার। ছাগলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর সন্দেহ গিয়ে পড়েছিল ঠিকাদারের ওপর। গালিগালাজ করায় গলা কেটে খুন করা হয় প্রৌড়কে। পোলবা খুনে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। গ্রেফতার করা হয়েছে ঠিকাদার। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম শঙ্কর সাদা (৫৪)। তাঁর বাড়ি বিহারের খাগারিয়া জেলায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১২ ফেব্রুয়ারি রাতে পোলবার সুগন্ধার একটি ইট ভাটার পাশে সার কারখানার পিছনের একটি পরিত্যক্ত চৌবাচ্চা থেকে জ্যোস্না জানার(৫৫) গলা কাটা মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মহিলা ও তাঁর স্বামী ওই ইট ভাটায় থাকতেন। মহিলার অনেক গুলি ছাগল রয়েছে। রোজই ছাগল চড়াতে যেতেন সার কারখানার পিছন থেকে। মাস খানেক আগে তার একটি ছাগলের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। সার কারখানার পিছনে শ্রমিকদের থাকার মেস আছে। কিছুদিন আগে ওই মহিলার একটি ছাগলের মৃত্যু হয়। বৃদ্ধা মনে করে থাকেন, মেসের উচ্ছিস্ট খাবার খেয়ে ছাগলটির মৃত্যু হয়েছে। শ্রমিকদের দেখলেই গালিগালাজ করতেন মহিলা। পুলিশ জেরায় জানতে পারে, ঘটনার দিন শঙ্কর আকন্ঠ মদ্যপান করেছিল। মহিলা ছাগল নিয়ে যাওয়ার সময় তাকে দেখে গালিগালাজ শুরু করেন। মেস থেকে সবজি কাটার ছুরি নিয়ে এসে মহিলার গলা কেটে খুন করে পরিত্যক্ত চৌবাচ্চায় ফেলে দেয়। তারপর হাতমুখ ধুয়ে সন্ধার পর ব্যান্ডেল থেকে ট্রেন ধরে বিহার চলে যায়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ সূত্র ধরে খোঁজ শুরু করে। কী কারণে একজন প্রৌড়াকে এভাবে খুন করা হল, খুনের মোটিভ কী, খুনি কি একজন না একাধিক? শ্রমিকদের জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ তথ্য সংগ্রহ শুরু করে। খুনের ঘটনায় রাজনীতির রঙ লাগে। বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় পোলবা থানায় বিক্ষোভ করেন অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবিতে। পুলিশ পূর্ব বর্ধমান থেকে স্নিফার ডগ নিয়ে এসে তথ্য সন্ধান করে। পোলবা থানায় সাংবাদিক বৈঠক করেন হুগলি গ্রামীন পুলিশের ডিএসপি প্রিয়ব্রত বক্সি জানান, ঘটনার ৭২ ঘন্টার মধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। তদন্তে ওসি পোলবা নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছিল। সার কারখানার শ্রমিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে জানা যায় ওই কারখানায় শ্রমিক সাপ্লাই করে শঙ্কর সাদা। ঘটনার পর থেকে সে বেপাত্তা ছিল। জানা যায় স্ত্রীর অসুস্থতার কথা বলে তিনি বিহারে দেশের বাড়ি পালিয়ে যান। তাঁর পাঠানো শ্রমিকরা কাজ করছে না বলে কারখানার ম্যানেজার ফোন করে ডাকেন। ফিরে আসতেই তাঁকে ধরে ফেলে পুলিশ।

পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদানে গোলাপ, কলম এবং চকলেট

দুরন্ত বার্তা, নিউবারাকপুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ শুক্রবার শুরু হল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। সকাল ৯,৪৫ থেকে দুপুর ১,১৫ মিনিট পর্যন্ত চলবে। আজ বাংলা প্রথম ভাষার পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা কামনায় পরীক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে নিউবারাকপুর পুরসভার ১,২ এবং ৩ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি সহ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীবৃন্দ উদ্যোগে তাদের উৎসাহ প্রদানে হাতে গোলাপ ফুল জলের বোতল এবং চকলেট ক্যাডবেরি তুলে দেওয়া হয় কলোনী গার্লস হাইস্কুলে ২১০ জন পরীক্ষার্থীদের। আয়োজক দের পক্ষে তৃণমূল নেতা শঙ্খ মুখোপাধ্যায় জানান আগত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সফলতা কামনা করে তাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে একটি গোলাপ ফুল, ক্যাডবেরি চকলেট এবং পানীয় জলের বোতল তুলে দেওয়া হয় এদিন। আমরা গর্বিত ও আনন্দিত পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদানে।অভিভাবক রা খুশি পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা কামনায .ও উসাহিত প্রদানে। উপস্থিত ছিলেন ৩নং ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি বেবি চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতৃত্ব ও মহিলারা।

জয়নগর থানা ও ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে পেন, জলের বোতল দেওয়া হলো

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ শুক্রবার থেকে রাজ্যে শুরু হয়ে গেলো এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। আর সুষ্ঠু ভাবে এই পরীক্ষা যাতে হয় তার জন্য সবরকমের ব্যবস্থা করা হয়েছিল জয়নগর থানা ও জয়নগর ব্লক প্রশাসনের তরফে। এদিন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল একাধিক স্কুলের সামনে উপস্থিত হয়ে পরীক্ষার্থীদের হাতে পেন ও জলের বোতল তুলে দিয়ে তাদের শুভেচ্ছা জানান। জয়নগর থানার উদ্যোগে জয়নগর ইনস্টিটিউশন, জয়নগর ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস, বহু গার্লস হাই স্কুল, দক্ষিন বারাশত শিবদাস আচার্য সহ একাধিক স্কুলে এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে পেন ও জলের বোতল তুলে দিলেন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল সহ অন্যান্যরা। জয়নগর থানার ৮ টি পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে এবছর ৩৬৫০ জন ছাত্র ছাত্রীরা পরীক্ষায়

বসেছে। জয়নগর থানা ও জয়নগর সাব ট্রাফিকের উদ্যোগে জয়নগর থানা এলাকায় একাধিক পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। যেখান থেকে পুলিশ ও ট্রাফিক কর্মীরা পরীক্ষার্থীদের সহায়তা করছে। আর এই এলাকায় যানজট নিয়ন্ত্রনে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে পুলিশ ইতিমধ্যে। সব মিলিয়ে প্রথম দিনের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে হয়েছে। আর পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে তাই হাসিমুখে দেখতে পাওয়া গেল এ বছরের উচচ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের।

খেলার মাঠে খেলা হবে রাজিনীতি চাইনা

প্রকাশ মন্ডল, হুগলি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ খেলার মাঠে খেলা হবে রাজিনিতি চাইনা, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পাঁচ বছর বন্ধ ছিল খেলা। খেলার মাঠে খেলা হবে এই দাবিতে অনড় এবার তারকেশ্বর নাইটা গ্রাম। সন্দেশখালীর প্রতিবাদী মহিলারাই কি শিখিয়ে দিচ্ছে দাবি আদায়ে প্রতিবাদই এক মাত্র পথ!খেলার মধ্যে রাজনীতি চাইনা,যে যার মত রাজনীতি করুক কিন্তু খেলার মাঠে রাজনীতি নয় এই দাবীতেই সরব হলেন হুগলির তারকেশ্বরের নাইটা গ্রাম।২০১৯ এর লোকসভা ভোটের ঠিক আগে এলাকায় রাজনৈতিক অস্থিরতা তুঙ্গে এবং বিজেপি তৃণমূল দ্বন্ধ আছড়ে পড়েছিল খেলার মাঠে। সেদিন একটি ফুটবল টুর্নামেন্ট চলাকালীন রাজনৈতিক দ্বন্ধের কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই ফুটবল টুর্নামেন্ট । প্রায় পাঁচ বছর ধরে খেলাধুলা বন্ধ ছিল নাইটা গ্রামের ফুটবল মাঠে। প্রায় পাঁচ বছর পর আবারও সামনে লোকসভা ভোট তার আগে দল মত নির্বিশেষে খেলার পরিবেশ তৈরি করে খেলার মাঠটিকে উপযোগী করে তুলতে একত্রিত হয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা সামিল হয়েছেন গ্রামের মহিলারাও। ইতি মধ্যেই মাঠে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে এলাকার ফুটবল খেলোয়াড়রা। পাঁচ বছর পর খেলার উপযোগী মাঠ

ফিরে পেয়ে একদিকে যেমন খুশি এলাকার খেলোয়াড়রা অন্যদিকে ছেলেদের আবার মাঠে অনুশীলন করতে দেখে খুশির হওয়া অভিভাবক দের মধ্যে।আগামী কয়েক দিনের মধ্যে পাঁচ বছর আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া ফুটবল টুর্নামেন্ট টির সমাপ্তির মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন হবে খেলার মাঠটি। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন অরুণ,রুমজানরা। গ্রামের মাঠে খেলার পরিবেশ আনতে এগিয়ে এসেছেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও। এলাকার মহিলা দের দাবি এতদিন খেলার মাঠ ফাঁকা ছিল খুব কষ্ট হতো, বাড়ির ছেলেরা আবার খেলার মাঠে খেলবে খবুই আনন্দের বিষয়।তারা চান খেলার মাঠে কোনো রাজনীতি যেন না হয়। স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য সমর কুমার হাইত বলেন এলাকায় রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল তবে সেটা কাটিয়ে সকলে এক জায়গায় এসে আবার খেলার মাঠ কে খেলার উপযোগী হয়ে উঠেছে।

চুঁচুড়ায় খিদের জ্বালায় হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পড়লেন রোগী

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পশু হাসপাতালের সামনে পড়েছিলেন। হাতে স্যালাইনের চ্যানেল দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা বুঝতে পারেন রোগী হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছেন। স্থানীয় বাসিন্দারাই পুনরায় ভর্তি করলেন হাসপাতালে। শুক্রবার সকালে পিন্টু দেবনাথ নামে এক রোগী চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতাল থেকে পালিয়ে. যান। আদতে নবদ্বীপের বাসিন্দা পিন্টু ভাড়া থাকেন ব্যান্ডেল নলডাঙ্গায়। বুকে ব্যথা নিয়ে গত তিন দিন ধরে ভর্তি ছিলেন হাসপাতালে। সকালে খিদের জ্বালায় হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পরেন। পিন্টু দেবনাথ জানান, তাঁকে হাসপাতালের গেটে কেউ আটকাননি। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পিন্টু দেবনাথ চুঁচুড়ার পশু হাসপাতালের সামনে রাস্তার পাশে শুয়ে ছিলেন। পায়ে হেঁটে হাসপাতালে ফেরার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় পুনরায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে দেখা যান। তিনি যে বেডে ভর্তি ছিলেন সেটি অন্য

রোগীর জন্য বরাদ্দ হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে। পরে তাঁকে অপর একটি বেডে ভর্তি রাখা হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওই রোগী একজন অ্যালকোহলিক পেসেন্ট । তিনি এর আগেও ভর্তি হয়েছেন আবার পালিয়ে গিয়েছেন। হাসপাতাল সুপার অমিতাভ মণ্ডল বলেন, যাঁরা পিন্টু দেবনাথকে পুনরায় হাসপাতালে এনে ভর্তি করেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। রোগী যাতে সঠিক চিকিসা পেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারেন, তাঁর ব্যবস্থা করা হবে। পশু হাসপাতালের সামনের এক ডাব বিক্রেতা জানান, শুক্রবার সকাল নটার সময় এসে তিনি প্রথম দেখতে পান ওই ব্যক্তি পড়ে আছেন, হাতে তাঁর ইঞ্জেকশনের চ্যানেল করা। তখন তাঁর সন্দেহ হয়, যে সে হয়তো হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছেন।

বেলুড়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানালেন পল্টু বণিক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ হাওড়ার বেলুড় গার্লস হাই স্কুলের সামনে আগত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানালেন এলাকার প্রাক্তন জনপ্রতিনিধি পল্টু বণিক। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হল গোলাপ ফুল এবং জলের বোতল। জীবনের দ্বিতীয় বড় পরীক্ষা দিতে আসা ছাত্রছাত্রীরা খুশি মনেই তা গ্রহণ করেন। পল্টুবাবু জানান, আগত ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু গোলাপ ফুল বা জলের বোতল দেওয়ার পাশাপাশি এদের শুভেচ্ছা জানালাম। এদের পাশে থাকার বার্তা দিলাম। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে যেতে যাতে না কোনও অসুবিধা হয়, এমনকি জি টি রোড পারাপারের যাতে না ছাত্রছাত্রীদের কোনও সমস্যা হয় সেই বিষয়টিও আমরা নজরে রেখেছি। যদি কোনও পরীক্ষার্থী অ্যাডমিট ভুলে যায় বা কোনও দরকারি জিনিস আনতে ভুলে যায় তা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করার জন্য বাইকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত আমরা পরীক্ষার্থীদের পাশেই থাকব। এদিন হুগলির উত্তরপাড়ায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সেন্টার গুলিতে উত্তরপাড়া পৌরসভার উদ্যোগে পরীক্ষার্থীদের হাতে উত্তরপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব পরীক্ষার্থীদের হাতে একটি স্বচ্ছ বোর্ড একটি কলম ও একটি ক্যাডবেরি চকলেট ও একটি শুভেচ্ছা পত্র তুলে দিলেন পরীক্ষার্থীরাও খুব খুশি তাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য পৌরসভার উদ্যোগে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। উত্তরপাড়ায় মোট পাঁচটি পরীক্ষা কেন্দ্র জানা গেল ১৪০০ পরীক্ষার্থী। কাউন্সিলররাও পরীক্ষার্থীদের হাতে এসব জিনিসপত্র তুলে দিলেন ।পরীক্ষা কেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার ছিল পৌরসভার উদ্যোগে পরীক্ষার্থীদের সব রকম সহযোগিতা করা হয়েছে পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও সমস্ত রকম সহযোগিতা করা হয়েছে বলে জানা গেল। উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন পৌরসভার উদ্যোগে পরীক্ষার্থীদের হাতে একটি স্বচ্ছ বোর্ড একটি কলম ও একটি ক্যাডবেরি চকলেট ও একটি শুভেচ্ছা পত্র তুলে দেওয়া হল ২০১৮ সাল থেকে পৌরসভার উদ্যোগে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে পরীক্ষার্থীরা যাতে উৎসাহ পায় সেই ব্যবস্থা করা তারা ভালো করে পরীক্ষা দিক। এটাই আমরা চাই মোট পাঁচটি পরীক্ষা কেন্দ্র চৌদ্দশ পরীক্ষার্থী আছে।

RDB REALTY & INFRASTRUCTURE LTD.
CIN: L16003WB2006PLC110039
Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor, Room No-10 , Kolkata-700001, Phone: 033-4450 0500
Email id- secretarial@rdbindia.com; website- www.rdbindia.com

পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ২০ এবং বিধি ২২ এর সাথে পঠিত, সময়ে সংশোধিত হিসাবে ('বিধিগুলি '), সাধারণ সার্কুলার নং ১৪২০২০ তারিখ ৮ই এপ্রিল, ২০২০, ১৭ / ২০২০ তারিখ ১৩ই এপ্রিল,২০২০, ২২/ ২০২০ তারিখ ১৫ই জুন,২০২০,৩৩/ ২০২০ তারিখ ২৮ই সেপ্টেম্বর ২০২০,৩৯ / ২০২০ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ,১০/ ২০২১ তারিখ ২৩শে জুন,২০২১,২০/ ২০২১ তারিখ ৮ই ডিসেম্বর,২০২১, ৩/ ২০২২ তারিখ ৫ই মে, ২০২২, ১১/ ২০২২ তারিখ ২৮শে ডিসেম্বর,২০২২ এবং ০৯ / ২০২০ তারিখে জারি করা অন্যান্য ২ সেপ্টেম্বর এবং ০৯ / ২০২৫ তারিখে জারি করা হয়েছে ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় ('এমসিএ')('এমসিএ সার্কুলার'),রেগুলেশন১৭(আইসি)এবং৪৪ অফ ইন্ডিয়ার সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড(লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ 'লিস্টিং রেগুলেশনস'), ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া ('এসএস-২') দ্বারা জারি করা সাধারণ সভার সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধানগুলি (যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা এর পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ), যদি থাকে, RDB Realty Infrastructure Limited ('The Company') তার সদস্যদের কাছ থেকে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিং('ই-ভোটিং') এর মাধ্যমে ৮ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে রেজোলিউশন সম্পদ পাস করার জন্য অনুমোদন চাইছে ফেব্রুয়ারি,২০২৪।
কোম্পানি আইনের পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১৩ এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির সাথে এবং পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কিত জারি করা পূর্বোক্ত সাধারণ সার্কুলারগুলির মাধ্যমে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিতপোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের দ্বারা নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুসারে পড়ুন। ই-ভোটিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলী সহ নোটিশ শুধুমাত্র ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ তারিখে কোম্পানির সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের ইমেলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের নাম ০৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ শুক্রবার পর্যন্ত সদস্যদের নিবন্ধন উপকারী মালিকদের তালিকায় উপস্থিত রয়েছে (কাট -অফ ডেট) ডিপোজিটরি থেকে প্রাপ্ত এবং যার ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) এর সাথে নিবন্ধিত। সদস্যদের শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের সম্মতি বা ভিন্নমত জানাতে হবে।
পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে https:www.rdbindia.comannouncement-notice, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেমন BSE লিমিটেড www.bseindia.com এবং CSE লিমিটেড www.cse-এ পাওয়া যাচ্ছে -india.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের ('NSDL') ওয়েবসাইটে https:www.evoting.nsdl.com
যেসব সদস্যদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত আপডেট করা হয়নি তারা পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং কোম্পানির ভবিষ্যতের অন্যান্য যোগাযোগ পেতে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নিবন্ধনআপডেট করতে পারে
ক) ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ব্যাঙ্কের বিবরণ, পিন কোড সহ পোস্টাল ঠিকানা ইত্যাদি নিবন্ধন আপডেট করেননি তাদের সমর্থনকারী নথির সাথে যথাযথভাবে পূরণ করা ফর্ম ISR-1 জমা দিয়ে নিবন্ধনআপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোম্পানির কাছে বা Niche Technologies Pvt Ltd, কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA)। ISR-1 ফর্মটি নিম্নলিখিত লিঙ্ক থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে- https://nichetechpl.com/wp-content/uploads/2023/03/Form_ISR-1.pdf।
খ) ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা মোবাইল নম্বর নিবন্ধিত আপডেট করেননি তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধন আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রয়োজন অনুযায়ী, কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL) দ্বারা প্রদত্ত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট নোটিশে থাকা ব্যবসায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার জন্য সদস্যদের সুবিধা প্রদান করছে। কোম্পানি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি মিসেস প্রাচি টোডিকে নিযুক্ত করেছে। সদস্যদের ভোটের অধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাতে হবে, শুক্রবার, ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ তারিখে, কাট-অফ তারিখ। যে কোনো ব্যক্তি যিনি উল্লিখিত কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করা উচিত। সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হয় যে নোটিশে বর্ণিত ব্যবসা শুধুমাত্র দূরবর্তী ই ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। ভোটের সময়কাল রবিবার, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ (৯.০০এএম) শুরু হবে এবং সোমবার, ১৮ই মার্চ, ২০২৪ (৫.০০ পিএম) এ শেষ হবে।
দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি ভোট দেওয়ার জন্য NSDL দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং তারপরে সদস্যদের ভোট দেওযার অনুমতি দেওয়া হবে না। ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি নির্দেশ পোস্টাল ব্যালটের নোটিশে রয়েছে। বিএসই লিমিটেড ('বিএসই') এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ('সিএসই') (একত্রে 'স্টক এক্সচেঞ্জে') ই-ভোটিং শেষ হওয়ার পর থেকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের সাথে ই-ভোটিংয়ের ফলাফলগুলি জানানো হবে।) যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে https:www.rdbindia.comas এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের ('NSDL') ওয়েবসাইটে https: www.evoting.nsdl.com.এ প্রদর্শিত হবে ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ঘোষণার তারিখটিকে নোটিশে উল্লেখিত রেজুলেশন পাসের তারিখ বলে গণ্য করা হবে।
ই-ভোটিং সম্পর্কিত যেকোন প্রশ্নঅভিযোগের জন্য NSDL-এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে, অনুগ্রহ করে মিঃ বিক্রম ঝা, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এনএসডিএল বা মিসেস পল্লবী মহাত্রে, ম্যানেজার, এনএসডিএল-এর সাথে যোগাযোগ করুন -evotingnsdl.co.in, pallavid nsdl.co.in অথবা কল করুন (০৩৩) ২২৮১৪৬৬২, মিঃ অশোক সেন, ম্যানেজার -EDP, Niche Technologies Pvt. লিমিটেড বা কল করুন (০৩৩) ২২৮০ ৬৬১৬ বা ইমেল nichetechplnichetechpl.com.

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
এসডি-
প্রিয়রূপ মুখার্জি,কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ১৬.০২.২০২৪

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, শনিবার ৪ মাঘ ১৪৩০

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অদ্বিতীয় নেতা গান্ধীজির আর্শীবাদে মতিলাল সভাপতি হলেন

রবীন্দ্র কুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

লখনউ কংগ্রেসে নবীন কংগ্রেসী এবং কট্টরপন্থী কংগ্রেসীরা একই মঞ্চে এসে উপস্থিত হল। তাদের মধ্যে যে বিভেদ ছিল তা তখন দেখতে পাওয়া যায়নি। সেই সময়ে নবীন উদারপন্থী এবং কট্টরপন্থীদের নেতৃত্ব দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক এবং মহম্মদ আলি জিন্না। জিন্না পরে সর্বভারতীয় মুসলিম লিগের সভাপতি হন এবং পাশাপাশি তিনি আবার কংগ্রেস দলের সদস্য ছিলেন। সেই সময়ে প্রস্তাব পেশ করা হল যে মুসলিমদের এক তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারে এবং সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে তাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে। তখন বুঝতে পারা গিয়েছিল যে হিন্দু এবং মুসলিম ঐক্যবদ্ধ না হতে পারলে স্বরাজ এবং হোম রুল ব্যর্থতায় পরিণত হবে। জওহরলাল এবারে তিনি তাঁর পিতার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং আরও নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিলেন। সেই সময়ে সমস্ত স্তরের কাজ তাঁর কাঁধের ওপরে এসে পড়তে শুরু করে। এরপরে তিনি গুরুত্ব দিয়ে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে দিলেন যে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করলে কোনও ক্ষতি নেই। রাজনীতির মধ্যে দিয়ে তাঁর উত্তরণ ঘটানো সম্ভব। ১৯১৭ সালে গান্ধিজি নীল চাষীদের সঙ্গে নিয়ে বিহারের চাম্পরনে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে সাফল্য লাভ করলেন। বিহারের চম্পরণে গান্ধিজির সত্যাগ্রহ আন্দোলন সাফল্য লাভ করেছিল তার কারণ সেই সময়ে সেখানকার গর্ভনর ছিলেন শিক্ষিত সাহেব তার নাম স্যার এডওয়ার্ড এলবার্ট গেইট (১৮৬৩-১৯৫০)। তাঁর রচিত দুটি বইয়ের নাম হচ্ছে 'হিস্টরি অব আসাম' এবং 'নর্থ -ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া (জিওগ্রাফি, আর্কিওলজি, ফরেস্ট, ফ্লোরা, রিলিজিয়ন এবং রেস)'। এই আন্দোলন খুবই স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালিত হতে পেরেছিল। এর সময়ে জওহরলাল নেহরু খুবই প্রচেষ্টা করতে শুরু করে ছিলেন আন্দোলনকে সপল কর তোলার। জওহরলালের মনে হল গান্ধিজির আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বলিষ্ঠ হাতিয়ার। ১৯১৮ সাল থেকে জওহরলাল এবং তাঁর স্ত্রী কমলা গান্ধিজির শিষ্যতে পরিণত হলেন। স্ত্রী কমলা নেহরু গান্ধিজির পথকে স্বামী জওহরলালের প্রকৃত পথ বলে মনে করতে শুরু করেন। গান্ধিজির শিষ্য হওয়ার পরই তাঁরা খাদি পরিধান করতে শুরু করেন এবং সাধারণ খাবার খেতে শুরু করলেন। সাধারভাবে জীবন যাপন করার পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। জওহরলাল কোনও সময়ে তামাক সেবন করতেন না এবং দম্পত্য জীবন সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারনা ছিল না। গান্ধিজি যেভাবে তাঁর দাম্পত্য জীবন যাপন করতেন ঠিক সেই রকমভাবে জওহরলাল দাম্পত্য জীবন শুরু করলেন। স্ত্রী কমলা নেহরু তাতে সায় দিলেন। ফলে ব্যক্তিগত জীবন এবং রাজনৈতিক জীবন দর্শন একেবারে এক হয়ে দেখা দিতে শুরু করলো। এবরে গান্ধিজি মতিলাল নেহরুর মনকে জয় করে নিলেন। মতিলাল নেহরু গান্ধিজির জীবন যাত্রা অবং তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ওপরে অকৃষ্ট হতে শুরু করেন। এরপরে গান্ধিজি বল্লভভাই প্যাটেলের দিকে হাত বাড়ান গুজরাতকে জয় করতে। কংগ্রেসের নেতৃত্ব তাঁর হাতে মুঠোয় এসে উপস্থিত হল এবং গান্ধিজি তখন একম অদ্বিতীয়ম। এরপরে গান্ধিজি তিলক, অ্যানি বেসান্ত এবং মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করলেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সঙ্গে দেখা করলেন। আর্য সমাজের গুরুকুল বিভাগের আকা মুন্সিরাম ভিজ এর সঙ্গে কথা বললেন। সেই সময়ে ভারতের যাঁরাই নেতৃত্বে ছিলেন গান্ধিজি প্রত্যের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে শুরু করে দিলেন। ১৯১৫ সালে গুজরাতের গণ্ডাল রাজ- বৈদ্য পণ্ডিত জীবরাম শাস্ত্রী গান্ধিজিকে 'মহাত্মা' (মহান হৃদয়) বলে ঘোষিত করলেন। গান্ধিডি সেই সময়ে রাজেন্দ্র প্রসাদ (১৮৮৪-১৯৬৩), জেবি কৃপালিনি (১৮৮৮-১৯৮২), গণেশ বাসুদেব মাবলঙ্কার (১৮৮৮-১৯৫৬), বিনোবা ভাবে (১৮৯৫-১৯৮২) এবং দত্তাত্রেয়া বালকৃষ্ণ কালেলকার (১৮৮৫-১৯৮১) এদের সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে একটি শক্তিশালী জোট তৈরি করলেন। ১৯১৯ সালে গান্ধিজি চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারিকে (১৮৭৮-১৯৭২) কংগ্রেস দলে নিয়ে নিলেন। রাজা গোপাল আচারি ছিলেন নিরব দক্ষ রাজনীতিবিদ। তাঁর সঙ্গে এবারে এসে যোগ দিলেন বল্লভভাই প্যাটেল, জেবি কৃপালিনি, মৌলনা আব্দুল কালাম আজাদ সহ আরও অনেকে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আবার বাংলার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বাংলাকে জয় করাই ছিল গান্ধিজির

প্রধান লক্ষ্য। বাংলার সশস্ত্র সংগ্রাম তখন ইংরেজ সরকারকে বেগ দিতে শুরু করে দিয়েছে এবং গান্ধিজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ওপরে বাংলা বিশ্বাস করতে একেবারে রাজি হচ্ছে না। গান্ধিজি এবারে উদারপন্থী শ্রীনিবাস শাস্ত্রী (১৮৬৯-১৯৪৬) তেজ বাহাদুর শিপ্রু এবং থাক্কার বাপা (১৮৬৯-১৯৫১) সঙ্গে সুসম্পর্কের সেতু নির্মাণ করলেন। এরপরে তিনি মুসলিম নেতা মহম্মদ আলি জিন্না (১৮৭৮-১৯৩১) এবং তাঁর ভাই সৌকত আলি (১৮৭৩-১৯৮৩) সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দেশের মুসলিম জনগণের সঙ্গে পরিচয় লাভ করলেন। গান্ধিজির লক্ষ্যই ছিল হিন্দু এবং মুসলিম সমাজের মধ্যে নিজের রাজনৈতিক প্রভাবকে বিস্তার করা এবং সেখানে তাঁর আন্দোলনগুলিকে সাফল্যে পরিণত করা। ১৯১৯-১৯২০ সালে গান্ধিজি যখন মুসলিম সমাজের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে প্রসারিত করতে শুরু করলেন এবং নিজেকে অসাম্প্রদায়িক নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলেন তখন মহম্মদ আলিকে 'দ্য অ্যাম্বাসাডর অব হিন্দু-মুসলিম ইউনিটি' গ্রহণ করে নিলেও নাগপুর কংগ্রেসে দেখতে পাওয়া গেল জিন্না কংগ্রেস থেকে সরে আসার চেষ্টায় রত। ১৯১৮ সলে যখন জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের প্রবেশ করার চেষ্টা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তখন তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন গান্ধিজি। মতিলাল এবং চিত্তরঞ্জন দাস তখন কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নেতা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে দিয়ে গান্ধিডি অহিংসা এবং অসহযোগ আন্দোলন করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন স্বরাজ পার্টির মাধ্যমে। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু প্রয়াত হওয়ার ফলে বাংলায় গান্ধিজির আন্দোলন কিছু দিনের জন্য স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। সেই সময় গান্ধিজি জওহরলালকে নিজের সন্তানের মতো দেখতে শুরু করলেন এবং তাঁর নির্দেশ মতো জওহরলালকে সমানের দিকে এগিয়ে চলার কথা বলতে থাকলেন। জওহরলালের হ্যারো স্কুল এবং কেমব্রিজ এর প্রভাব সেই সময়ে গান্ধিজিকে বেশ মুগ্ধ করেছিল। গান্ধিজি ইংরজদের ওপরে কোনও বিরাগ পোষন করতেন না। গান্ধিজির হাত ধরতেই কংগ্রেসের মধ্যে জওহরলালের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। ১৯২৩ সালে জওহরলাল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হলেন। সেই সময়ে গান্ধিজির হাত ধরে তিনি রাজনীতি থেকে শুরু করে কূটকৌশল শিখতে শুরু করে দিলেন। পিছন দরজার রাজনীতি কাকে বলে তার শিক্ষা গ্রহণ করলেন জওহরলাল নেহরু। এমনকী রাজনীতির শিল্পবোধকে তিনি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। জওহরলাল সেই সময়ে কংগ্রেসের আবেদনপত্র থেকে শুরু করে দফতরের কাজগুলি দক্ষতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করতে পারতেন। জওহরলালের ওপরে গান্ধিজির একটি অনুরাগ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তিনি জওহরলালকে ' দ্য নেক্সট টু ইলিংশমেন' বলে গ্রহণ করতেন। জওহরলালের ইংরেজিয়ানা গান্ধিজির কাছে খুবই প্রিয় ছিল। সেই সময়ে মতিলাল নেহরু গান্ধিজিকে তাঁর ছেলে মতো মহান বলে একেবারের জন্যও মনে করতেন না। জওহরলাল তাঁর জীবনধারাকে একেবারে পাল্টে ফেলে দিয়েছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী স্বরপরানিও সোটকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। মতিলাল অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর ছেলের স্ত্রী কমলা নেহরু পর্যন্ত সেই অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। খুবই ধীর গতিতে দেশের রাজনীতিক পরিবেশ ক্রমশ পরিবর্তন হতে থাকছে। মতিলাল তখনও নিশ্চিত নন যে তাঁর পুত্র সঠিক পথকে অবলম্বন করেছে কিনা। গান্ধিজির জীবন যাপনের ধারা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন বিলাতি কেতাবে থাকতে অভ্যস্ত মতিলাল নেহরু। গান্ধিজি যে পথ ধরে স্বরাজ এবং স্বাধীনতা আনার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন তা তাঁর পরিচালিত আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কতখানি ইতিবাচক হতে পারে তা নিয়ে গভীর চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন মতিলাল। অহিংসার আন্দোলনের ধারক এবং বাহক জন বুল তখন ভারতে রয়েছেন এবং গান্ধিজি তখন ইংরজি পোশাক থেকে শুরু করে সব কিছুই পরিত্যাগ করতে শুরু করে দিয়েছেন। নিজেকে একজন ফকির স্বদেশ প্রেমিক রাজনীতিবিদ বলে ঘোষণা দিতে তিনি অস্বীকার করতেন না। মতিলাল তখন ভয় পেতে শুরু করে দিলেন এবং তিনি মনে করতে থাকেন যে জওহরলালকে এবার জেলে থাকতে হবে এবং ইংরেজ শাসকেরা ছেলেকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতে পারে। সেই সময়ে মতিলালের স্ত্রী স্বরূপরানি ছেলেকে ভালোবাসতে শুরু করলেন এবং অন্ধ পুত্র ভক্তি বলতে যা বোঝায় তাই মতিলালের স্ত্রীর মধ্যে দেখতে পেলেন। নেহরু পরিবারের অভ্যন্তরে গান্ধিজি তখন প্রবেশ করে গিয়েছেন। সেই সময়ে গান্ধিজিকে নেহরু পরিবারের সকলেই অ্যাপায়ন করতে শুরু করে দিয়েছে একমাত্র দোমনা ছিলেন মতিলাল। ছেলে রাজনৈতিক কর্মধারার ওপরে সন্তোষ প্রকাশ করতে থাকেন মা স্বরূপরানি। ১৯১৯ সালে জালিওয়ানওয়ালাবাগ ঘটনায় মদনমোহন মালব্য আগ্রহী ছিলেন ঘটনার তদন্ত করতে (সরকার তখন তদন্ত কমিটি তৈরি করে ফেলেছে, অক্টোবর মাসে 'একা দ্যা হান্টার কমিশন' সত্য তথ্য প্রকাশ করার) মতিলাল সেই সময়ে সেখানকার সদস্য হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং জওহরলাল যাতে চিত্তরঞ্জন দাসকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারে তা নিয়েও সক্রিয় হন। চিত্তরঞ্জন দাসের ওপরে এই জালিওয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস ঘচনার সত্য প্রকাশের ভার এসে পড়েছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং পণ্ডিত জহেরলাল নেহরুর যৌথ ধারনা সেই সময়ে সঠিক পথকে বেছে নিতে সক্ষম হয়েছিল। গান্ধিজি লক্ষ্য করলেন যে জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের রাজনীতিতে দক্ষ হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছেন। ১৯১৯ সালে তাঁর পিতা মতিলালকে কংগ্রেসের সভাপতি করার কথা ওঠে। এক বছর আগে তিলেকের নাম কংগ্রেস সভপতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। কিন্তু তিলক তা গ্রহণ করেন না। তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) এবং লালা রাজপত রায় (১৮৬৫-১৯২৮) কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার তালিকায় নাম ছিল না। মতিলাল সেই সময় দক্ষ রাজনীতিবিদ হিসাবে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছেন। পরে দেখতে পাওয়া গেল যে মতিলাল তাঁর পুত্র জওহরলালকে কংগ্রেসের যুব নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক এবং গান্ধিজির কাছে বারবার বলা হচ্ছিল যে মতিলালকে কংগ্রেস সভাপতি করার সেটা সফল হয় ১৯১৯ সালে। কংগ্রেস সভাপতি হলেন মতিলাল নেহরু।

বিজেপির লক্ষ্য- 'কৃষ্ণ'

অযোধ্যার রামলালাকে কেন্দ্র করে বিজেপি দল এবারে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতকে একটি সূত্রে বেঁধে ফেলল। দক্ষিণ ভারত জয় করা ইচ্ছা বিজেপি দলের বহুকাল ধরেই ছিল। সেই ইচ্ছাকে বাস্তবে পরিণত করে দিলেন মোদি। রামলালা মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পরীতিকে অবলম্বন করে। উত্তর ভারতের শিল্প রীতির আদলে তৈরি করা হয়েছে অযোধ্যার মন্দির। রাম মন্দির তৈরি করে নেপালকে পাশে করে নিয়েছে ভারত। তার ফলে চিন বেশ চাপে রয়েছে। এদিকে প্রধানমন্ত্রী লক্ষ্য হচ্ছে পশ্চিম এশিয়ার ইসলামিক দেশগুলি। তিনি একের পর এক ইসলামিক দেশগুলি সফর করতে শুরু করেছেন এবং তাদের সঙ্গে ব্যবসায়িকচুক্তি করতে শুরু করে দিয়েছেন। ভারতের শিল্পপতিরা এখন পশ্চিম এশিয়ার ইসলামিক দেশগুলিতে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তার ফলে এখন ইসলামিক দেশগুলিকে ভারত কূটনৈতিক সম্পর্ক বজার রাখার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। তার মধ্যে দিয়ে এবারে লোকসভার আদে বিজেপি দলের জাতীয় কাউন্সিলের বৈঠক শুরু হওয়ার পথে। সেখানে দুটি প্রস্তাব রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। একটি হচ্ছে রাম মন্দির সংক্রান্ত। এবং দ্বিতয়টি হচ্ছে মথুরায় কৃষ্ণ জন্মভূমি উদ্ধার। এদিকে জ্ঞানবাপী নিয়ে বারানসীতে টানটন উত্তেজনা রয়েছে। যদিও আদালত থেকে সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ফলে ধর্মীয় উত্তেজনা এখন বলতে গেলে স্তব্ধ। রাম মন্দির নির্নাণ নিয়ে ইসলামিক দেশগুলিতে কোনও রকম উত্তেজনা দেখাতে পাওয়া যায়নি। উপরন্তু দেখত পাওয়া গেল যে সংযুক্ত আমির শাহিতে একটি মন্দির স্থাপন করা হয়ে গেল। তা উদ্বোধন করতে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এদিকে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক বলেছেন তিনি হিন্দু। হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁর বিশ্বাস রয়েছে। তার ফলে দেখতে পাওয়া যে যারা ধর্মীয় মেকরুকণ নিয়ে চিৎকার করতে শুরু করে দিয়েছিল তারা এখন বলত গেলে চুপ করে বসে গিয়েছে। ইসলামিক দেশে মন্দির তৈরি করাটা বেশ কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। সেই কঠিন সিদ্ধান্তকে সফল করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মেদি। ইজরায়েলকে পাশে নিয়ে একের পর এক ইসলামিক দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক তৈরি করতে সক্রিয় হয়ে গিয়েছেন প্রধানন্নত্রী মোদি। এর ফলে মলদ্বীপ এবং পাকিস্তানের ওপরে মানসিক চাপ সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। কথা ছিল পাক সেনারা ভারত বিরোধী কট্টর নেতাকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করবে। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তকে একেবারে পাল্টে ফেলে দিয়েছে সেনারা। ঠিক ছিল পাকিস্তানের ভারত বিরোধী কট্টর নেতা বিলাবল ভুট্টোকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী সংযুক্ত আমির শাহি থেকে শুরু করে একেবারে কাতারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এবারে ভারত লক্ষ্য রাখতে শুরু কর দিয়েছে যে পশ্চিমী এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রী এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। এর জন্য ভারতীয় শিল্পপতিরা সেখানে বিনিয়োগ করতে রাজি হয়েছে এবং জ্বালানি এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আর্থিক বিনিয়োগ করতে থাকবে। এদিকে ভারতের আসার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন কাতারের আমির থানি। তিনি ভারতের সঙ্গে শিল্প এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন য ভারত আগামি দিনে এশিয়ার দেশগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে থাকবে। এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক সুদৃঢ় করারা ওপরে বেশি করে জোর দেবে ভারত। সেই পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। এশিয়াকে উপেক্ষা করে থাকা চলবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিদেশে মন্ত্রী জযশঙ্কর। চিন যদি ভারতের সঙ্গে এশিয়া উন্নয়নের ব্যাপারে এগিয়ে আসতে থাকে তাহলে তাকে গ্রহণ করে নওয়া হবে। বহু বছর কেটে গিয়েছে দ্বন্ধ আর হিংসায়। আবারে অহিংসা, বন্ধুত্ব, শিল্প এবং সংস্কৃতির ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হয়েছে। সীমান্ত সমস্যার সমাধান করে চিনের সঙ্গে ভারত মৈত্রী বজায় রাখতে ইচ্ছুক। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারত ফেরৎ চায়। সেই কারণে পাকিস্তান এখন আতঙ্কে ভুগতে শুরু করেছে। এদিকে চিন কাশ্মীরে আর্থিক করিডর তৈরি করাকে ভারত সহমত দিতে পারে নি।

মানবজগত রক্ষার লক্ষ্যে

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ থেকে শুরু হয়েছিল আন্তর্জাতিক পরিবেশকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া। সেটা চলতেই থাকে। দখল নেওয়া শুরু হয় বিশ্বের রাষ্ট্রের অংশগুলো। সেখানকার পরিবেশকে নষ্ট করে ঘনবসতি হতে শুরু করে। শিল্প কলকারখানা স্থাপিত হাতে থাকে। বিযাক্ত রাসায়নিক গ্যাস এই সব কলকারখানা থেকে নির্গত হয়ে পরিশুদ্ধ বায়ুর সঙ্গে মিশে কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে শুরু করে দেয়। ফলে নির্মল বায়ু সেবন করাটা এখন একটি কঠিন প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে। গোটা বিশ্বটাকে রক্ষা করাটা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে করোনাভাইরাস এসে গোটা পৃথিবীর চলন্ত গতিটাকে স্তব্ধ করে দিল। প্রায় দুই বছর ধরে পৃথিবীর মানবসভ্যতা গতিহীন অবস্থায় থাকলো এবারে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে আগামি দিনে প্রাকৃতিক নিয়ম শৃঙ্খলাকে অবহেলা করতে তার পরিমান কঠিন হয়ে উঠতে পারে। যে কোনও সময়ে মানবসভ্যতার ওপরে প্রকৃতি প্রতিশোধ নিতে দ্বিধা বোধ করবে না। আগামি কিভাবে জীবন যাপন করে সমস্ত বিশ্বকে বাঁচার অধিকার অর্জন করতে হবে। শুধু গাছ লাগিয়ে পরিবেশকে সুস্থ স্বাভাবিক রাখার যেমন প্রয়োজন রয়েছে ঠিক তেমনি প্রয়োজন রয়েছে মানব জাতির মনের ভিতরের দূষণটাকে দূর করা। সেটা করতে পারলে আগামি দিনে বিশ্বের মানব সভ্যতার অগ্রগতির সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে। পরিশুদ্ধ মনের বিকাশসহ মানবিকতাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

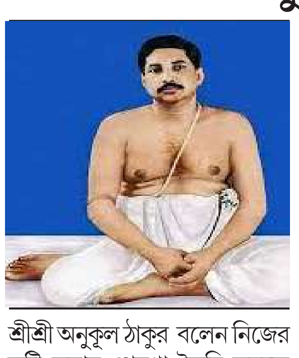

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন নিজের সৃষ্টি করার প্রেরণা তৈরি করতে হবে। জাগতিক শক্তি সেই মাতৃশক্তি থেকে উৎসারিত। মাকে প্রমাণ করতে হবে দেবী রূপে। তাঁকে দেবীর ওপরে মনের মধ্যে স্থান দিতে হবে। মানুষের মনটা হচেছ আসল মন্দির। সেখানে মাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে জীবনে কোনওদিন বড় হওয়া যায় না। বড় হতে গেলে বড় মনের পরিচয় দিতে হয়। সেটা কিন্তু সবার দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। যাদের সেই ক্ষমতা থাকে তাদেরকে বলতে হয় না। তারা অতি সহজেই বড় মনের পরিচয় দিয়ে থাকে।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

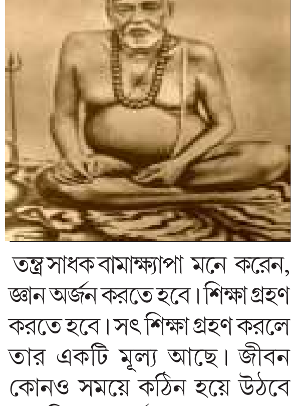

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে।

ধনকুবের মাস্ক জানান, রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করলেই প্রেসিডেন্ট পুতিন খুন হয়ে যেতে পারেন

নেটো গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে মত প্রকাশ করলে ইউক্রেনকে রাশিয়া আক্রামণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের একটি মাত্র কথা ছিল নেটোতে যোগ দেওয়া ইউক্রেনের চলবে না। এদিকে নেটো গোষ্ঠী রাশিয়াকে জব্দ করতে ইউক্রেনকে নেটোতে নেওয়ার কথা ভাবতে থাকে। এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি পর্যন্ত নেটো গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তার ফলে রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এখন যা পরিস্থিতি তাতে মনে হচ্ছে রাশিয়া তার যুদ্ধ থামাবে না। রাশিয়া যুদ্ধ থামতে গেলেই পুতিন খুন হতে পারেন বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পপতি ইলন মাস্ক। টেসলার সিইও ধনকুবের ইলন মাস্ক এক্স হ্যাণ্ডেলে এই ধরনের মন্তব্য করেছেন। রাশিয়া ইউক্রন যুদ্ধে ইউক্রনকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। এদিকে আমেরিকার সেনেটে একটি বিল পাশ করা হয়েছে সেখানে ইডক্রেনকে অর্থ সাহায্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এক্স আলোচনা চক্রে উপস্থিত ছিলেন বিরোধীরা। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন উইসনকনসিনের রিপাবলিকান সেনেটর রন জনসন, ওহায়োর জে জি ভান্স, ইউচার মাইকল এবং এক সময়ের রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টে পদপ্রার্থী বিবেক রামস্বামী প্রমুখ। রন বলেছেন, যে পুতিন কোনও দিন হার স্বীকার করবেন না। যারা ইউক্রেন জয়ের স্বপ্ন দেখছেন তারা রূপকথার জগতে বাস করছেন। জনসনকে সমর্থন করে সেই সময়ে মাস্ক বলেন যে রাশিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পিছু হটলে পুতিন খুন পর্যন্ত হয়ে যেতে পারেন। ভান্স জানিয়েছেন যে ইউক্রেন এবং তাইওয়ানকে অর্থ সাহায্য করতে ৯৫০০ কোটি ডলারের বরাদ্দ করা হয়েছে। তার মধ্যে ৬০০ কোটি ডলার ইউক্রেনকে সাহায্য করা হবে। গাজার জন্যও ত্রাণ রয়েছে এর মধ্যে। ভান্স বলেছেন যে এই খরচ কমিয়ে ফেলা উচিত। এর সঙ্গে মাস্ক মন্তব্য করেন যে আমেরিকানদের উচিত হচ্ছে এই বিল নিয়ে বিতর্ক তৈরি করা। এত অর্থ খরচ করে ইউক্রেনদের কোনও লাভ হচ্ছে না। শুধু যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের প্রসঙ্গ উঠতেই মাস্ক বলেন যে উনি যদি পিছু হটেন তাহলে উনি খুন হয়ে যেতে পারেন। বুধবারই পুতিন একটি নতুন আইনে স্বাক্ষর দিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে যে ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার সমালোচনা করলেই তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। এর আগেও মাস্ক ইউক্রেনকে আর্থিক সাহায্য করার ব্যাপারে আপত্তির কথা বলেছিলেন। তিনি ইউক্রেন এবং ডেমোক্র্যাটদের সমালোচনাও করেছিলেন। আমেরিকানরা তাঁকে পুতিনের সমর্থক বলে মনে করে। সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে মাস্ক বলেছেন যে তাঁর সংস্থাগুলি অন্যদের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাঁর সংস্থা স্পেসএক্স ইউক্রেনকে লাগাতার ইন্টারনেটে পরিসেবা দিয়ে চলেছে। রুশ আক্রাসনের মধ্যেও ইউক্রেনবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। রাশিয়ার মহাকাশ বাণিজ্যেও কোপ পড়তে শুরু করে দিয়েছে। সেটাও আর্থিক দিক দিয়ে বড় ধাক্কা রাশিয়ার কাছে। মাস্ক বলেছেন যুদ্ধে এত মৃত্যু তিনি রোখার পক্ষে রয়েছেন। তবে মাস্কের মতামতে আপত্তি রয়েছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের এবং রিপাবলিকান

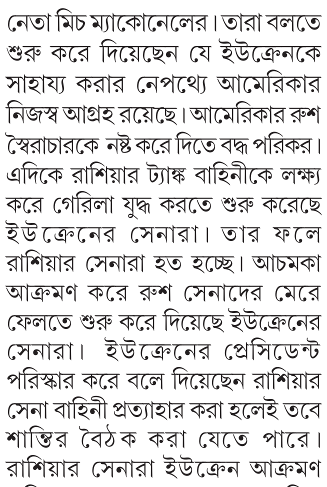

নেতা মিচ ম্যাকোনেলের। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে ইউক্রেনকে সাহায্য করার নেপথ্যে আমেরিকার নিজস্ব আগ্রহ রয়েছে। আমেরিকার রুশ স্বৈরাচারকে নষ্ট করে দিতে বদ্ধ পরিকর। এদিকে রাশিয়ার ট্যাঙ্ক বাহিনীকে লক্ষ্য করে গেরিলা যুদ্ধ করতে শুরু করেছে ইউক্রেনের সেনারা। তার ফলে রাশিয়ার সেনারা হত হচ্ছে। আচমকা আক্রমণ করে রুশ সেনাদের মেরে ফেলতে শুরু করে দিয়েছে ইউক্রেনের সেনারা। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন রাশিয়ার সেনা বাহিনী প্রত্যাহার করা হলেই তবে শান্তির বৈঠক করা যেতে পারে। রাশিয়ার সেনারা ইউক্রেন আক্রমণ চালিয়ে যাবে এবং তার মধ্যে শান্তির বৈঠক হবে তা হতে পারে না। একই সঙ্গে যুদ্ধ এবং শান্তির প্রস্তাব হয় না। যুদ্ধ থামিয়ে শান্তি করা সম্ভব। আমেরিকা ব্রিটেন, জার্মান, ফ্রান্স সেনা পাঠায় নি। তারা অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে আর্থিক অবরোধ গড়ে তোলাই হচ্ছে এখন আমেরিকার মূল লক্ষ্য। রাশিয়াকে আর্থিক দিক দিয়ে দূর্বল করে দিতে পারলে রাশিয়া একেবারে মেরুদণ্ডহীন রাষ্ট্রে পরিণত হবে। সেই কারণে ব্রিটেন থেকে সেনা পাঠানো হলে তারা কিন্তু ইউক্রেনকে রক্ষা করতে রুশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করছে না। শুধু মাত্র সীমান্ত পাহারা দিতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়ার সেনা বাহিনী চেষ্টা করছে পার্লামেন্ট দখল করতে। তার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ভবন দখল নেওয়ার। সেটা করতে পারছে না। কারণ উইক্রেনে সেনারা কিভ এর মূল অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে বহু রুশ সেনা মারা পড়তে শুরু করেছে। রাশিয়া এখন দখলদারি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ইউক্রেন তাদের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে সংগ্রাম করতে শুরু করেছে। ফলে দুটো দেশের যুদ্ধে চরিত্র একেবারে আলাদা। ইউক্রন যুদ্ধকে স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ বলে বর্ণনা করতে শুরু করে দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি? তিনি মাটি অঁকড়ে পড়ে রয়েছেন। তিনি ইউক্রেন ত্যাগ করে চলে যাননি। ন্যাটো থেকে তার কাছে আবেদন রেখেছিল বিমান পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নিরাপদে বিদেশের মাটিতে তাঁর পা রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এইসব আবেদনকে অগ্রাহ্য করে তিনি সেনার পোশাক পরে ইউক্রেন সেনাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদেরকে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে উৎসাহ দিয়ে চলেছেন। এটা হচ্ছে জন্মভূমির ওপরে একটি প্রবল আকর্ষন। মনের বা অন্তরের টান বলা যেতে পারে।

কাতারে এবার ভারতীয় শিল্পপতিদের বিনিয়োগ

ভারতের লক্ষ্য হচ্ছে এখন ইসলামিক দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তোলা। এছাড়া ভারত এখন আর অন্য দিকে বেশি নজর দিতে পারছে না। তার কারণ হচ্ছে মলদ্বীপে চিন যেভাবে প্রবেশ করে সেখানে ভারত বিরোধী পরিবেশ গড়ে তুলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ভারত এখন খুবই নিচতায় পড়ে গিয়েছে। যদিও ভারত একনই মলদ্বীপের ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। আর্থিক অবরোধ করার চেষ্টা করছে না। সংযুক্ত আমির শাহি দশের পাশাপাশি কাতারের গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বার্তা দিলেন যে বিশ্বের ইসলামিক দেশগুলির সঙ্গে ভারত ব্যবসায়িক যোগোযাগ বৃদ্ধি করতে চায় এবং সাংস্কৃতিক সেতু রচনা করতে প্রস্তুত। কাতার বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার আয়োজন করেই বিশ্ব রাজনৈতিক স্থানে নিজেকে এনে উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছে। তার ফলে কাতার এখন বহু দেশের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করতে ইচ্ছুক। ভারতের আটজন প্রাক্তন নৌ কর্তাদের গুপ্তচর অভিযোগ দিয়ে তাদের ফাঁসিতে ঝোলানোর ব্যবস্থা করেছিল কাতার আদালত। সেখানে কাতারের প্রিন্স হস্তক্ষেপ করে ভারতীয় নৌ সেনাদের ফাঁসিকে রদ করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে স্বদেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। তার ফলে ভরতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কাতার সফর করে সেখানকার সঙ্গে ভারতের নয়া ব্যবসা সংক্রান্ত কথা পেরেছেন। কাতার ভারতের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করতে ইচ্ছুক। কাতারে উপস্থিত হয়ে সেখানকার আমির শেখ মহম্মদ তামিম বিন হামাদ আল-থানির সঙ্গে বৈঠক করে আট ভারতীয়দের সাজাকে মাফ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান। কাতারের জেলে বন্দি ভারতীয়দের ইজরায়েলের মোসাদের হয়ে গুপ্তচর বৃত্তি করার দায়ে ফাঁসির আদেশ হয়েছিল। তারপরেই ভারত হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। তখন ফাঁসি রদ করে যাবজ্জীবন জেলে রাখার শাস্তিআরোপ করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে কারাত সরকার এই আটজন নৌ আধিকারিকদের মুক্তি দিয়ে ভারতে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। এদিকে বিদেশমন্ত্রকের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে কাতারের সঙ্গে জ্বালানি, অর্থ, মহাকাশ, বিনিয়োগ এবং প্র্যুক্তির ক্ষেত্রে সহযাগিতা সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। মোদি এবং থানির সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং উন্নয়নের ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা হয়। দুই রাষ্ট্র নেতা শান্তি এবং সম্প্রীতির ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছে। দোহার আমির দেওয়ানে মোদির সম্মানে বিশেষ নৈশবোজের আয়োজন করেছিলেন থানি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এটা মোদির দ্বিতীয় কাতার সফর। এর আগে ২০১৬ সালে কাতারে গিয়ে দ্বিপক্ষিক বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা সংক্রান্ত সাতটি চুক্তি করেছিলেন তিনি। কাতারে এখন আট লক্ষ বারতীয়রা বসবাস করছে। কাতারের আমিরকে ভারতের আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মোদি। কাতারের উন্নয়নে ভারতীয়দের ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন কাতারের আমির। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে কাতারের সঙ্গে ভারতের মৈত্রীকে আরও সুদৃঢ় করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ভারতীয় শিল্পপতিরা সেখান বিনিয়োগ করার ব্যাপারে কথা হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কাতারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হন কয়েকজন ভারতীয় শিল্পপতি।

বিশ্ববাংলার ঐতিহ্য ঃ দেশবন্ধু বাসভবন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পৈতৃক বাসভবনের বাড়িটি এখন সরকার গ্রহণ করে সেখানে চিত্তরঞ্জন সেবা সদন নাম দিয়ে ক্যান্সার হাসপাতাল তৈরি করেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পুর্বপুরুষের নাম ছিল কালীমোহন দাশ। কালীমোহন ছিলেন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পরিবারের অধিকাংশ সদস্যরাই আইন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পূর্ব পুরুষদের সূত্রকে বহন করে চিত্তরঞ্জন দাশ আইনজীবী হওয়ার কথা চিন্তাভাবনা করেছিলেন। কাশীশ্বর দাশের দ্বিতীয় পুত্র কালীমোহনের ভ্রাতা দুর্গামোহন দাশ বাংলার নবজাগরণের অন্যতম স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। মাত্র চোদ্দ বছরের মধ্যে প্রবেশিকা বৃত্তি লাভ করে এন্ট্রাস পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৮৭০ সালে কলকাতায় এসে ওকালতি করে আইনজীবী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৬৪ সালে তাঁর উদ্যোগে বরিশালে দুটি কায়স্থ পরিবারের বালবিধবার পুনর্বিবাহ দেন। এই কাজের জন্য তাঁকে বহু সামাজিক কষ্ট পেতে হয়েছিল। লেডি অবলা বসু এই পরিবারের সদস্যা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসের বিবাহ হয়। এই বাড়িতে বসবাস করতেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবী। তিনি ধনী পিতার কন্যা ছিলেন।

শুরু হল ২০২৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, মালদা ও আলিপুরদুয়ার, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আজ থেকে শুরু হল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। সকাল থেকেই বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রের আসতে শুরু করেছে পরীক্ষার্থীরা। আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে শুক্রবার সকাল থেকেই পরীক্ষার্থীরা আসতে শুরু করেছে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে, আজ ২০২৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক, পরীক্ষার প্রথম দিন এদিন কে সামনে রেখে বামনগোলা ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা বার্তা জানানোর সাথে সাথে তাদের হাতে জলের বোতল ও কলম তুলে দেওয়া হয়। বামনগোলা ব্লকের বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে ছাত্র ও ছাত্রীদের শুভেচ্ছা বার্তা জানানো হয়। তাদের পরীক্ষা দিতে কোন সমস্যা না হয় সেদিকে ও খেয়াল রাখা হবে। এই বিষয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে জানানো হয় আজ পাকুয়াহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা বার্তা জানানো হয়। কোনওরকম সমস্যায় পড়লে তাদের পাশে রয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা শুরু হলো চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, পরীক্ষার্থীদের সহায়তা করতে তৃণমূল থেকে বিজেপি ও বিভিন্ন সংগঠন পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে টেবিল পেতে বসেছেন। সম্পূর্ণ রাজ্যের পাশাপাশি শহর শিলিগুড়ির বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে ঘুরে বেরালেন সংবামাধ্যমের প্রতিনিধিরা। পরীক্ষার্থীদের সব রকমের সহায়তা করতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা টেবিল পেতে বসে ছিলেন পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে। এমনি এক দৃশ্য ধরা পরে তরাই তারাপদ আর্দশ বিদ্যালয় চত্বরে। এই স্কুলে লালবাহাদুর শাস্ত্রী, শক্তিগড় গার্লর্স স্কুল, ও রেল কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রায় ২৫৫ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছেন। ৩০ নম্বর যুব তৃণমূল কংগ্রেস শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডঃ শংকর ঘোষের নেতৃত্বে ও মহিলা সেচ্ছা সেবী সংগঠনের নেতৃত্বে টেবিল পেতে চকলেট, জল, গোলাপ ফুল ও কলম দিয়ে পরীক্ষার্থীদের স্বাগত জানান। অন্যান্য জেলার পাশাপাশি মালদা জেলাতে শুরু হল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। এবারে জেলায় ৪২ হাজার ৩১২ জন পরীক্ষার্থী রয়েছেন। এর মধ্যে, ছাত্র ১৭ হাজার ৯৫৫ এবং ছাত্রী ২৪ হাজার ৩৫৭ জন রয়েছেন। জেলায় মোট ১৩১ টি স্কুলে পরীক্ষা হবে। এই বারের উচ্চ মাধ্যমিকের শুরু থেকেই সংসদ পরীক্ষাকেন্দ্র মোবাইল নিয়ে প্রবেশ রুখতে তৎপর, দাবি কর্তৃপক্ষের। তাই, উচ্চ মাধ্যমিকে সংসদের পাশাপাশি নজরদারি চালাবে পুলিশ, প্রশাসনও। শুক্রবার সকাল থেকেই করা নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করার দৃশ্য উঠে আসলো জলপাইগুড়ি তে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও পরীক্ষার্থী রয়েছে। পরীক্ষার জন্য সময় দেওয়া হবে মোট ৩ ঘন্টা ১৫ মিনিট। শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। ১৬ ফেব্রয়ারি শুক্রবার থেকে শুরু হয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে ২৯ ফেব্রয়ারি পর্যন্ত। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের এবার ৯.৪৫ মিনিটের মধ্যেই দিয়ে দেওয়া হবে প্রশ্নপত্র ও খাতা। পরীক্ষার জন্য সময় দেওয়া হবে মোট ৩ ঘন্টা ১৫ মিনিট। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা জলপাইগুড়ির জয়েন্ট কনভেনার অঞ্জন দাস এই খবর দিয়ে জানান, এবার প্রশ্নপত্র ও খাতা পরীক্ষার্থীদের হাতে ৯.৪৫ মিনিটের মধ্যেই দিয়ে দেওয়া হবে। আজ অর্থাৎ ১৬ ফেব্রয়ারি শুক্রবার থেকে রাজ্যে শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। জলপাইগুড়ি জেলায় এবছর ১৮ হাজার ৫০০ জন ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। এর মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা রযেছে ১১হাজার। আর ছাত্র সংখ্যা রযেছে ৭৫০০ জন। মোট ৭৫টি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা হবে। এর মধ্যে মূল কেন্দ্র রয়েছে ১৭টি। জেলায় এবার ১১টি স্পর্শকাতর পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে বলে জানান তিনি। বলেন, পরীক্ষা চলবে মোট তিন ঘণ্টা পনেরো মিনিট।

দুর্ঘটনার কবলে ভুট্টা বোঝাই লরি, মৃত চালক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ গভীর রাতে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার কবলে পড়ল ভুট্টা বোঝাই একটি লরি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে লরি চালকের। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ি থেকে অসমগামী জাতীয় সড়কের তিস্তা সেতুর ওপর। তিস্তা সেতুতে দুর্ঘটনার পর মধ্যরাত পর্যন্ত ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। সেতুর দুপাশে আটকে পড়ে অসংখ্য গাড়ি। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। শুক্রবার ভোরে উল্টে যাওয়া গাড়ি ও ভুট্টার বস্তা সেতু থেকে উদ্ধার করে পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে সকাল ৯ টার মধ্যেই সেতু পরিস্কার করে দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে দ্রুতগতিতে থাকা মালবোঝাই লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিস্তা সেতুর উপরে উল্টে যাওয়াতেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির সমস্ত ভুট্টার বস্তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে সেতুর ওপর। সেগুলো উদ্ধার করে উল্টে যাওয়া লরিটিকে ক্রেনের সাহায্যে তোলা হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত লরি চালকের নাম আকবর আলি। বিহারের কিষানগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তিনি।

নিষিদ্ধ নেশার সামগ্রী সহ গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ শিলিগুড়িতে নিষিদ্ধ নেশার সামগ্রী সহ গ্রেফতার ২। ধৃতদের নাম রনি ঘোষ ও সন্তোষ মাহাতো। বেশ কয়েকমাস ধরেই শহরে নিষিদ্ধ নেশার সামগ্রীর কারবার চালাচ্ছিল ধৃতরা। স্কুটি নিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মাদক পৌঁছে দিত তারা। সম্প্রতি বিষয়টি জানতে পারে এসওজি। ভক্তিনগর থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে গতকাল রাতে শিলিগুড়ির সেবক রোডে হানা দেয় এসওজি। নিষিদ্ধ নেশার সামগ্রী সহ গ্রেফতার করা হয় রনি ও সন্তোষকে।

অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে গিয়ে বাধার মুখে পড়লো পুরনিগমের কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে গিয়ে বাধার মুখে পড়লো পুরনিগমের কর্মীরা। শুক্রবার শিলিগুড়ির ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের পাতি কলোনিতে একটি বাড়িতে অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে যায় পুরনিগম। জানা গিয়েছে, ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক সৌমিত্র দেবনাথের বাড়ি এদিন ভাঙতে যান পুরনিগমের কর্মীরা। এর আগে তাঁকে নোটিশও দেওয়া হয়। ওই বাড়ির নীচেই তৃণমূলের নির্বাচনী কার্যালয় খোলা হয়েছে। এদিন বাড়ি মালিক জানান, ওয়ার্ডে প্রচুর বাড়ি বাস্তুজমির উপরে রয়েছে। কিন্তু চক্রান্ত করে আমার এবং কয়েকজনের বাড়ি ভাঙা হচ্ছে। ওয়ার্ড কাউন্সিলরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কয়েকজন। পরবর্তীতে মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে মেজিস্ট্রেট আনান। মহকুমাশাসকের দফতরে যান পুরনিগমের ইঞ্জিনিয়াররা। সেখানে আলোচনা হয়। যদিও এদিন অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হয়নি। এদিকে মেয়র গৌতম দেব জানান, বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে। পদ্ধতি মেনেই কাজ হবে।

Office of The Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat
Hura Panchayat Samity
P.O-Lakhanpur, PS-Hura, Dist-Purulia, Pin-723104
Notice Inviting E-Tender No: WBPUR/HURA/PRADHAN LKGP/(15 th FC)/NIT(e)- 13/2023-24, Tender ID: 2023_ZPHD_631728

E-tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 04 (Four) Nos. similar works. Last date of Submission of Bid (Online) 21/02/2024 at 04.00 PM. Bid Opening Date(online) 23/01/2024 at 04.00 PM. For details please visit website www.wbtenders.gov.in.

Sd/- Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat

Office of
Salboni Panchayat Samity,
Salboni, Paschim Medinipur
E-TENDER NOTICE
NIT No. 204/EO/SAL-2023-24
Dated.- 15/02/2024

e-Tender is invited by the E.O, Salboni Panchayat Samity For a renovation work under Salboni Panchayat Samity. For details pl visit: www.wbtenders.gov.in & www.salboni.in

Bid Publishing date : 16.02.2024
Bid Closing date: 23.02.2024
Bid Opening date : 26.02.2024

Sd/- Executive Officer,
Salboni Panchayat Samity

CITATION

In the Court of the Ld. Civil Judge (Jr. Div.) at Balurghat, Dist.Dakshin DinajpurMisc. Succession Case No. 37 /2023Petitioners:1. Sri Ujjal Chandra Mandal, aged about 57 years, S/O. Upendra NathMandal 2. Smt. Sima Sarkar Mandal aged about 56, W/O. Ujjal Chandra Mandal,both by Religion- Hindu, by Nationality- Indian, both are residing at Vill.Kismatdapat, P.O. Trimohini, P.S. Hili, Dist. Dakshin Dinajpur, PIN- 733155.Mobile No. 9734158307. Where as the above named petitioners filed the abovenoted case for getting Succession Certificate in respect of the below mentionedschedule property, standing in the name of Shilpi Mandal, D/O. Ujjal ChandraMandal, by Religion - Hindu, by Nationality-Indian, resident of Vill.Kismatdapat, P.O. Trimohini, P.S. Hili, Dist. Dakshin Dinajpur. (deceased). Ifany person or persons having any objection in this regard, than he/she may comebefore this Ld. Court on 06-03-2024 at 10.30 a.m. and may file objection eitherby personally or through authorised representative.

SCHEDULE OF PROPERTY

a sum of Rs. 200,000/- (rupees two lakh) approx (including deathbenefits) along with bonus, interest, additional sum profit etc. lying with theOffice of the Life Insurance Corporation of India Balurghat Branch, Dist.Dakshin Dinajpur, Under Policy No. 457547783 Date of commencement of the Policyis 05.09.2014 on the life of Shilpi Mandal.

Sd/- Serestadar
Civil Judge (Junior Division)
Balurghat, Dakshin Dinajpur.

ইনভেস্টমেন্ট গ্রেড এনার্জি অডিট পরিচালনের হেতু প্রস্তাবের আবেদন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি০৯-২০২৩/জিইএম/কে/১১২৪ (ডাক নং. জিইএম/২০২৪/বি/৪৬২৮৭৫২) তারিখঃ ১৪-০২-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **কাজের নামঃ** কাটিহার মণ্ডলে ইনভেস্টমেন্ট গ্রেড এনার্জি অডিট (আইজিইএ) পরিচালনের জন্যে প্রস্তাবের আবেদন (আরএফপি)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৯,৩২,২০০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১৮,৭০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়** ০৬-০৩-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ০৬-০৩-২০২৪ তারিখে ১৫.৩০ ঘন্টায়। সবিশেষের জন্য অনুগ্রহ করে www.gem.gov.in এ দেখুন।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (জি এণ্ড সিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

TENDER
NIMTITA GRAM PANCHAYAT

NIeT No: WB/MSD/NIMTITA/22/2023-24, Vide Memo No-49/NGP/2024 dated-16.02.2024. Last date of submission of tender-26.02.2024 up to 10.00 AM. Technical Bid Opening-28.02.2024 at 11.00 AM. For Details see office notice board or visit website: http://wbtenders.gov.in

Sd/- Aliyara Bibi
Prodhan
Nimtita Gram Panchayat

নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে শ্রীমতী দেবযানী পাল, স্বামী-শ্রী উত্তম সরকার, ঠিকানা-দক্ষিণ শ্রীরামপুর, থানা-নাদনঘাট, জেলা- পূর্ব বর্ধমান গত ২২।০৮।২০২৩ তারিখ থেকে নিখোঁজ। গত ০২।১০।২০২৩ তারিখে এই মর্মে নাদনঘাট থানায় একটি ডায়েরিও দাখিল করা হয়েছে (GD No. ৬৫/২০২৩ NADANGHAT P.S. Date ০২।১০।২০২৩)। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি খোঁজ পেলে নাদনঘাট থানায় এবং (ফোন-৯০৪৬৭৫২০৭৪)- এ সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নিখোঁজের সময় তার পড়নে ছিলো হলুদ চুরিদার এবং কালো পাজামা, গায়ের রং- শ্যামলা, উচ্চতা-আনুমানিক ৫ ফুট, চেহারা-সাধারণ, ভাষা-বাংলা।

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এস/৩৯/২০২৩-২৪, তারিখ: ১৪-০২-২০২৪। নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

ক্রম.নং.:১; টেন্ডার নং.: ৩০/২৩/১০৯১বি/ওটি/২৮৭/২০২৩-২৪।
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৯-০২-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: এসি চেয়ার কার (এলডব্লিউএফসিজেডএসি এবং এলডব্লিউএসসিজেডএসি) হট বুফে কার (এলডব্লিউসিবিএসি), এসি ২য় শ্রেণীর স্লিপার/ইওজি (এলডব্লিউএসিসিডব্লিউ), এসি ১ম শ্রেণীর স্লিপার/ইওজি (এলডব্লিউএফএসি) -এর জন্য সেকেন্ডারি স্প্রিং (বাইরের) ডিআরজি নম্বর ১২৬৯৫১৪ ভার-২ আর-১ ম্যাট স্পেক: আরডিএসও/২০১৭/সিজি-০১ (রেভ-২) অনুযায়ী। (i) পরিমাণ-১১৪টি ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য, (ii) পরিমাণ-৪৪টি পান্ডু জিএসডি, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য, (iii) পরিমাণ -১৬টি নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য, (iv) পরিমাণ-১১টি নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) -এর জন্য, (v) পরিমাণ-৬টি কাটিহার জিএসডি, এনএফআর (বিহার), পি.এল.নং-৩৩৫০৩০৬০-এর জন্য।

ক্রম.নং.:২; টেন্ডার নং. : ৬১/২৩/০০৭৯বি/ওটি/২৮৮/২০২৩-২৪।
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৯-০২-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: ব্রিজ অ্যাপ্রোচ স্লিপারের জন্য খাঁজযুক্ত রাবার সোল প্লেট তৈরি ও সরবরাহ আরডিএসও ড্রয়িং নম্বর টি-৪১০৭, টি-৪১১৪ এবং টি-৪১১৫ সাম্প্রতিক পরিবর্তন এবং আইআরএস স্পেসিফিকেশন এবং সংশোধন সহ যদি কিছু থাকে সর্বশেষ, পরিমাণ-২০০০ সেট, নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) -এর জন্য, পি.এল. নং. ৬০১১০৯৯৫।

ক্রম.নং.:৩; টেন্ডার নং. : ১০/২৪/৩৭৮৯/ওটি/২৮৯/২০২৩-২৪।
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১১-০৩-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: ফ্যান অ্যাসি, রেডিয়েটর কুলিং ৫২ ইঞ্চি ডিআইএ, ৮-ব্লেড, ২ স্পিড, ২২০ ভিএসি, ইএমডি পিটি নং-১০৬৩২০১৯ অনুযায়ী। (i) পরিমাণ-২টি নিউ গুয়াহাটি ডিপো, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য, (ii) পরিমাণ-৬ টি শিলিগুড়ি জং ডিজেল ডিপো, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) -এর জন্য। পি.এল. নং. -১৭৪৫০৩৯১।

ক্রম.নং.:৪; টেন্ডার নং. : ১০/২৪/৩৫৫৪/ওটি/২৯০/২০২৩-২৪।
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১১-০৩-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: জিএম লোকোসের জন্য ক্যারিয়ার পিস্টন। ড্রয়িংনম্বর অনুযায়ী: জিএম পার্ট নং. ৪০০৩৯২৫৮। (i) পরিমাণ-৫টি নিউ গুয়াহাটি ডিপো, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য, (ii) পরিমাণ-১০০টি শিলিগুড়ি জং ডিজেল ডিপো, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) -এর জন্য, পি.এল. নং-১৬১৪১৪৩০।

ক্রম.নং.:৫; টেন্ডার নং. : ৫০/২৩/৫২৭৭/ওটি/২৯১/২০২৩-২৪।
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৪-০৩-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: (১) পিভিসি ইনসুলেটেড আর্মার্ড, আনস্ক্রিন, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং ক্যাবল ১২ কোর x ১.৫ বর্গমিমি -এর সরবরাহ আইআরএস:এস-৬৩/২০১৪ (রেভ. ৪.০) অনুসারে সর্বশেষ সংশোধন/স্পেসিফিকেশন সহ (ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস)। পরিমাণ-৫৯ কিলোমিটার এসএসই/এসআইজি/নিউ কোচবিহার, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) -এর জন্য। পি.এল. নং-৫৩৯৮৬৯০৫০০৫৫। (২) আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং তারের সরবরাহ সাইজ -১২ কোর x ১.৫ বর্গমিমি স্পেসিফিকেশন নং আইআরএস-এস-৬৩/২০১৪ অনুযায়ী সংশোধনী ২০০৩ বা সর্বশেষ সহ (ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস)। পরিমাণ -৫০ কিলোমিটার এসএসই/এসআইজি/রাঙাপাড়া নর্থ, এনএফআর (আসাম) এর জন্য। পি.এল-৫৬৫০৯৯৫৯।

ক্রম.নং.:৬; টেন্ডার নং. : ৩০/২৪/৫০০৪/ওটি/২৯২/২০২৩-২৪।
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১১-০৩-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: এলএইচবি জিএস কোচগুলির জন্য ১৬০ কেএন এয়ার স্প্রিং অ্যাসেম্বলি। ম্যাট স্পেসি: আরডিএসও এসটিআর নং. আরডিএসও/সিজি/এস/২৩০০২, রেভ-নিল। পরিমাণ-১০০টি এসএসই/বিআরএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য, পি.এল.নং-৩৩০৪০১৬৩০০১০।

ক্রম.নং.: ৭; টেন্ডার নং. : ১০/২৪/৪৫৪৯/ওটি/২৯৩/২০২৩-২৪।
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১৪-০৩-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: ব্যাটারি ৬ভি, ১৫০ এএইচ নিক্যাড ক্যাডমিয়াম স্টোরেজ ইউনিট ডিএলডব্লিউ পিটি নং ১৭০৫১৪৭২ এবং ডিআরজি নং ১০৬০৯৩৭৫ এবং আরডিএসও স্পেসিক নং এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ - এমপি.০.৫১.০১.০২ (রেভ-০২) জুন ২০০৯ (সংশোধনী-১)। (i) পরিমাণ-৮০টি শিলিগুড়ি জং ডিজেল ডিপো, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য, (ii) পরিমাণ-৮০টি নিউ গুয়াহাটি ডিপো, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য, পি.এল.নং:১৭০৫১৪৭২।

ক্রম.নং.:৮; টেন্ডার নং. : ৬২/২৪/৫০১৩/ওটি/২৯৪/২০২৩-২৪।
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৭-০৩-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: ইউটিভি-এর জন্য হাইড্রোলিকভাবে পরিচালিত নকল বুম ক্রেনইউটিলিটি গাড়িতে স্থাপন এবং সম্পাদন সহ -৩৬ মেশিন, অ্যানেক্সার -এ অনুযায়ী স্পেসিফিকেশন, তৈরি : পালফিঙ্গার বা এর সমতুল্য, ওয়ারেন্টি: ১২ মাসের সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি এবং সমস্ত লোড ভারবহন অংশে ৩৬ মাস। পরিমাণ-১ এসএসই/টিএম/মালিগাঁও, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য, পি.এল.নং: ৬০৩২০৩৮৩৫৮১৮।

ক্রম.নং.:৯; টেন্ডার নং. : ৩০/২৪/১৭৪০/ওটি/২৯৫/২০২৩-২৪।
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১১-০৩-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: এলএইচবি জিএস কোচের জন্য ১৬০কেএন এয়ার স্প্রিং অ্যাসেম্বলি। ম্যাট স্পেসিক: আরডিএসও এসটিআর নং. আরডিএসও/সিজি/এস/২৩০০২ রেভ. নিল। (১) পরিমাণ-১০০টি ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য, (২) পরিমাণ-১০০টি নিউ বঙাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য, পি.এল.নং: ৩৩৫০৭১৮১।

ক্রম.নং.:১০; টেন্ডার নং. : ৬০/২৩/৫০৬৬/ওটি/২৯৬/২০২৩-২৪।
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১১-০৩-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: (১) মাল্টি ট্র্যাক সারফেস টাইপ ট্র্যাভারের সরবরাহ, ফিটমেন্ট,ক্ষমতা: ৮০ টন প্রয়োজনীয় খুচরা জিনিসপত্রের সাথে ৩০ মিটার ডিএসএল এবং সহযোগি জিনিসপত্র সহ। বিস্তারিত এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে। পরিমাণ-১ সেট এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর আসামের জন্য। পি.এল.নং.- ৬৫৯০১৮৪০০০১০। (২) ৫ বছরের জন্য এএমসি। পরিমাণ-১ সেট এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য, পি.এল.নং. - ৬৫৯০১৮৪০। (৩) অন্য কোনো অনুষাঙ্গিকের খরচ। পরিমাণ-১ সেট এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য, পি.এল. নং-৬৫৯০১৮৪১। (৪) ট্র্যাভারসার, ডিএসএল এবং সাপোর্ট মাস্টের স্থাপন ও সম্পাদনের খরচ। পরিমাণ-১ সেট এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) -এর জন্য, পি.এল.নং. -৬৫৯০১৮৪২। (৫) দুই বছরের স্বাভাবিক পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্পেয়ার্স। পরিমাণ-১ সেট এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) -এর জন্য, পি.এল.নং. - ৬৫৯০১৮৪৩। (৬) পৃথক আইটেমের বিচ্ছেদ সহ ঐচ্ছিক আনুষঙ্গিক. পরিমাণ-১ সেট এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) -এর জন্য, পি.এল.নং. - ৬৫৯০১৮৪৪। (৭) ভোগ্য দ্রব্য। পরিমাণ-১ সেট এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) -এর জন্য, পি.এল.নং. - ৬৫৯০১৮৪৫। (৮) অতিরিক্ত স্পেয়ার্স /আইটেমের খরচ। পরিমাণ-১ সেট এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) -এর জন্য, পি.এল.নং. - ৬৫৯০১৮৪৬।

ক্রম.নং.:১১; টেন্ডার নং. : ৭৯/২৪/০৮৪৭/ওটি/২৯৭/২০২৩-২৪।
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১১-০৩-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: বিছানার চাদর, সুতির তাঁত সাদা ব্লিচ করা। আকার: ১৪০ X ২২৯ সেমি, বিছানার চাদরের উভয় পাশে দৈর্ঘ্য বরাবর ১ সেমি চওড়া স্ট্রিপে আকর্ষণীয় আকাশী নীল রঙে ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় "নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে" লেখা প্রিন্ট করতে হবে। স্ট্রিপটি প্রান্ত থেকে ২৫ সেমি দূরে হতে হবে। প্রস্তুতকারকের নাম, উৎপাদনের মাস ও বছর চিহ্নিতকরণ, ব্যাচ নম্বর/লট নম্বর প্রতিটি বিছানার চাদরে দিতে হবে বিআইএস স্পেসিফিকেশন নম্বর আইএস:৭৪৫/২০০৩, ভ্যারাইটি নং. ১২ অনুযায়ী। (১) পরিমাণ-৭৫০০০ ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম) এর জন্য (২) পরিমাণ-৭৫০০০ পান্ডু/জিএসডি, এনএফআর (আসাম) এর জন্য, (৩) পরিমাণ-৩০০০০ নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য, (৪) পরিমাণ-২০০০০ কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্য, পি.এল. নং-৭৯৩৩৭৮০৬।

ক্রম.নং.:১২; টেন্ডার নং. : ৬০/২৩/০০১৯/ওটি/২৯৮/২০২৩-২৪।
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১৪-০৩-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: ৬০ কেজি রেলের জন্য বিজি ক্ল্যাম্প পয়েন্ট ইউনিভার্সাল টাইপ থিক ওয়েব সুইচ (টিডব্লিউএস) -এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্পেসিফিকেশন এবং আরডিএসও ড্রয়িং (ড্রয়িং নং. আরডিএসও/টি-৬২৭৪/৪) অনুযায়ী। (i) পরিমাণ-২০০টি পান্ডু/জিএসডি, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য, (ii) পরিমাণ-১০০টি নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য,(iii) পরিমাণ-১০০ টি কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার) -এর জন্য। পি.এল. নং-৬০১৯৩১১৬।

টিকা :- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরপত্রদাতা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন। সম্ভাব্য দরদাতা যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং তাদের অফারটি ইলেকট্রনিকভাবে জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যেই **আইআরইপিএস**-এর সাথে নিবন্ধিত থাকে। যদি তারা **আইআরইপিএস**-এর সাথে নিবন্ধিত না থাকেন, তাদের ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০ -এর অধীনে প্রত্যয়নকারী সংস্থাগুলির থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর শংসাপত্র প্রাপ্ত করার এবং উপরের টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

E-TENDER INVITING NOTICE
Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/NIT-29/2023-24
(Memo No: 372/Panch, Dated: 16/02/2024)

Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of two (02) nos. work in different above mentioned NIT, within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in http://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.

Sd/- Executive Officer
Bally Jagacha Panchayat Samity

NOTICE INVITING E-TENDER

e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIT e-569/2023-24 (Sl No. 1-2)	26/02/2024 up to 5.00 PM

For details please see at the website www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer,
Habra Municipality

Tender
Nit No:-13/DGP/15 th (3 RD CALL)23-2024 dated 16/02/2024

Prodhan Duila Gram Panchayet invites Online tender related to development work at Duila Gram Panchayat area. Last date & time limit of application to participate in tender 25/02/2024 up to 10:00 a.m Last date & time limit for receipt of tender upto 27/02/2024 10:00 a.m. For details visit office notice board and also www.wbtender.gov.in

SD/- SRABANI BAG
Pradhan Duila Gram Panchayat

Office of
Salboni Panchayat Samity,
Salboni, Paschim Medinipur
E - TENDER NOTICE
NIT No. 203/EO/SAL-2023-24
Dated.- 15/02/2024

e-Tender is invited by the E.O, Salboni Panchayat Samity For 2Nos Civil work under Pathashree under Salboni Panchayat Samity. For details pl visit: www.wbtenders.gov.in & www.salboni.in

Bid Publishing date : 16.02.2024
Bid Closing date: 02.03.2024
Bid Opening date: 04.03.2024

Sd/- Executive Officer,
Salboni Panchayat Samity

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : বিআর/টেন্ডার/এইচকিউ/সিকেপি ও এডিএ, তারিখ ১৫.০২.২০২৪. জেনারেল ম্যানেজার (ইঞ্জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা- ৭০০০৪৩ ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং., টেন্ডার নং, কাজের বিবরণ : (১) বিআর-এইচকিউ-সিকেপি**-২৪-২৫-০৫, চক্রধরপুর ডিভিসনের স্টিল গার্ডার ব্রিজে (১২টি) পার্শ্ব পথের ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত অবশিষ্ট কাজ। **(২) বিআর-এইচকিউ-এডিএ- ২৪-২৫-০৬**, এএক্সইএন/ব্রিজ লাইন/আদ্রার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে ০১.১০.২০২৩ থেকে ৩০.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে এসএসই/বিআর/পিআরআর ইউনিটের অধীনে ব্রিজ জোনাল কাজ। **টেন্ডার মূল্য :** ১,৭০,০৬,৭৯২.৮১ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও ২,১৭,৬২,৮১৬.৭৬ (ক্র.নং ২-এর জন্য)। **বায়নামূল্য :** ২,৩৫,০০০ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও ২,৫৮,০০০ (ক্র.নং ২-এর জন্য)। **টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য প্রতিটির জন্য। সম্পূর্ণ করা মেয়াদ :** ১১ মাস (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও ২৪ মাস (ক্র.নং ২-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০৭.০৩.২০২৪ সকাল ১১.৩০ মিনিট প্রতিটির জন্য। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ইচ্ছুক টেন্ডারদাতারা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার কোনভাবেই গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য :** সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে সম্ভাব্য দরদাতারা নিয়মিতভাবে"www.ireps.gov.in" (PR-1137)

পঞ্জাব নেশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

শাস্ত্র সার্কেল অফিস ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা
আমতলা রোড, পদ্মপুকুর মোড়ের নিকট
পোস্ট ঃ বারুইপুর, কলকাতা-৭০০১৪৪
ফোন নং. ঃ ০৩৩ ২৪৩৩ ৫০৪৬, ই-মেল ঃ cs8319@pnb.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

শেষ তারিখ এবং ইএমডি এবং ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার সময় (হার্ড কপি এবং অনলাইন)ঃ ১৮.০৩.২০২৪ (বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত)

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ ১৯.০৩.২০২৪ (সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৪.০০)

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড ইনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন সেল নোটিস সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬) এর প্রভিসো সহ পড়া হয়েছে।

এতদ্বারা জনসাধারণকে সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং গ্যারান্টার (গণ) কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক / চার্জ করা হয়েছে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে, যার প্রতীকী দখল নেওয়া হয়েছে ব্যাঙ্ক / সিকিউরড ক্রেডিটর, ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেমন আছে'', এবং ''যা আছে''- তে বিক্রি হবে, নীচের সারণীতে উল্লিখিত তারিখে, ব্যাঙ্ক / সিকিউরডের বকেয়া পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) থেকে পাওনাদার।
রিজার্ভ মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের সারণীতে উল্লিখিত। বিক্রয় ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা করা হবে যেমন **www.mstcecommerce.com** ওয়েব পোর্টালে তাদের লিঙ্ক প্রদান করেছে (**https://www.ibapi.in**)। সাধারণ জনগণ হল ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে লেখক এজেন্ট দ্বারা বিড করার জন্য আমন্ত্রিত।

লট নং.	ক) অ্যাকাউন্টের নাম (ঋণগ্রহীতা) ঋণগ্রহীতার ঠিকানা খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ বন্ধক / মালিকের নাম (দখলের অবস্থা)	ক) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ হিসাবে প্রতি ডিমান্ড নোটিশ (এছাড়া আরও অর্জিত সুদ, চার্জ, খরচ কম পুনরুদ্ধার যদি থাকে) গ) দখলের তারিখ	ক) রিজার্ভ মূল্য (লাখ টাকায়) খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধি টাকা	ক) ই-নিলামের তারিখ ও সময় খ) ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় গ) নথিপত্র পরিদর্শনের তারিখ এবং সম্পত্তি পরিদর্শন
১.	ক) ১. এম /এস অধিকার এন্টারপ্রাইজ এ /সি নংঃ০১২৮২৫০০১০৭৩৩ এবং ০১২৮৩০০০২৯৪৫৮ ২. সন্ত অধিকারী, প্রপো। এম /এস এর অধিকারী এন্টারপ্রাইজ সাহেবান বাগিচা, মুচিশা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৩৭৭ খ) ব্যানার্জিহাট শাখা	সম্পত্তির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল এবং কাঠামো এটির উপর মিথ্যা, পরিমাপ প্রায় ১০ দশমিক কম বা কম, অবস্থিত জেলায় - ২৪ পরগনা দক্ষিণ, অধীনে মৌজা - সাহেবান বাগিচা, জেএল নং ৬২, তৌজি নং ১০৭০ / ২৮৩৪, খতিয়ান নং ৫৯, আরএস দাগ নং ৩২, এলআর দাগ নং ৩০, থানা - নোদাখালী সাতগাছিয়া গ্রামের সীমানার মধ্যে পঞ্চায়েত। সম্পত্তি বাড হয় এবং অনুসরণ হিসাবে আবদ্ধ ঃ নর্থ - সম্পত্তি দ্বারা শ্রী স্বপ্ন হায়দার, দক্ষিণ - সম্পত্তি দ্বারা দাগ নং ৩১ এর অধীনে, পূর্ব - এর সম্পত্তি দ্বারা শ্রী নারান হায়দার এবং ৪ ফুট কমন প্যাসেজ, পশ্চিম - শ্রী গণেশের সম্পত্তি দ্বারা পান্ডে। (প্রতীকী দখলে)	ক) ১৫.০৭.২০২১ খ) টাকা ২০,৬৪,২৪৬.৬৯ গ) ১৭.১১.২০২১	ক) টাকা ২১,৪৫,০০০ /- খ) টাকা ২,১৪,৫০০ /- গ) টাকা ১০,০০০ /-	ক) ১৯.০৩.২০২৪ (সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৪.০০) খ) ১৮.০৩.২০২৪ (বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত) গ) ১৫.০৩.২০২৪ (বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত)
২.	ক) ১. অরুণ দাস, এস /ও. তারাপদ দাস এ /সি নংঃ১২৫৫২৫০০২৪৯৯৪এবং ১২৫৫৩০৬৮১৯৫৭০ গোটালাহাট কৃষ্ণপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭৪৩ ৫০৩। ২. মি. তারাপদ দাস এস /ও প্রয়াত মহেন্দ্র নাথ দাস গ্রাম - গোবিন্দপুর, থানা -বিষ্ণুপুর জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩ ৫০৩ খ) মামুদপুর শাখা	জমি ও ভবনের ন্যায় সঙ্গত বন্ধক আমতলায় ৮ ছটক পরিমাপ। জেএল ম্যাককার্থি কখন.৭৩, টাকা সম্ভবত। কখন. ১৪, তৌজি নং. ৩৯৫ সি.এস. দাগ নং ৩৫২, আর.এস. দাগ নং ৭ / ৪৯৭, এল.আর. দাগ ১৪৭, আর.এস. খতিয়ান নং. ১০০০ এবং ১০০৭, এল.আর. খতিয়ান নং. ৯৮১ এর সীমার মধ্যে চন্ডি গ্রাম পঞ্চায়েত, পি.এস. -বিষ্ণুপুর, তারাপদ দাসের নামে। (প্রতীকী দখলে)	ক) ১২.০৮.২০২১ খ) টাকা ২২,০২,২২৮.০৫ গ) ২৮.১০.২০২১	ক) টাকা ২৬,৮৬,০০০ /- খ) টাকা ২,৬৪,৬০০ /- গ) টাকা ১০,০০০ /-	ক) ১৯.০৩.২০২৪ (সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৪.০০) খ) ১৮.০৩.২০২৪ (বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত) গ) ১৫.০৩.২০২৪ (বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত)
৩.	ক) মেসার্স রাজু এন্টারপ্রাইস প্রোঃ মি. জাফর সিয়াদেক উকিল এস /ও প্রয়াত খোদাদাদ হোসেন উকিল এ /সি নং ঃ ০১৫১২৫৩০৮৩১৭৪ এবং ০১৫১৩০০১৭৩৫৯৯ ১৩৩, বিবেকানন্দ রোড, বৈকুণ্ঠপুর, পোঃ - রাজপুর, কলকাতা - ৭০০১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ খ) সোনারপুর শাখা	জমির EQM এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল এবং তার উপর আবাসিক ভবন নির্মাণ বিয়ারিং হোল্ডিং নং ৭৬৪, হাল দাগ নং ২১৩, এলআর দাগ নং ২২৫, ওয়ার্ড নং ৭, এইচএলএ খতিয়ান নং ৮৯১ / ৩৯, এলআর খতিয়ান নং ১৪৫৮, মৌজা -রাজপুর সোনারপুরের অধীনে কুসুম্বা পৌরসভার মোট এলাকা ২ Cottah ৭ চিতক ১৫ বর্গফুট এবং সম্পত্তি দাঁড়িয়ে আছে মি. জাফর সিয়াদেক উকিলের নামে, এস /ও মরহুম খোদাদাদ হোসেন উকিল ও মো সম্পত্তি ঘেরা ঃ উত্তর - ১৫ ফিট ওয়াইড কমন প্যাসেজ, দক্ষিণ - অশোক কে আর এর সম্পত্তি। পূর্ব - ২০ ফিট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিম - খালি জমি। (প্রতীকী দখলে)	ক) ১০.০২.২০২২ খ) টাকা ৩৪,১৮,২৮২.০০ গ) ২১.১২.২০২২	ক) টাকা ৩৮,১০,০০০ /- খ) টাকা ৩,৮১,০০০ /- গ) টাকা ১০,০০০ /-	ক) ১৯.০৩.২০২৪ (সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৪.০০) খ) ১৮.০৩.২০২৪ (বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত) গ) ১৫.০৩.২০২৪ (বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত)
৪.	ক) সুব্রত মুখার্জী এস /ও প্রয়াত নব কুমার মুখার্জি এ /সি নং. ১১৫২৩০৬৭০৮৫৯৩ (এইচএল) কালিকাপুর চাঁদপুর, রাধা নগর (রাজারহাটের কাছে প্রধান সড়ক) পোঃ+ পি.এস. -সোনারপুর কলকাতা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন - ৭০০ ১৫০। খ) বিওন্টা শাখা	তার উপর নির্মিত জমি এবং আবাসিক ভবনের EQM এর আল অংশ এবং পার্সেল মোট ভূমির পরিমাণ ১ কোটাহ ৫ ছটাক ৩৭ বর্গফুট এলআর দাগ নং ৩১৮ থাকা এবং ৩৬৬, খতিয়ান নং ৫৫৪, জেএল নং ৯, মৌজা - হাতিসলা পি.এস. - ভাঙ্গর (পুরানো) এবং কেএলসি (নতুন) রাজারহাট মেইন রোডের কাছে এবং সম্পত্তি বেষ্টিত হয়ঃ উত্তর- সম্পত্তি মানিকা দাস, দক্ষিণ - মণিকার সম্পত্তি দাস, পূর্ব - ৮ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, পশ্চিম- দাগ নং ৩৬৬ ও সম্পত্তি সুব্রত মুখার্জি নামে দাঁড়িয়ে , রেজ়ি বিক্রয় দলিল নং ৩১৮৩ / ২০১৬। (প্রতীকী দখলে)	ক) ০১.০৭.২০২১ খ) টাকা ১২,৬২,২৩৫.১৭ গ) ০৫.০৮.২০২২	ক) টাকা ২১,৮৮,০০০ /- খ) টাকা ২,১৮,০০০ /- গ) টাকা ১০,০০০ /-	ক) ১৯.০৩.২০২৪ (সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৪.০০) খ) ১৮.০৩.২০২৪ (বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত) গ) ১৫.০৩.২০২৪ (বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত)
৫.	ক) মি. দুধ কুমার ঢালি এস /ও শ্রী নির্মল চন্দ্র ঢালি এ / সি নং. ০৬২৪৩০৮৩১৪১৯৪ (টিএল) এবং ০৬২৪৩০৮৩১৭৭৪৮ (টিএল) গ্রাম - কলাগাছিয়া, পোঃ - সারিশা পি.এস. - ডায়মন্ড হারবার পিন - ৭৪৩ ৩৬৮। খ) সারিশা শাখা	আবাসিক জমির EQM এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল এবং বিল্ডিং বিয়ারিং আরএস এবং এলআর দাস নং ৪৬১৮, আরএস খতিয়ান নং ৬৫৮. এলআর খতিয়ান নং ৩২৯৩ সংশ্লিষ্ট এলআর খতিয়ান নং ৮০১১, মৌজা - কামারপোল, জে.এল.কামারপোল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ৭৩ নং, পুনশ্চ. - পারুলিয়া কোস্টাল, A.D.S.R.0.- ডায়মন্ড হারবার, এলাকা - কমবেশি ০৪.৬৬ সাতক বাস্তু জমির। সম্পত্তি দাঁড়িয়ে আছে শ্রী দুধ কুমার ঢালির নাম, ভিডিও বছরের জন্য রেজিডি দলিল নং I-160903415 এবং ২০১৭, ০৯.০৮.২০১৭ তারিখে এবং সম্পত্তি হল পরিবেষ্টিত উত্তর - ০৬ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, দক্ষিণ - ৫ ফুট প্রশস্ত গ্রাম সড়ক, পশ্চিম -দাগ নং ৪৫৯৭ এর অধীনে খালি জমি দ্বারা, পূর্ব - দাগ নং ৪৫৯৬ এর অধীনে খালি জমি দ্বারা। (প্রতীকী দখলে)	ক) ২০.১০.২০২২ খ) টাকা ১১,৯৮,৪৫০.১২ গ) ৩১.০১.২০২৩	ক) টাকা ৪০,০৯,০০০ /- খ) টাকা ৪,০০,৯০০ /- গ) টাকা ১০,০০০ /-	ক) ১৯.০৩.২০২৪ (সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৪.০০) খ) ১৮.০৩.২০২৪ (বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত) গ) ১৫.০৩.২০২৪ (বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত)
৬.	ক) ১. মেসার্স তানিয়া এন্টারপ্রাইজ এ / সি নংঃ ০১৩২২১০০০৬২১৯, ০১৩২৩০০০৩৪০২৫ এবং ০১৩২৩০০০৩৪২৮৩ প্রোঃ প্রয়াত রবিয়াল হক মন্ডল তার আইনগত উত্তরাধিকারীর মাধ্যমে শ্রীমতী রোকেয়া বিবি মন্ডল কেএমসি প্রাঙ্গণ নং ১৭, পারুই পাকা রোড, বকুলতলা বাস স্টপেজের কাছে, কলকাতা - ৭০০ ০৬১ ২. শ্রীমতী রোকেয়া বিবি মন্ডল গ্রাম + পোঃ - বসুলডাঙ্গা থানা - ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৯ ৯৬৮, পশ্চিমবঙ্গ খ) ডায়মন্ড হারবার শাখা	স্থাবর সম্পত্তির EQM এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল যেমন ভূমি সম্পত্তি (ক্ষেত্রফল ৫ দশমিক) এবং তার উপর নির্মিত দালান নং ৪০৯, এলআর খতিয়ান নং ৭৩৬, জেএল. নং ১৩৮, পিএস- ডায়মন্ড হারবার, মৌজা-বসুলডাঙ্গা ও ঘেরা সম্পত্তি ঃ উত্তর- রফিক মণ্ডলের সম্পত্তি, দক্ষিণ- মাহাজেম হোসেন মোল্লার সম্পত্তি, পূর্ব- মাহাজেম হোসেন মোল্লার সম্পত্তি, পশ্চিম- আবদুল জব্বার মণ্ডলের সম্পত্তি এবং সম্পত্তি দাঁড়িয়ে আছে। রবিয়াল হেগ মন্ডল এবং রোকেয়া বিবি মন্ডল রেজিষ্ট্রি দলিল নং ৪৫৫০ /১৯৮৭. (প্রতীকী দখলে)	ক) ১০.০২.২০২২ খ) টাকা ২৩,৪১,০৭১.০০ গ) ৩০.০৪.২০২২	ক) টাকা ৩৫,১৭,০০০ /- খ) টাকা ৩,৫১,৭০০ /- গ) টাকা ১০,০০০ /-	ক) ১৯.০৩.২০২৪ (সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৪.০০) খ) ১৮.০৩.২০২৪ (বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত) গ) ১৫.০৩.২০২৪ (বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত)
৭.	ক) ১. মেসার্স শশী ভূষণ বিল্ডার্স এ / সি নং ঃ ০১৩৯২১০৩০২৪৪৯ ২. শ্রী আশীষ দাস, এস /ও শ্রী শশী ভূষণ দাস ৩. মিসেস বুলু দাস, ডব্লু / ও আশীষ দাস উভয়েই আছেনঃ গ্রাম - চম্পাহাটি খ্রিস্টানপাড়া পোঃ- চম্পাহাটি, থানা - বারুইপুর চম্পাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ৩৩০। খ) চম্পাহাটি শাখা	মৌজায় জমি ও দোতলা ভবনের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল - চানপাহাটি, দাগ নং ৩২৮ (আরএস), ৩৫৬ (এলআর) খতিয়ান নং ১৮২১১ ১৮২১২ (এলআর), জেএল নং ২৪, পিএস - বারুইপুর এর অধীনে। জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, জমির এলাকা - ৫ কোটাহ ১৪ ছটাক, নির্মিত এলাকা - ২০১২ বর্গফুট (প্রায়) শ্রী আশীষ দাস ও শ্রীমতীর নামে। দলিল নং ১১৮০০ / ২০১২ তারিখ ১৯.১২.২০১২ অনুযায়ী বুলু দাস এবং সম্পত্তিটি উত্তর- খালি জমি, দক্ষিণ-খালি জমি, পূর্ব-খালি জমি দ্বারা, পশ্চিমে- ৬ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ দিয়ে ঘেরা। (প্রতীকী দখলে)	ক) ০৩.১২.২০১৯ খ) টাকা ২৫,৯২,৫৫৮.৫৯ গ) ২৭.০২.২০২০	ক) টাকা ৩৬,৭০,০০০ /- খ) টাকা ৩,৬৭,০০০ /- গ) টাকা ১০,০০০ /-	ক) ১৯.০৩.২০২৪ (সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৪.০০) খ) ১৮.০৩.২০২৪ (বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত) গ) ১৫.০৩.২০২৪ (বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত)

নিয়ম ও শর্তাবলী ঃ

বিক্রয় করা হবে শর্ত এবং নিয়মাবলী পালন করে যা প্রস্তাবিত আকারে রয়েছে নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা ২০০২ এবং উল্লেখিত আরও শর্ত মোতাবেকঃ-
১. সম্পত্তি বিক্রয় হবে ''**যেখানে যা আছে এবং সেখানে কি আছে এবং সেখানে যা কিছু আছে**'' ভিত্তিতে।
২. সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী উল্লেখ রয়েছে উপরোক্ত সারণীতে যা স্বীকৃত আধিকারিকের সর্বশেষ জানা তথ্যের ভিত্তিতে, কিন্তু অনুমোদিত আধিকারিক কোন ত্রুটি, ভুল তথ্য বা এই ঘোষনার কোনরূপ ভ্রান্তির জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।
৩. বিক্রয় করা হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে যা দেওয়া হবে ওয়েবসাইটে-**https:// www.mstcecommerce.com**।
৪. বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী বিক্রয়ের, দয়াকরে দেখুন-**www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app & www.pnbindia.in**।
৫. বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী ই-নিলাম বিক্রয়ের জানতে দরপত্র জমা করার পূর্বে এবং ই-নিলাম বিক্রয়ে অংশ নেওয়ার পূর্বে তথ্য জানতে যোগাযোগের ব্যক্তি -**শ্রী দেবানন্দ শর্মা, চিফ ম্যানেজার, মোবাইল নং. ঃ ৯৫২৩৩২০২৬০।**
৬. সফল দরদাতা (যদি একটিমাত্র দর জমা পড়ে সেক্ষেত্রে একটি বর্ধিত দর রাশি প্রয়োজন থাকবে বিক্রয় সুনিশ্চিত হতে) জমা করতে হবে এফিডেভিট অনুমোদিত অধিকারিকের কাছে শারিরীক উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির নথিপত্র যাঁচাইয়ের জন্য (যদি প্রয়োজন থাকে)।
৭. সমস্ত বিধিসমস্তত বকেয়া / পরিচারক চার্জ / অন্যান্য বকেয়া সঙ্গে রেজিস্ট্রেশান চার্জ, স্ট্যাম্প খরচ, কর, পরিবহণ খরচ, জিএসটি ইত্যাদি বহন করতে হবে ক্রেতাকে।
৮. সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী সারণীতে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত যা সর্বশেষ তথ্যমতে অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে, কিন্তু অনুমোদিত আধিকারিক কোন ত্রুটি, ভুল তথ্য বা এই ঘোষনার কোনরূপ ভ্রান্তির জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।
৯. দরদাতাদের দ্বায়িত্ব থাকবে পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হতে নিজেদেরকে সম্পত্তির বিষয়ে এবং নির্দিষ্টভাবে দর জমার পূর্বে।
১০. নিলামের অর্থ প্রদানের জন্য করতে হবে ডিডি / নগদ / এনইএফটি / আরটিজিএস মাধ্যমে যার **অ্যাকাউন্ট নং. ঃ ০৩০০২০৩১৭১১৬০, আইএফএসসি নং. ঃ পিইউএনবি০০৩০০২০ পিএনবি-র, শাখা চৌধুরি বাজার, বারুইপুর, নাম-পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক।**

৩০ দিনের বিধিসম্মত বিক্রয় নোটিস অধীন রুল ৮(৬) সারফেইশি আইন, ২০০২

তারিখ ঃ ১৭.০২.২০২৪
স্থানঃ বারুইপুর

স্বা /- শ্রী দেবানন্দ শর্মা, চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

গৃহস্থালি

বাড়িতেই বেড়ে উঠতে পারে এই ভেষজ গাছগুলো

শীতের এই সময় বাজারে অনেক শাক, সবজি, ভেষজ পাওয়া যায়।

কিন্তু সব কেন বাজার থেকে কিনবেন? কয়েকটি ভেষজ গাছ তো বারান্দা বা ছাদে অনায়াসেই বাড়িয়ে তুলতে পারেন। হেঁসেলে যখন যেমন প্রয়োজন হাত বাড়ালেই পেয়ে যাবেন।

ধনে পাতা- এই গাছটি অনেকেরই বাড়ির বাগানে বা ছাদের টবে হয়। বিশেষ খাটনি নেই। অল্প যত্নেই বেড়ে ওঠে। আর হ্যাঁ, খুব বেশি রোদে রাখবেন না।

পুদিনা পাতা- যেমন গন্ধ তেমন উপকার। শীতের এই বেলায় ককটেল কিংবা মকটেল তৈরি করতেও পুদিনা পাতা অনায়াসে ব্যবহার করা যায়। এমন জায়গায় এই গাছের টব রাখবেন যেখানে আলো-ছায়া দুইই থাকবে। খেয়াল রাখবেন টবের মাটি যেন ভেজা থাকে।

বেসিল পাতা- পাস্তা-পিজ্জা হোক বা সালাড, সবেতেই একটু বেসিল পাতা হলে যেন ষোলকলা পূর্ণ হয়। এই গাছ ছোট টবে অনায়াসেই বাড়তে পারে। মিডিয়াম সানলাইটে রাখবেন। এই পাতা এখন আর শুধু দাক্ষিণাত্যের নয়। সারা দেশেই এর গুনগান। বারান্দার ছোট্ট টবেই হয়ে যায়। রোজ মনে করে জল দেবেন। পাতাগুলোও ধুয়ে দেবেন। বেড়ে উঠলে যখন ইচ্ছে পাতা নিয়ে ব্যবহার করবেন।ক্যারম পাতা বা আজওয়ান পাতা এই পাতা গ্যাস, অম্লতায় খুব কাজে দেয়। বাড়ি বারান্দা বা ছাদের টবে অনায়াসেই এই পাতার গাছ বেড়ে উঠতে পারে। শুধু ভালো মাটি আর নিয়মিত জল প্রয়োজন। কেউ কেউ বাড়ির টবে হলুদ গাছও লাগান।

অমৃতা ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে নৈহাটি স্টেশন একটি সম্পূর্ণ মেকওভার পাবে

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ নৈহাটি স্টেশনটি এখন পূর্ব রেলওয়ে নেটওয়ার্কের একটি জনবহুল শহরতলির স্টেশনে রয়েছে। এই স্টেশন সংলগ্ন এলাকাটি ' সম্রাট' শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে

ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কারণ কাঁঠালপাড়া এই বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের আদি গ্রাম হিসেবে পরিচিত। নৈহাটি স্টেশন শিয়ালদহ এবং হাওড়া বিভাগের মধ্যে একটি সংযোগকারী জংশন হওয়ায় এর নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে এবং এখন এটি একটি সম্পূর্ণ রূপান্তর সহ পুনঃবিকাশিত হতে চলেছে। অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে নৈহাটি রেলওয়ে স্টেশন একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে প্রস্তুত। পুনঃউন্নয়নের কাজ, সামগ্রিক যাত্রীদের অভিজ্ঞতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এবং স্টেশনটিকে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব করার লক্ষ্যে, বেশ কয়েকটি মূল উন্নতিকে অন্তর্ভুক্ত করবে। উন্নত সম্মুখভাগ এবং সঞ্চালন এলাকা স্টেশনের সম্মুখভাগ একটি আধুনিক এবং নাঃদনিকভাবে আনন্দদায়ক ডিজাইনের সাথে সংস্কার করা হবে, অন্যদিকে প্ল্যাটফর্মের জন্য গ্রানাইট সারফেসিং দিয়ে সঞ্চালন এলাকাটিকে উন্নত করা হবে, একটি পরিষ্কার এবং আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করা হবে। উন্নত যাত্রী সুবিধা- একটি প্রশস্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ওয়েটিং হল নির্মাণ করা হবে, সাথে আরামদায়ক বেঞ্চ, পরিষ্কার এবং সু-রক্ষণাবেক্ষণ করা টয়লেট এবং কৌশলগতভাবে রাখা ডাস্টবিন। উন্নত তথ্য এবং অ্যাক্সেসিবিলিটি রিয়েল-টাইম ট্রেনের তথ্যের জন্য ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড ইনস্টল করা হবে, এবং স্টেশন চত্বরে যাত্রীদের সহজে গাইড করার জন্য স্পষ্ট সাইনেজ প্রয়োগ করা হবে। উন্নত আলো এবং বায়ুচলাচল- ভাল দৃশ্যমানতা এবং আরামের জন্য পর্যাপ্ত আলো এবং ফ্যান সরবরাহ করা হবে, যখন সৌর প্যানেলগুলি শক্তি সংরক্ষণের জন্য ইনস্টল করা হবে, স্থায়িত্ব প্রচার করা হবে।যাত্রীদের জন্য সুবিধা- বর্ধিত আরাম এবং সুবিধা-আপগ্রেড করা সুবিধাগুলি যাত্রীদের জন্য আরও আরামদায়ক এবং আনন্দদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। উন্নত অ্যাক্সেসযোগ্যতা-পরিষ্কার সাইনবোর্ড এবং মনোনীত এলাকাগুলি স্টেশনটিকে প্রতিবন্ধী এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলবে। টেকসই উন্নয়ন- সৌর প্যানেলের ব্যবহার পরিবেশগত টেকসইতার প্রচেষ্টায় অবদান রাখবে।ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শিয়ালদহ শ্রী দীপক নিগম বলেছেন যে অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে নৈহাটি রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্মাণ যাত্রীদের বিশ্বমানের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের দিকে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই প্রকল্পটি শুধুমাত্র স্টেশনের নান্দনিকতা এবং কার্যকারিতাই বাড়াবে না বরং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নেও অবদান রাখবে।

জার্ডিয়ান্স এ এখন ভারতে ক্রনিক কিডনি ডিজিজে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্কদের চিকিৎসার জন্য অনুমোদিত

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতের জাতীয় নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ, সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন,(কেবলমাত্র eGFR 30-90 mlmin1.73m 2 রোগীদের জন্য) শেষ পর্যায়ে থাকা কিডনি রোগ, কার্ডিওভাসকুলার মৃত্যু এবং বৃদ্ধির ঝুঁকিযুক্ত ক্রনিক কিডনি ডিজিজে (ক্রীত্ব) আক্রান্ত প্রাপ্ত বয়স্কদের হাসপাতালে ভর্তির ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য জার্ডিয়ান্সএ (এমপাগ্লিফ্লোজিন) 10mg ট্যাবলেটটির অনুমোদন দিয়েছে। এই ইঙ্গিতমূলক অনুমোদনের ফলে যোগ্য রোগীদের CKD-এর চিকিসার জন্য নেফ্রোলজিস্ট এবং কার্ডিওলজিস্টরা জার্ডিয়ান্স ১০এমজি ট্যাবলেট ব্যবহার করতে পারবেন। খেয়াল রাখা উচিত যে পলিসিস্টিক কিডনি রোগবা শিরায় ইমিউনোসাপ্রেসিভ থেরাপির সাম্প্রতিক ইতিহাস থাকা বা এই থেরাপি প্রয়োজন এমন রোগীদের অথবা ৪৫ এমজি-এর বেশি প্রিডনিসোন বা কিডনি রোগের সমতুল্য ওষুধপ্রাপ্ত রোগীদের ক্ষেত্রে CKD-এর চিকিৎসার জন্য জার্ডিয়ান্স সুপারিশ করা হয় না।অনুমোদনের ফলে ভারতে আনুমানিক ৩.৩ কোটির বেশি প্রাপ্তবয়স্ক যারা CKD5-তে আক্রান্ত তাদের হাসপাতালে ভর্তির ঝুঁকি কমিয়ে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার উপর বোঝা কমবে, সেইসাথে CKD আক্রান্ত ব্যক্তিদের কিডনি-ফেল হওয়ার ঘটনা বিলম্বিত করে।দীর্ঘস্থায়ী. কিডনি রোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা, এবং থেরাপির জন্য একটি উল্লেখযোগ্য অপূরণীয় প্রয়োজন রয়েছে যা রোগের অগ্রগতি ধীর করে এবং ফলাফল উন্নত করে, বলেছেন গগনদীপ সিং বেদি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, Boehringer Ingelheim India. আমরা কিডনি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের আর তাদের চিকিৎসকদের সাহায্য করার জন্য জার্ডিয়ান্স (এমপাগ্লিফ্লোজিন) অপরিহার্য ভূমিকা পালন করার জন্য অনুমোদন পাওয়ায় আর এর সম্ভাবনার বিষয়ে খুবই উত্তেজিত। এটি ভারতে অপূরণীয় চিকিৎসা-চাহিদা মেটাতে উদ্ভাবনী সমাধান আনার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিও তুলে ধরে।ডঃ শ্রদ্ধা ভূরে, Boehringer Ingelheim ভারতের মেডিকেল ডিরেক্টর, এই ঘটনার তাৎপর্যের উপর জোর দিয়েছেন। CKD ভারতে অন্যতম প্রধান স্বাস্থ্য-সমস্যা, যা ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা কার্ডিওভাসকুলার রোগের মতো সাধারণ ঝুঁকির কারণ থেকে উদ্ভূত হয়। CKD বৃদ্ধিরত রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি, কার্ডিয়াক ইভেন্ট, কিডনি-ফেল এবং মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি থাকে। স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ছাড়াও, CKD রোগীদের একটি বড় অংশকেও বিপর্যয়কর স্বাস্থ্য-ব্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়। CKD'র পূর্বাভাস CKD'র বিভিন্ন অন্তর্নিহিত কারণ এবংঅথবা পর্যায় অনুসারে পরিবর্তিত হতে পারে এর জন্য CKD থাকা বিভিন্ন রোগীদের জন্য প্রমাণিত চিকিৎসা-বিকল্পের প্রয়োজন হতে পারে। জার্ডিয়ান্স (এমপাগ্লিফ্লোজিন)-এর ক্ষেত্রে পাওয়া বৈজ্ঞানিক প্রমাণ, যোগ্য রোগীদের বিস্তৃত পরিসরে CKD'র ফলাফলে চিকিৎসাগতভাবে অর্থপূর্ণ উন্নতি প্রদান করে, CKD-এর বর্তমান চিকিৎসা-পরিসর উন্নত করার জন্য জোরালো কারণ দেয়। CKD-এর সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র রোগী আর তাদের পরিবারের জন্য নয়, সমাজ আর দেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার জন্য স্বাস্থ্য আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি ঘটাতে পারে।

গ্রাহকদের গাড়ি বীমা পরিষেবা দেওয়ার জন্য

টোটাল এনার্জিস ইন ইন্ডিয়া মাহিন্দ্রা বীমা ব্রোকার লিমিটেডের সাথে অংশীদারিত্ব করেছে

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ টোটাল এনার্জিস মার্কেটিং ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (টিইএমআইপিএল) টোটাল এনার্জিস কোয়ার্টজ অটো সার্ভিসেস (টিইকিউএএস) কর্মশালায় ওয়ান-স্টপ বীমা পরিষেবা প্রদানের জন্য মাহিন্দ্রা ইন্স্যুরেন্স ব্রোকার লিমিটেড (এমআইবিএল) এর সাথে একটি চুক্তি করেছে, যার ফলে গাড়ি মালিকদের জন্য বীমা সম্পর্কিত সমাধানগুলির জন্য ঝামেলা-মুক্ত গ্রাহক অভিজ্ঞতা সক্ষম করে। ভারতে ২৩৫ টি টিইকিউএএস কেন্দ্র জুড়ে, টোটালএনার্জিস উচ্চ-কার্যক্ষমতা সম্পন্ন লুব্রিকেন্ট সরবরাহ করে যা জ্বালানী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলির পাশাপাশি গাড়ির মালিকদের জন্য গাড়ির যত্নের পণ্যগুলি এবং সেরা-শ্রেণীর গাড়ি সার্ভিসিং সরবরাহ করে। এই নতুন সহযোগিতার মাধ্যমে, এই কেন্দ্রগুলি বহুমুখী পরিষেবা কেন্দ্র হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে যা গাড়ির মালিকদের কেবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিষেবাগুলিই নয় বরং বীমা পরিষেবাগুলিতে ও সহজে অ্যাক্সেস দেবে। টিইকিউএএস-এ মাহিন্দ্রার ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে, গ্রাহকরা তাদের গাড়ির বীমা পলিসি কিনতে বা পুনর্নবীকরণ করতে পারেন ও প্রচুর বীমা কোম্পানির নগদহীন দাবিতে অ্যাক্সেস পেতে পারেন। টোটাল এনার্জিস মার্কেটিং ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর অলিভিয়ার সাবরি বলেন, টেমিপল এবং এমআইবিএল-এর মধ্যে এই কৌশলগত অংশীদারিত্ব আমাদের টেকাস ওয়ার্কশপ গুলিকে দেশজুড়ে আমাদের অটোমোটিভ গ্রাহকদের আরও সুবিধাজনক, বিস্তৃত এবং নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা দেওয়ার অনুমতি দেবে। আমাদের ডিজিটাল অফার গুলিতে বীমা পণ্যগুলির অন্তর্ভুক্তি আজকের গ্রাহকদের প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আমরা এই প্রয়োজনটি পূরণ করতে পেরে আনন্দিত। বেদানারায়ণন শেষাদ্রি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং প্রিন্সিপাল অফিসার - মাহিন্দ্রা ইন্স্যুরেন্স ব্রোকার্স লিমিটেড বলেন, এমআইবিএল এবং টোটাল এনার্জিসের মধ্যে অংশীদারিত্বের লক্ষ্য এমআইবিএল-এর প্ল্যাটফর্মগুলির মাধ্যমে বীমা পরিষেবাগুলির জন্য বিতরণ

নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা। এই জোটটি খুচরা গ্রাহকদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য আরও বাড়িয়ে তুলবে, তাদের পরিষেবা এবং কাস্টমাইজড প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করার জন্য একটি ওয়ান-স্টপ সমাধান সহজতর করবে। এই সহযোগিতা বীমা বাজারের অনুপ্রবেশকে আরও গভীর করতে এবং গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে আমাদের সক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করবে।এই চুক্তির মাধ্যমে, টিইকিউএএস ওয়ার্কশপগুলো এমআইবিএলের জন্য পিওএসপি (পয়েন্ট অব সেল পার্সনস) হিসেবে তালিকাভুক্ত হবে।

জেনারেল ম্যানেজার এসপ্ল্যানেড এবং হাওড়া মেট্রো স্টেশনগুলি পরিদর্শন করেছেন

কলকাতা,১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে আজ ১৬.০২.২০২৪ তারিখে গ্রীন লাইনের এসপ্ল্যানেড এবং হাওড়া মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করেছেন। তিনি সমস্ত যাত্রী সুবিধাগুলি পরিদর্শন করেছেন কারণ এই স্টেশনগুলি চালু হওয়ার জন্য প্রায় প্রস্তুত। তিনি উভয় স্টেশনের প্রবেশ প্রস্থান পয়েন্ট, প্ল্যাটফর্ম, কনকোর্স লেভেল, টিকিট ভেন্ডিং মেশিন, টিকিট কাউন্টার, স্টেশন সাইনজেস, পরিচ্ছন্নতার দিক পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনকালে, পিক আওয়ারে স্টেশনের যাত্রী ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা সম্পর্কে জিএমকে অবহিত করা হয়। এই পরিদর্শনের সময়, মেট্রো রেল এবং কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেডের (কেএমআরসিএল) উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তাঁর সাথে ছিলেন। এসপ্ল্যানেড এবং হাওড়া স্টেশনগুলির সামগ্রিক ব্যবস্থা দেখে জিএম তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

আরও বেশি ই.এম.ইউ চালানোর লক্ষ্যে শিয়ালদহ স্টেশনের চারটি প্লাটফর্মের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির কাজ শুরু

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারী ঃ শহরতলীর যাত্রীভীড় সামাল দিতে ও যাত্রীদের স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে পূর্ব রেল হাওড়া এবং শিয়ালদহের বিভিন্ন শাখায় ১২ কোচের ই.এম.ইউ চালু করেছে। পূর্ব রেলের জনসংযোগ বিভাগ থেকে বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রীদের সাথে ইন্টারঅ্যাকশন চলাকালীন জানা গেছে যে যাত্রীদের একটি দাবি থাকে যে , পিক আওয়ারসে সমস্ত লোকাল ট্রেনই যেন ১২ কোচের হয়। হাওড়া ডিভিশনেও ব্যস্ত সময়ে প্রায় অধিকাংশই ১২ কোচের ই.এম.ইউ. চালানো হয় সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধার্থে। শিয়ালদহ সাউথ শাখায় প্রায় সমস্ত ই.এম.ইউ লোকালই ১২ কোচের। শিয়ালদহ মেন্ এবং নর্থ শাখায় এখনো সমস্ত ই.এম.ইউ লোকাল গুলিকে ১২ কোচ করা সম্ভব হয়নি। তার কারণ, বেশ কিছু জায়গাতে প্লাটফর্ম দৈর্ঘের পরিবর্তন করা দরকার। তবে শুধু প্লাটফর্ম দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন করলেই তো হয়না, এর সঙ্গে রয়েছে আনুষঙ্গিক সিগন্যাল ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং অনেক ক্ষেত্রে ইয়ার্ড লেআউট-ও মডিফিকেশন করতে হয়। এটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এবং এতে ট্রাফিক ব্লকেরও প্রয়োজন হয়, কিন্তু শিয়ালদহ ডিভিশনের শহরতলীর লক্ষাধিক যাত্রী চলাচলের কথা মাথায় রেখে সবসময় রেল চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়না। তবে অফিস টাইমে, শিয়ালদহ নর্থ শাখাতেও বেশিরভাগ ১২ কোচের ই.এম.ইউ. লোকাল চালানো হয়। শিয়ালদহ সাউথ শাখায় আপ ও ডাউন মিলিয়ে ১৩৪ জো।। ই.এম.ইউ ট্রেনের মধ্যে ১৩২ জো।াই ১২ কোচ ই.এম.ইউ। কিন্তু শিয়ালদহ নর্থের ক্ষেত্রে ১৮৬ টি আপ ট্রেনের মধ্যে ৮৮ টি ১২ কোচের এবং ১৮৮ টি ডাউন ট্রেনের মধ্যেও ৮৮ টি ১২ কোচের ট্রেন চলাচল করে।

এই ১২ কোচের ই.এম.ইউ. গুলোর অধিকাংশই ব্যস্ত সময়ে দেয়া হয় যাতে যাত্রীদের আরও স্বাচ্ছন্দ এনে দেওয়া যায়। শিয়ালদহ সাউথ শাখার মতো শিয়ালদহ নর্থ শাখাতেও যাতে সম্পূর্ণভাবে সমস্ত ই.এম.ইউ লোকালই ১২ কোচের করা যায়, সেজন্য বিভিন্ন স্টেশনে প্লাটফর্ম মডিফিকেশনের কাজ চলছে। তার মধ্যে শিয়ালদহ স্টেশনটি অন্যতম। এরমধ্যে শিয়ালদহে ১,২,৩ এবং ৪ নং প্লাটফর্ম যেগুলি শহরতলীর ট্রেন যাতায়াতের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, সেখানে দ্রুততার সাথে শুরু হতে চলেছে প্লাটফর্মের দৈর্ঘ্য বা।ানোর কাজ। এই কাজের জন্য মাটি খুঁ। প্লাটফর্ম নতুন করে নির্মাণ করতে হবে। বিশেষভাবে এই খোঁড়াখুঁড়ি এবং চারটি প্লাটফর্মের দৈর্ঘ্যবৃদ্ধির কাজ শুরু হতে চলেছে ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ থেকে। প্লাটফর্ম মডিফিকেশনের কাজের সময় যাত্রীদের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ, তারা যেন প্লাটফর্মের উপর দিয়ে চলার সময় লক্ষ্য রাখেন এবং আশেপাশে দেখে চলাচল করেন। সাইনেজ এবং অন্যান্য নির্দেশিকা তো থাকবেই কিন্তু যাত্রীদের নিজেদের সজাগ থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে ক্ষনিকের ভুলে কোনো আঘাতপ্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকে। শিয়ালদহ (নর্থ) এ এই ৪টি প্লাটফর্মের দৈর্ঘ্যবৃদ্ধির বিশাল কর্মকান্ড নেওয়া হচ্ছে যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে, যাতে আরও বেশি ১২ কোচের ই.এম.ইউ. চালানো সম্ভব হয়। আশা করা যায়, যাত্রীরা পূর্ব রেলের সাথে সহযোগিতা করে এই কাজটি পূর্ণভাবে সম্পন্ন হতে সহায়তা করবে। শ্রী কৌশিক মিত্র , পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানান যে, পূর্ব রেলওয়ে হাওড়া ডিভিশন এবং শিয়ালদহ সাউথ সেক্শনের মতো শিয়ালদহ নর্থেও সমস্ত ট্রেনকেই ১২ কোচের করে ফেলতে চায়, বিশেষত সকাল এবং সন্ধের ব্যস্ত সময়ে। . এই ব্যাপারে বিভিন্ন জায়গা থেকে যাত্রীদের দাবি আসছিল। যাত্রীদের এই বহুলালিত আকাঙ্খা পূর্ণ করতে পূর্ব রেল শুরু করছে শিয়ালদহ (নর্থ) স্টেশনের ৪টি প্লাটফর্মের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির কাজ। আশা করা যায় এতে আরও বেশি ১২ কোচ ই.এম.ইউ. চালিয়ে যাত্রীদের দীর্ঘলালিত আকাঙ্খা পূরণ করা সম্ভব হবে।

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে কন্যাকুমারী ও ডিব্রুগড়ের মধ্যে সুপারফাস্ট স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করার উদ্দেশ্যে কন্যাকুমারী ও ডিব্রুগড়ের মধ্যে দুটি পাক্ষিক সুপারফাস্ট স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্পেশাল ট্রেন নং. ০৬১০৩০৬১০৪ (কন্যাকুমারী - ডিব্রুগড় - কন্যাকুমারী) এবং স্পেশাল ট্রেন নং. ০৬১০৫০৬১০৬ (কন্যাকুমারী - ডিব্রুগড় - কন্যাকুমারী) সুপারফাস্ট উভয় দিক থেকে একসঙ্গে আটটি ট্রিপ করে চলবে। দক্ষিণ ভারতের দিকে যাত্রার প্রয়োজন থাকা উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীদের সুবিধার্থে এই ট্রেনগুলি চলাচল করবে।ট্রেন নং. ০৬১০৩ (কন্যাকুমারী - ডিব্রুগড়) সুপারফাস্ট স্পেশাল ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১, ১৫ ও ২৯ মার্চ, ২০২৪ তারিখে শুক্রবার ১৭২৫ঘণ্টায়কন্যাকুমারী থেকে রওনা দিয়ে সোমবারে ২০,৫০ ঘণ্টায় ডিব্রুগড় পৌঁছবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৬১০৪ (ডিব্রুগড় -কন্যাকুমারী) সুপারফাস্ট স্পেশাল ২১ফেব্রুয়ারি, ৬, ২০ মার্চ ও ৩ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে বুধবার ১৯,৫৫ ঘণ্টায় ডিব্রুগড় থেকে রওনা দিয়ে শনিবারে ২১,৫৫ঘণ্টায় ডিব্রুগড় পৌঁছবে। ট্রেনগুলিতে যাত্রীদের জন্য এসি ৩টিয়ার, এসি ৩ টিয়ার ইকোনোমি, শ্লিপার ক্লাস এবং জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস কোচথাকবে। ট্রেন নং. ০৬১০৫ (কন্যাকুমারী - ডিব্রুগড়) সুপারফাস্ট স্পেশাল ২৩ ফেব্রুয়ারি, ৮, ২২ মার্চ ও ৫ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে শুক্রবার ১৭,২৫ ঘণ্টায় কন্যাকুমারী থেকে রওনা দিয়ে সোমবারে ২০.৫০ঘণ্টায় ডিব্রুগড় পৌঁছবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৬১০৬ (ডিব্রুগড় -কন্যাকুমারী) সুপারফাস্ট স্পেশাল ২৮ফেব্রুয়ারি, ১৩, ২৭ মার্চ ও ১০ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে বুধবার ১৯৫৫ঘণ্টায়ডিব্রুগড় থেকে রওনা দিয়ে শনিবারে ২১,৫৫ ঘণ্টায় কন্যাকুমারী পৌঁছবে। ট্রেনগুলিতে যাত্রীদের জন্য এসি ২ টিয়ার, এসি ৩টিয়ার, শ্লিপার ক্লাস এবং জেনারেলসেকেন্ড ক্লাস কোচথাকবে। এই ট্রেনগুলি মরিয়নি জং, ডিমাপুর, লামডিং জং, গোয়ালপাড়া টাউন, কোকরাঝাড়, নিউ কোচবিহার, নিউজলপাইগুড়ি, মালদাটাউন, বর্ধমান জং, খড়গপুর জং, ভুবনেশ্বর, ভিজিয়ানগরম জং, বিজয়ওয়াড়া জং, নেলোর, কোয়েম্বাটোর জং.,এর্নাকুলাম টাউন এবং তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল ইত্যাদি হয়ে চলাচল করবে। এইরুটে চলাচল করা অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিংলিস্টের যাত্রীরা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে ভ্রমণের জন্য এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। এইস্পেশাল ট্রেনগুলির বিশদবিবরণ উত্তর পূর্বসীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রা করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

Name Change

I,SK SAFIK,S/O SEKH GOLAM BARI, RESIDING AT MIR-ERDANGA, P.O-VITA,P.S-DEWANDIGHI, PURBA BARDDHAMAN, PIN- 713102, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH SHOFIK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THAE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/02/2024.THAT SK SAFIK AND SEKH SHOFIK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,(Old Name) ROJINA BIBI W/o-ASADULLA HOQUE, Residing at Vill- Jhabra gain para, Post- Bara Sujapur, Ps - Kaliachak, Dist-Malda, Pin- 732206, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ROJINA BIBI To ROJINA KHATUN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ROJINA KHATUN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 13/02/2024, ROJINA KHATUN and ROJINA BIBI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) ASADUL HAQUE S/o- MOHASEN ALI, Residing at Vill- Jhabra gain para, Post- Bara Sujapur, Ps - Kaliachak, Dist-Malda, Pin- 732206, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ASADUL HAQUE To ASADULLA HOQUE (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ASADULLA HOQUE in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 13/02/2024, ASADULLA HOQUE and ASADUL HAQUE both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MD NASIHATULLAH S/o- MD TOUHID MONDALI, Residing at Vill- Panchgram, Post- Panchgram, Ps - Nabagram, Dist- Murshidabad, Pin-742181, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD NASIHATULLAH To MD NOSIHATULLAH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD NOSIHATULLAH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 13/02/2024, MD NOSIHATULLAH and MD NASIHATULLAH both are Same and one identical person.

আইআরবি ক্যাম্প থেকে অস্ত্র লুট, বরখাস্ত সাত কর্মী

ইমফল, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মণিপুরের ইমফল পূর্ব জেলার চিঙ্গারেলে অবস্থিত ৫ নম্বর ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন (আইআরবি)-এর ক্যাম্প থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট করার ঘটনায়. কর্তব্যে গাফিলতির জন্য সাতজন কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। পঞ্চম ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্টের জারিকৃত আদেশ অনুসারে পূর্ব অনুমতি না নিয়ে এই সাত কর্মীকে সদর দফতর ছেড়ে না যেতে বলা হয়েছে। আদেশে বলা হয়েছে, তিন দিন আগে ক্যাম্প থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট হওয়ার ঘটনায় ' অবহেলা' এবং দায়িত্বে অবহেলা'র জন্য এই সাত কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এদিকে মণিপুর পুলিশ জানিয়েছে, গত ১৩ ফেব্রুয়ারি চিঙ্গারেলে পঞ্চম আইআরবি ক্যাম্পে প্রবেশ করে বহু অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট করে পালিয়ে গিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। ক্যাম্প থেকে অস্ত্র লুটপাটের ঘটনায়. ছয়জনকে গ্রেফতার করে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তবে লুটের চারটি ইনসাস রাইফেল, একটি একে ঘাতক, দুটি এসএলআর ম্যাগাজিন এবং ৯ এমএম আগ্নেয়াস্ত্রের ১৬টি ছোট বাক্স উদ্ধার করা হয়েছে, জানিয়েছে পুলিশ। মণিপুরের চূড়াচাঁদ জেলায় নতুন করে সৃষ্ট সহিংসতার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। চূড়াচাঁদপুর জেলায় সাম্প্রতিক সহিংসতা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় মণিপুর সরকার জননিরাপত্তা বজায় রাখতে এবং অশান্তি প্রতিরোধের লক্ষ্যে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ ভোররাত ১,৪০ মিনিট থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। রাজ্য সরকারের গৃহ দফতরের যুগ্মসচিব ড. মায়েংবাম ভেতো সিং এক বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানিয়ে বলেছেন, টেলিকম পরিষেবাদির পাবলিক ইমার্জেন্সি বা পাবলিক সেফটি বিধিমালা, ২০১৭-এর অনুচ্ছেদ ২-এর অধীনে নেওয়া এই সিদ্ধান্ত জনসাধারণের শান্তি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, তার জন্য নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, বর্তমান অস্থিতিশীল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে এমন দাহ্য উপাদান এবং মিথ্যা গুজব ছড়ানো প্রতিরোধ করা সরকারের লক্ষ্য। স্থগিতাদেশ কার্যকর করতে কঠোর নির্দেশনার পাশাপাশি সমস্ত মোবাইল পরিষেবা প্রদানকারীকে আদেশটি মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জানান গৃহ দফতরের যুগ্মসচিব ড. মায়েংবাম ভেতো সিং। এই নিয়ে গোটা মণিপুরে জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়েছে বলে জনতে পারা গিয়েছে।

Name Change

I, Moonmoon Kuity Bag Wo Sankar Prasad Bag Ro Natshal, P.O.- Natshal, P.S.- Mahisadal, Dist. Purba Medinipur, Pin-721603, W.B., India shall henceforth be known as . I declare that Munmun Kuiti Bag and Moonmoon Kuity Bag is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-02-2024.

নাম পরিবর্তন

আমি Shyam Agarwal (পুরাতন নাম) পিতা Ram Niwas Agarwal ঠিকানা P197198, Block-A, Bangur Avenue, P.S.- Lake Town, Bidhannagar- 700055 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 15-02-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Shyam Kumar Agarwal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shyam Kumar Agarwal (নতুন নাম) ও Shyam Agarwal (পুরাতন নাম)একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Yash Kumar Agarwal (পুরাতন নাম) পিতা Shyam Kumar Agarwal ঠিকানা P197198, Block-A, Bangur Avenue, P.S.- Lake Town, Bidhannagar- 700055 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 15-02-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Yash Agarwal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Yash Agarwal (নতুন নাম) ও Yash Kumar Agarwal (পুরাতন নাম)একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি শ্রীকৃষ্ণ কান্ত দাস (old name) পিতা স্বর্গীয় মহেন্দ্র কুমার দাস ঠিকানা রবীন্দ্রপল্লি,পোস্টঅফিসঃ সন্তোষপুর, থানাঃ মহেশতলা, জেলাঃ ডায়মন্ড হারবার, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০ ১৪২, নোটারি পাবলিক আলিপুর কোর্ট Affidavit এর দ্বারা কৃষ্ণ কান্ত দাস (new name) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 104 dated 15022024। শ্রীকৃষ্ণ কান্ত দাস এবং কৃষ্ণ কান্ত দাস একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Atiar Rahman (old name) son of Abdul Muzit presently residing at Vill: Tatullapur, PO: Nimta, North 24 Parganas, West Bengal 700049, shall henceforth be known as Sk Atiar Rahaman (new name) as declared before the Notary Public Kolkata. That Atiar Rahman (old name) and Sk Atiar Rahaman (new name) both are same and identical person.

Name Change

I, (Old Name) RASHUMUDDIN S/o- SUBEDAR, Residing at Vill-Samsabad, Post- Madnabati, Ps - Bamangola, Dist- Malda, Pin-733124, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RASHUMUDDIN To RASHUMUDDIN SEKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RASHUMUDDIN SEKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 13/02/2024, RASHUMUDDIN SEKH and RASHUMUDDIN both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MASTAKIM SK S/o- MOFIJUDDIN, Residing at Vill- Mahishbathani, Post- Bakrol, Ps - Malda, Dist- Malda, Pin-732128, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MASTAKIM SK To MOSTAKIM SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MOSTAKIM SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 13/02/2024, MOSTAKIM SK and MASTAKIM SK both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) SAFIKUL HASAN BISWAS S/o- AMIR ALI BISWAS, Residing at Vill- Brindabanpur, Post- Brindabanpur, Ps - Domkal, Dist- Murshidabad, Pin- 742406, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SAFIKUL HASAN BISWAS To SHAFIQUL HASSAN BISWAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SHAFIQUL HASSAN BISWAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 13/02/2024, SHAFIQUL HASSAN BISWAS and SAFIKUL HASAN BISWAS both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) SIRAJ SK S/o-KHAIRUL HAQUE, Residing at Vill- Majhira, Post- Gobindapur, Ps - Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742405, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SIRAJ SK To SIRAJUL HAQUE (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SIRAJUL HAQUE in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 13/02/2024, SIRAJUL HAQUE and SIRAJ SK both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) SELIM SEKH S/o-SOLEMAN, Residing at Vill- Mastarpara, Post- Kaliachak, Ps - Kaliachak, Dist- Malda, Pin-732201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SELIM SEKH To MD SELIM SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD SELIM SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 13/02/2024, MD SELIM SK and SELIM SEKH both are Same and one identical person.

এক্স-রে পরিষেবা পাচ্ছেন না জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রোগীরা, অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ সঠিকভাবে এক্স-রে পরিষেবা পাচ্ছেন না জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রোগীরা। রোগী ও তাদের আত্মীয়দের অভিযোগ, মেডিক্যালের অধীনে থাকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগীদের এক্স-রে পরিষেবার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে সদর হাসপাতালে। দূর দুরান্ত এলাকা থেকে প্রতিদিন অসংখ্য রোগীর আগমন ঘটে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। যদিও রোগীর আত্মীয় পরিজনদের হাসপাতালে পরিষেবা নিতে এসে চরম হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। রোগী ও তাদের আত্মীয় পরিজনদের অভিযোগ, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এসে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে ডাক্তার দেখালেও এক্স-রে করার জন্য তাদের ছুটে যেতে হচ্ছে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে। সেখানে ডিজিটাল এক্স-রে করাতে গিয়ে প্রায় দশ কিলোমিটার যাতায়াত করতে হয় বলে অভিযোগ। ফের রিপোর্ট নিয়ে এই হাসপাতালে এসেও ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। রোগী ও তাদের আত্মীয়দের অভিযোগ, শুধুমাত্র অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল থাকলে মোবাইলে এক্স-রে প্লেটের ছবি দেওয়া হয়। সবমিলিয়ে রোগী পরিষেবার ক্ষেত্রে চরম হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। ময়নাগুড়ি ভোটপট্টি থেকে আসা আমিরুল হক নামে এক রোগী চিকিৎসা করাতে এসে বলেন, হাসপাতালে তাকে বলা হয় বড় মোবাইল থাকলেই এক্স-রে হবে। কিন্তু তার ছোট মোবাইল থাকায় জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে ছুটে আসতে হয়েছে। এভাবেই প্রতিদিন বহু মানুষকে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। হাসপাতালের এক্স-রে পরিষেবার এই সমস্যার কথা স্বীকার করেন জলপাইগুড়ি মেডিক্যালের দায়িত্ব থাকা অর্থোপেডিক সার্জেন ডাঃ দেবব্রত সোম।

শনিবার বিকেলে শান্তিনিকেতনে রাত্রিবাস মুখ্যমন্ত্রীর, প্রস্তুতি সর্বস্তরে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ শনিবার বিকেলে শান্তিনিকেতনে কপ্টারে নামছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাথমিকভাবে যতদূর জানা গেছে, শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গলে আদিবাসী সরকার ডাঙায় ফুটবল খেলার মাঠে অস্থায়ী হ্যালিপ্যাড করা হয়েছে। ওখানে কপ্টার থেকে নেমে গাড়ি করে সোজা যাবেন রাঙা বিতানে। রাত্রি বাস করবেন রাঙাবিতানে। ওইদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় তথা ফাইভম্যান কোর কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা। সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেন স্থানীয় ব্লক সভাপতি এবং পৌরসভার চেয়ারম্যান। সেখানে সমন্বয় করে চলার বার্তা দিতে পারেন তিনি। বীরভূম জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে ১০ একর জায়গার উপর প্রায় ১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে উঠছে এই পর্যটন কেন্দ্র রাঙা বিতান। যেখানে তুলে ধরা হয়েছে শান্তিনিকেতনের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে। তৈরি হয়েছে ৩২টি কটেজ। এছাড়াও থাকছে ক্যাফেটেরিয়া, ১০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, বাউল আখড়া, মুক্তমঞ্চ। সাধারণত এখানে বীরভূমের বিভিন্ন এলাকার বাউল শিল্পীদের নিয়ে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি হারিয়ে যেতে বসা নানা ধরনের লোকশিল্পকেও তুলে ধরা হয়েছে। রাত্রিবাসের পর সকালে মর্নিং ওয়াক করে আঠারো তারিখ বেলা বারোটা নাগাদ কপ্টারে করে চাঁদমারি মাঠে নামবেন। সেখানে বাহান্ন বাই পঁইত্রিশ ফুট অস্থায়ী মঞ্চ করা হয়েছে। সেখানে সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লাখনি দেউচা পাঁচামি জমিদাতাদের নিয়োগপত্র তুলে দেবেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে বিগতদিনের শিলান্যাস করা প্রকল্পের উদ্বোধন এবং বেশ কিছু সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন তিনি। এছাড়াও নতুন কিছু প্রকল্পের ঘোষণা হতে পারে। জেলা সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী কী বার্তা দেন তা শোনার জন্য মুখিয়ে আছে গোটা জেলা তথা সারা বাংলা। সেই কারণে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে জেলা জুড়ে। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে জিজ্ঞেস করা হয় বোলপুরে মুখ্যমন্ত্রীর কোনো কর্মসূচি আছে কিনা? তার উত্তরে মন্ত্রী জানান, বোলপুরে কিছু নেই। যা আছে সিউড়িতে।

৪৬ তম বর্ধমান বইমেলার উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বর্ধমান অভিযান গোষ্ঠী আয়োজিত ৪৬ তম বর্ধমান বইমেলার সূচনা হল বৃহস্পতিবার। বর্ধমান শহরের উৎসব ময়দানে আয়োজিত ওই বইমেলার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বর্ধমান দক্ষিনের বিধায়ক খোকন দাস, বর্ধমান পৌরসভার পৌরপতি পরেশ চন্দ্র সরকার, প্রধান অতিথি কবি ও বাচিক শিল্পী আরন্যক বসু, কবি মালবিকা মজুমদার, অভিযান গোষ্ঠীর সভাপতি স্বরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য, সাধারণ সম্পাদক শ্যামল চক্রবর্তী, গোয়াই গ্রামের প্রেমানন্দ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষক মির্জা আলাউদ্দিন ও প্রনোবেশ সরকার, কাউন্সিলার সন বক্সী সহ অন্যান্যরা। বর্ধমান বইমেলার সাধারণ সম্পাদক শ্যামল চক্রবর্তী ও সহ সাধারণ সম্পাদক নিরুপম চৌধুরী জানান, তারা কয়েকজন মিলে ১৯৭৯ সালে কলকাতা বইমেলা দেখে এসে বর্ধমানে বইমেলা করার পরিকল্পনা করেন। অনেকে বারন করলেও তারা ১৯৭৯ সালে ১ ফেব্রুয়ারী সরস্বতী পুজোর দিন টাউন হলের একটি কোনে মাত্র ১৪ টি স্টল নিয়ে বইমেলা শুরু করেন। কলকাতার ১৪ জন প্রকাশক এসেছিলেন এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রচুর বই বিক্রি হয়। এরপর থেকেই তারা প্রতিবছর বইমেলা আয়োজন করে আসছেন। এবছর ১৫১ টি স্টল হয়েছে। কলকাতার জনপ্রীয় প্রকাশনা সংস্থাগুলি এসেছে। বইমেলার প্রাণপুরুষ সমীরন চৌধুরী স্মৃতি 'অভিযান সাহিত্য ও সংস্কৃতি পুরস্কার' দেওয়া হবে। তাছাড়া কাটোয়ার কুমারশা রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি পরিচালিত ' প্রেমানন্দ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়' কে দেবপ্রসন্ন পুরস্কারে সম্মানিত করা হবে। প্রতিদিনই বইমেলার অনুষ্ঠান মঞ্চে থাকবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বর্ধমান বইমেলা চলবে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

ছেলেধরা সন্দেহে যাযাবরের দলকে গণপিটুনি জনতার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ছেলেধরা সন্দেহে যাযাবরের দলকে গণপিটুনি দিল ক্ষিপ্ত জনতা। অসহায় যাযাবরের দল হাতজোড় করে ক্ষমা চাইলেও ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে রেহাই মেলে নি। চড় , থাপ্পড় , কিল, ঘুসি ক্রমাগত চলতে থাকে বলে অভিযোগ । এমনকি ক্ষিপ্ত জনতার মধ্যে চিকার চেঁচামেচি করেও বলা হয় পুড়িয়ে মারার কথা। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। কিন্তু পুলিশের সামনেই যাবতীয় যাযাবরের দলকে ছেলে ধরা সন্দেহে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। শুক্রবার দুপুরে এই ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়েছে পুরাতন মালদা থানার মুচিয়া এলাকায়। পরে কয়েকশ উন্মুক্ত জনতার হাত থেকে কোনরকমে উদ্ধার করা হয় সন্দেহজনক ওই যাযাবরের দলকে। তবে এরা ওই এলাকায় কি কারণে এসেছিল, তা নিয়েও তদন্ত শুরু করেছে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুইজন মহিলা এবং কোলের এক শিশুসহ মোট পাঁচজনের যাযাবরের একটি দল মুচিয়া এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল। তাতেই কিছু গ্রামবাসীদের সন্দেহ তৈরি হয়। এরপরই গোটা এলাকায় মুহূর্তের মধ্যে রটে যায় ছেলেধরার দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকমুখে গুজব ছড়াতেই অসংখ্য মানুষ আচমকায় ওই যাযাবরের দলকে ধরে এবং বেধড়ক মারধর করে এবং একটি এলাকায় ক্লাব ঘরে বন্দি করে রাখা হয়। সেখানেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আধার কার্ড বাতিলের ঘটনায় সি এ এ আতঙ্ক জামালপুরে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আধার কার্ড বাতিলের নোটিশ কে চাঞ্চল্য ছড়ালো পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকে। ব্লকে আবুঝহাটি অঞ্চলের প্রায় শতাধিক বাসিন্দার কাছে এই চিঠি এসেছে আধার কর্তৃপক্ষ তথা UIDAI এর পক্ষ থেকে। যা নিয়ে আতঙ্কিত জামালপুরের ওই বাসিন্দারা। কারন আধার এখন প্রত্যেকের কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ডকুমেন্টস যার ১২ টি নাম্বারের সাথে ব্যাংক, রেশন কার্ড, মোবাইল নাম্বার, সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে লিঙ্ক করা থাকে। এই আধার নাম্বার বাতিল হলে খুবই সমস্যার সম্মুখীন হবেন সাধারন মানুষ। বেশ কিছুদিন ধরে ফেসবুকেও আধার নাম্বার বাতিলের নোটিশ ভাইরাল হচ্ছে যা আধার কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ভুয়ো বলে দাবী করা হচ্ছে। কিন্তু এই নোটিশই যখন চিঠির আকারে বাসিন্দাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে তখন স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্কে ভুগছে মানুষ। জানা গেছে রাঁচির কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে থাকা 'ফরেন রেজিস্ট্রেশন অফিস' যদি কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় নাগরিক না হওয়ার অভিযোগ করে, তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আধারের আঞ্চলিক অফিস যা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের জন্য রাঁচিতে রয়েছে, সেখানে গিয়ে নাগরিকত্বের প্রমাণ জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। যদি সেই ব্যক্তি না করতে পারেন, তাহলেই আধার নিষ্ক্রিয় করার প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু এই ধরনের নোটিশ চিঠির আকারে জামালপুরের বাসিন্দাদের হাতে পৌঁছানোয় স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্কে ভুগছেন ব্লকের শতাধিক মানুষ। জামালপুরের তৃণমূল বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি এই বিষয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে জানিয়েছেন, নোটবন্দী, সিএএ, এনআরসি, আধারের সাথে ব্যাঙ্ক, রেশন কার্ড, গ্যাস সংযুক্তিকরণ এই সবের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখতে চেয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। লোকসভার আগে কেন্দ্রের ভ্রান্ত নীতিগুলি থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে ফের এই ধরনের চক্রান্ত শুরু করেছে বিজেপি। সারা দেশে সাম্প্রদায়িকতার আবহ সৃষ্টি করে দেশে পরিকল্পিতভাবে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। অলোকবাবু আরও জানিয়েছেন, এই আধার বাতিলের এই নোটিশগুলি তারা দেখেছেন। খোঁজখবর নিচ্ছেন। সিএএ চালু করার এটাই প্রথম পদক্ষেপ বলেও অনুমান করছেন বিধায়ক। প্রদেশ কংগ্রেস নেতা গৌরব সমাদ্দার বলেন, আগামী ২০২৪ নির্বাচনে হেরে যাওয়ার ভয় পাচ্ছে বিজেপি সহ নরেন্দ্র মোদীরা। তাই ঘুর পথে আধার- কার্ড বাতিল করিয়ে সাধারণ মানুষ কে ভীতসন্ত্রস্ত করতে চাইছে নরেন্দ্র মোদী। সাধারণ মানুষের আধার-কার্ডে তথ্য মজুত রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, সেই তথ্য হ্যাকারদের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সুরক্ষিত জায়গায় থেকে দেশের সাধারণ মানুষের তথ্য হ্যাকারদের কাছে পৌঁছাছে, তার উত্তর চায় কংগ্রেস। কংগ্রেস সরকার চেয়ে ছিলো দেশের সাধারণ মানুষের একটা ইউনিক কোর্ড তৈরী করতে, কংগ্রেসের সেই স্বপ্নটা নষ্ট করেছে বিজেপি বলে অভিযোগ গৌরববাবুর। এদিকে কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক মানিক রায় বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেই দিয়েছেন সি.এ.এ লাগু হচ্ছে। জামালপুর ব্লকে যাদের আঁধার-কার্ড বাতিলের নোটিশ পেয়েছেন, নিশ্চয়ই তারা ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য যথাযথ নথিপত্র দেখাতে পারেনি তাই তারা নোটিশ পেয়েছেন। তাদের কাছে যখন সঠিক তথ্য নাই, তখন তারা নতুন করে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করবে। এতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নাই। মানিকবাবু আরো দাবী করেন, ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী বসবাস করছে এবং তাদের ভোটার কার্ড তৈরী করে দিয়ে ভোট ব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করছে বর্তমান রাজ্য সরকার। সেই জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছে।

পরীক্ষার প্রথম দিনই পরীক্ষা কেন্দ্র বিভ্রাটে দুর্ভোগে পড়তে হল পরীক্ষার্থীদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনে পরীক্ষা কেন্দ্র বিভ্রাটে দুর্ভোগে পড়তে হলো পরীক্ষার্থীদের। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা এলাকায় । নির্দিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রের বদলে অন্য একটি স্কুলের নাম উল্লেখ করায় পুরাতন মালদার মাধাইপুর এলাকার পরীক্ষার্থীদের মধ্যে গোলমাল বেধে যায় বলে অভিযোগ । একটি স্কুল কর্তৃপক্ষের ভুলের জন্য পরীক্ষার্থীদের হয়রানির মুখে পড়ে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে চরম অসন্তোষ সৃষ্টি হয় মাধাইপুর এআর হাইস্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। এই ভুলের কারণে পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা পুরো বিষয়টি নিয়ে তারা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পুরাতন মালদার ব্লকের মাধাইপুর এআর হাইস্কুলে এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়েছে মঙ্গলবাড়ী ওসমানিয়া হাইস্কুলে। কিন্তু পরীক্ষার্থীদের তাদের স্কুল থেকে জানানো হয়, সিট নাকি পড়েছে মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্দ্রমোহন হাইস্কুলে। ফলে এদিন বাড়ি থেকে পরীক্ষার্থীরা তাড়াতাড়ি বেড়িয়েই মুচিয়া চন্দ্রমোহন হাইস্কুলে চলে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখে যে ওই স্কুলে তাদের কোন সিট পড়ে নি। পরে জানতে পারে তাদের সিট ওই স্কুল থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে মঙ্গলবাড়ী ওসমানিয়া হাইস্কুলে পড়েছে। এরপরই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেক পরীক্ষার্থীরা গাড়ি ভাড়া করে আবার কেউ বাসে চেপে সেই পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছায়। পরীক্ষা শুরু হওয়ার শেষ মুহূর্তেই পরীক্ষার্থীদের পৌঁছাতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। আর এই ঘটনায় মাধাইপুর এআর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে। অভিভাবকদের অভিযোগ, প্রথম থেকেই মাধাইপুর এআর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পরীক্ষার্থীদের বলেছিল তাদের সিট নাকি পড়েছে মুচিয়া চন্দ্রমোহন হাইস্কুলে। এদিন পরীক্ষার শুরুর আগে পরীক্ষার্থীরা গিয়ে দেখে সেখানে তাদের কোন সিট পড়ে নি। সেখান থেকে অন্তত ৫ কিলোমিটার দূরে মঙ্গলবাড়ী ওসমানিয়া হাইস্কুলে সিট পড়েছে। এই ভুল মাধাইপুর এআর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের। পুরো বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। যদিও এই প্রসঙ্গে মাধাইপুর এআর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রতাপ বিশ্বাস কোন মন্তব্য করেননি।

আবার ২৯টি চিতল হরিণ ছাড়া হলো রাজাভাতখাওয়া জঙ্গলে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বাঘেদের খাদ্য ভান্ডার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে শুক্রবার ২৯ টি চিতল হরিণ ছাড়া হলো বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের রাজাভাতখাওয়া জঙ্গলে। এই হরিণ গুলিকে বেথুয়াদাহারী ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি থেকে বক্সায় নিয়ে আসা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডিএফডি পারভিন কাসওয়ান। এই নিয়ে ধাপে ধাপে বক্সার জঙ্গলে গত তিন বছরে প্রায় কয়েকশো চিতল হরিণ ছাড়া হলো। বক্সার জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে সম্বর ও বার্কিং ডিয়ার থাকলেও, বাঘেদের খাদ্য তালিকার অতিপ্রিয় চিতল হরিণের বসতি কম ছিল বক্সায়। স্বাভাবিক কারনেই ওই ঘাটতি মেটাতে রাজ্যের বিভিন্ন অভয়ারণ্য থেকে বক্সার জঙ্গলে চিতল হরিণ নিয়ে আসার পরিকল্পনা নেয় বনদপ্তর। সম্প্রতি ৫২টি চিতল হরিন বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ছাড়া হয়েছিল। শুক্রবার পুনরায় বনদপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের রাজাভাতখাওয়া জঙ্গলের কোর এলাকাতে ২৯ টি হরিণ ছাড়া হলো।

Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity
MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 28-PS/2023-24 dt: 07/02/2024, E-Tender ID: 2024_ZPHD_663207_1 to 2024_ZPHD_663207_8. NIT No: 29-PS/2023-24 dt: 07/02/2024. E-Tender ID: 2024_ZPHD_663218_1 to 2024_ZPHD_663218_8. NIT No. 30-PS/2023-24 dt: 07/02/2024. E-Tender ID: 2024_ZPHD_663244_1. NIT No: 31-PS/2023-24 dt: 08/02/2024. E-Tender ID: 2024_ZPHD_664127_1 to 2024_ZPHD_664127_2. NIT No. 32-PS/2023-24 dt: 16/02/2024. E-Tender ID: 2024_ZPHD_668307_1. NIT No: 15-BDO/2023-24 dt: 15/02/2024. E-Tender ID: 2024_ZPHD_667664_1**. For details Pl. contact the Office of the Executive Officer, Chanditala-I Panchayat Samity, Mashat, Hooghly. Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity

Office of The Matgoda Gram Panchayat
(Under Raipur P.S)
Matgoda, Bankura

eNit Memo-130, 16/02/2024 and 131, 16/02/2024, Tenderer No- 13/MatGP/2023-24 & 14/MatGP/2023-24, Pradhan, Matgoda G.P. invites E- tenders from experienced bidders for execution of 6 nos. of works under 5 th SFC (23-24). Last date of application 26/02/2024(12pm). For more details visit https://wbtenders.gov.in and the office of Matgoda GP, Block-Raipur, Dist- Bankura(W.B.)

Sd/- Pradhan
Matgoda Gram Panchayat

CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e-N.I.T. No.- WBMAD/DKM/CP/e-NIT-208/2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-210/2023-24 & WBMAD/DKM/CP/e-NIT-216/2023-24. Bid submission closing date (online)-23/02/2024 instead of 16/02/2024 and Bid submission opening date (online)-27/02/2024 instead of 20/02/2024. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৪/০৭ তারিখ ১৬.০২.২০২৪। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, সদর দপ্তর কার্যালয় (৫ম তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-তে আপলোড হওয়া নিম্নলিখিত সামগ্রীগুলির জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সকল টেন্ডার দুপুর ২টোয় বন্ধ হবে। **ক্র.নং ১, টেন্ডার নং : ওই২৩৫৪৮৬। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : ডায়নামিক হুইল ব্যালেন্সিং মেশিন সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ, চালুকরণ ও প্রুভিং। **পরিমাণ : ০১ সেট। খোলার তারিখ : ০৮.০৩.২০২৪। ক্র.নং ২ টেন্ডার নং : ৪৫২৪৩১৮৫। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : ডিজেল লোকো ইঞ্জিনের জন্য স্বল্প রক্ষণাবেক্ষণের লেড অ্যাসিড ব্যাটারি ইত্যাদি। **পরিমাণ:** ২৬৬টি। **খোলার তারিখ :** ০৮.০৩.২০২৪। **ক্র.নং ৩, টেন্ডার নং : ৮৩২৩৩৪৫৪। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : এটিভিএম টিকিটের জন্য থার্মাল কাগজ। **পরিমাণ:** ৩৪০০০ রোল। **খোলার তারিখ :** ০৬.০৩.২০২৪। **ক্র.নং ৪, টেন্ডার নং : ৩৩২৩৩০৬০ডি। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : ফ্লেক্স বল কেবল সম্পূর্ণ সেট। **পরিমাণ:** ৩০টি। **খোলার তারিখ :** ০১.০৩.২০২৪। **ক্র.নং ৫, টেন্ডার নং : ৩৩২৩৫০১৮। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : স্পিড সেন্সর ব্যতীত রেট্রো ফিটমেন্ট কিট। **পরিমাণ:** ৫০ সেট। **খোলার তারিখ :** ০৮.০৩.২০২৪। **ক্র.নং ৬, টেন্ডার নং : ৩১২৪৩৪০১। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : সেমি-পার্মানেন্ট কাপলার। **পরিমাণ:** ১০৫টি। **খোলার তারিখ :** ১১.০৩.২০২৪। **ক্র.নং ৭, টেন্ডার নং : ৩৮২৩৫০০২বি। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : বিওএক্সএনএস ওয়াগনের জন্য লাইট ওয়েট লো হাইট ২৫টী অ্যাক্সল লোড (এলডব্লুএলএইচ২৫) বোগি অ্যাসেম্বলি সম্পূর্ণ। **পরিমাণ:** ১৭০ সেট। **খোলার তারিখ :** ০৪.০৩.২০২৪। **ক্র.নং ৮, টেন্ডার নং : আইএইচ২৩৬০৪৩এ। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : সি-আর্ম ফ্লুরোস্কোপ। **পরিমাণ:** ০১ সেট। **খোলার তারিখ:** ০৪.০৩.২০২৪। **ক্র.নং ৯, টেন্ডার নং : আইজি২৪৫১৪০। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : স্পেসিফিকেশন নং টিএম/এসএম-৩২৩ অনুযায়ী রেল প্রোফাইল মাপার উপকরণ (মিনি প্রফ) পাঁচ বছরের সিএএমসি সহ। **পরিমাণ:** ০২টি। **খোলার তারিখ :** ২৬.০২.২০২৪। **ক্র.নং ১০, টেন্ডার নং : এডি২৩৫৪২৫সি। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : (i) স্টেনলেস স্টিল-৩০৪ গ্রেড ডিস্ট্রিবিউশন বক্স অ্যানেক্সার-এ অনুযায়ী, (ii) স্টেনলেস স্টিল-৩০৪ গ্রেড ডিস্ট্রিবিউশন বক্স অ্যানেক্সার-এ অনুযায়ী। **পরিমাণ:** (i) ৮৫টি, (ii) ১২৫টি। **খোলার তারিখ :** ০৪.০৩.২০২৪। **ক্র.নং ১১, টেন্ডার নং : আইজি২৩৬৩৩৩এ। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : উপকরণ সহ আইপি সল্যুশনের মোবাইল রেডিও ব্যবস্থা সরবরাহ ও পরিবহন। **পরিমাণ:** ০৩ সেট। **খোলার তারিখ :** ১১.০৩.২০২৪। **ইএমডি:** ৮৪,০০০ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য), ৩,৫৬,৭৭০ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য), ১,১২,৩৪০ টাকা (ক্র.নং ৩-এর জন্য), ১,৫২,২২০ টাকা (ক্র.নং ৪-এর জন্য), ২,০৩,৫৫০ টাকা (ক্র.নং ৫-এর জন্য), ১,৮৫,৩২০ টাকা (ক্র.নং ৬-এর জন্য), ১২,৫৯,৫৮০ টাকা (ক্র.নং ৭-এর জন্য), ৫৩,০০০ টাকা (ক্র.নং ৮-এর জন্য), ১,০২,২৩০ টাকা (ক্র.নং ৯-এর জন্য), ৮৬,৬১০ টাকা (ক্র.নং ১০-এর জন্য) ও ৫৮,৬০০ টাকা (ক্র.নং ১১-এর জন্য)। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ইচ্ছুক টেন্ডারদাতারা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার কোনভাবেই গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য :** সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে এবং পরবর্তী কোনও সংশোধনীর জন্য সম্ভাব্য দরদাতারা নিয়মিতভাবে **www.ireps.gov.in** দেখুন। **(PR-1142)**

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস, নিউ কমপ্লেক্স বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ হাওড়া ডিভিসনে **০৫ বছর সময়কালের জন্য ডি, ই ও এফ ক্যাটিগরি স্টেশনে জেনারেল মাইনর ইউনিটগুলিতে (জিএমইউ) এবং এ, বি, সি ডি, ই ও এফ ক্যাটিগরি স্টেশনে স্পেশাল মাইনটর ইউনিটগুলিতে (এসএমইউ) ক্যাটারিং পরিষেবার বন্দোবস্তের জন্য** ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত জানতে ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে **www.ireps.gov.in** দেখুন। অকশনের বিবরণঃ **অকশন ক্যাটালগ নংঃ সিএটিজি-জিএমইউ-এসএমইউ-১১। ক্রমিক নং; এসইকিউ নং; লট নং/ক্যাটিগরি ও বন্ধের তারিখ/সময়** নিম্নরূপঃ ১; এএ/১; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এমআরআর-জিএমইউ-৪-২২-১** [(ক্যাটারিং- জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ সকাল ১০.৩০ মিনিট। ২; এএ/২; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-পিএনই-জিএমইউ-১২-২২-১** [(ক্যাটারিং- জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ সকাল ১০.৪০ মিনিট। ৩; এএ/৩; **সিএটিজি- এইচডব্লুএইচ-এজেডে-জিএমইউ-৭৪-২৪-১** [(ক্যাটারিং- জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ সকাল ১০.৫০ মিনিট। ৪; এএ/৪; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিএইচএলই- জিএমইউ-১০-২২-১** [(ক্যাটারিং- জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ সকাল ১১টা। ৫; এএ/৫; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এমএলভি-জিএমইউ-২-২২-১** [(ক্যাটারিং- জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ সকাল ১১.১০ মিনিট। ৬; এএ/৬; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিআইটি-জিএমইউ-৮-২২-১** [(ক্যাটারিং- জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ সকাল ১১.২০ মিনিট। ৭; এএ/৭; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিবিবি-জিএমইউ-৪৭-২২-১** [(ক্যাটারিং- জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ সকাল ১১.৩০ মিনিট। ৮; এএ/৮; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেএলপি-জিএমইউ-৪৬-২২-২** [(ক্যাটারিং- জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ সকাল ১১.৪০ মিনিট। ৯; এএ/৯; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এসডিআই-জিএমইউ-৩-২২-৩** [(ক্যাটারিং- জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ সকাল ১১.৫০ মিনিট। ১০; এএ/১০; **সিএটিজি- এইচডব্লুএইচ-সিডব্লুএলই-জিএমইউ-৯-২২-১** [(ক্যাটারিং- জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ দুপুর ১২টা। ১১; এএ/১১; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেজিএলই-জিএমইউ- ৭৩-২৪-১** [(ক্যাটারিং- জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ দুপুর ১২.১০ মিনিট। ১২; এএ/১২; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেএএন-জিএমইউ-১১-২২-১** [(ক্যাটারিং- জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ দুপুর ১২.২০ মিনিট। ১৩; এএ/১৩; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এলসিএই-জিএমইউ-৫২-২২-১** [(ক্যাটারিং- জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। ১৪; এবি/১; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিওআই-এসএমইউ-৪৩-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ দুপুর ১২.৪০ মিনিট। ১৫; এবি/২; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিওয়াইএই-এসএমইউ-২৫-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ দুপুর ১২.৫০ মিনিট। ১৬; এবি/৩; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিজিএলই-এসএমইউ-২২-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ দুপুর ১টা। ১৭; এবি/৪; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এসএইচবিসি-এসএমইউ-৫১-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ দুপুর ১.১০ মিনিট। ১৮; এবি/৫; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এনজিএফ-এসএমইউ-৪৫-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ দুপুর ১.২০ মিনিট। ১৯; এবি/৬; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জেএইচবিএন-এসএমইউ-১৫-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ দুপুর ১.৩০ মিনিট। ২০; এবি/৭; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এমজিএই-এসএমইউ-১৮-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ দুপুর ১.৪০ মিনিট। ২১; এবি/৮; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিপিএস-এসএমইউ-১৩-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ দুপুর ১.৫০ মিনিট। ২২; এবি/৯; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিআরপি-এসএমইউ-৩৪-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ দুপুর ২টা। ২৩; এবি/১০; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিএলও-এসএমইউ-৩৭-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ দুপুর ২.১০ মিনিট। ২৪; এবি/১১; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিপিএই-এসএমইউ-৪৯-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ দুপুর ২.২০ মিনিট। ২৫; এবি/১২; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-পিকেআর-এসএমইউ-৪৮-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ দুপুর ২.৩০ মিনিট। ২৬; এবি/১৩; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেএনএসএন-এসএমইউ-২৩-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ দুপুর ২.৪০ মিনিট। ২৭; এবি/১৪; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিডিএইচ-এসএমইউ-২০-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ দুপুর ২.৫০ মিনিট। ২৮; এবি/১৫; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিকিউওয়াই-এসএমইউ-৪২-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ দুপুর ৩টা। ২৯; এবি/১৬; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-ডিবিপি-এসএমইউ-৩৩-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ দুপুর ৩.১০ মিনিট। ৩০; এবি/১৭; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-সিটিআর-এসএমইউ-২১-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ দুপুর ৩.২০ মিনিট। ৩১; এবি/১৮; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিএসএই-এসএমইউ-৪১-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। ৩২; এবি/১৯; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-এসএমইউ-২৮-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ দুপুর ৩.৪০ মিনিট। ৩৩; এবি/২০; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজিআরএ-এসএমইউ-৩৯-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ দুপুর ৩.৫০ মিনিট। ৩৪; এবি/২১; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এনকেএল-এসএমইউ- ৩৬-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ বিকাল ৪টা। ৩৫; এবি/২২; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেপিএলই-এসএমইউ-২৪-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ বিকাল ৪.১০ মিনিট। ৩৬; এবি/২৩; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এসিএলই-এসএমইউ-১৯-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ বিকাল ৪.২০ মিনিট। ৩৭; এবি/২৪; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-আরসিডি-এসএমইউ-২৬-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ বিকাল ৪.৩০ মিনিট। ৩৮; এবি/২৫; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএলই-এসএমইউ-১৭-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ বিকাল ৪.৪০ মিনিট। ৩৯; এবি/২৬; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএল-এসএমইউ-৫০-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ বিকাল ৪.৫০ মিনিট। ৪০; এবি/২৭; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিবিএই-এসএমইউ-৪০-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ বিকাল ৫টা। ৪১; এবি/২৮; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজিএফ-এসএমইউ-৩৮-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ বিকাল ৫.১০ মিনিট। ৪২; এবি/২৯; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এলএপি-এসএমইউ-২৭-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ বিকাল ৫.২০ মিনিট। ৪৩; এবি/৩০; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিএইচপি-এসএমইউ-২৯-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ বিকাল ৫.৩০ মিনিট। ৪৪; এবি/৩১; **সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিএমএএন-এসএমইউ-৪৪-২২-১** [(ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)] ও ২৭.০২.২০২৪ বিকাল ৫.৪০ মিনিট। **ইউনিট প্রতি দরঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি (সকলের জন্য)। **দিন প্রতি ট্রিপঃ** ১৮২৬ (সকলের জন্য)। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%)ঃ** ০.২ (সকলের জন্য)। **ইএমডিঃ** ৫% (সকলের জন্য)। **আবশ্যিক টার্নওভারঃ** ০ (সকলের জন্য)। (HWH-496/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

ntc industries limited
CIN : L70109WB1991PLC053562
Regd.Office: 149, B.T. Road, Kamarhati, Kolkata-700 058, Ph: +91 7595046813,
e-mail id: investors@ntcind.com, Website: www.ntcind.com

পোস্টাল ব্যালট সংক্রান্ত তথ্য

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে ধারা ১০৮, ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এবং কোম্পানির ২০ এবং ২২ বিধির বিধান, যদি থাকে (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪, সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, সহ পঠিত ২২/২০২০, ৩৩/২০২০, ৩৯/২০২০, ১০/২০২১, ২০/২০২১, ৩২/০২২, ১১/২০২২, ০৯/২০২৩ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ১৫ জুন, ২০২০, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ২৩ জুন, ২০২১, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং অন্যান্য এই বিষয়ে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলার, ভারতের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ডের রেগুলেশন ৪৪-এর সাথে সম্মতিতে, ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া ('SS-2') দ্বারা জারি করা সাধারণ সভার সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস তালিকার বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ('লিস্টিং রেগুলেশন') এবং আইনের অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, এর অধীনে জারি করা নিয়ম, সার্কুলার এবং বিজ্ঞপ্তি (আপাতত বলবৎ থাকা এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত কোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা পুনঃপ্রণয়ন সহ) কোম্পানি হবে পোস্টাল ব্যালট নোটিশে ('নোটিস') বিস্তারিতভাবে সেট করা নিম্নলিখিত ব্যবসাগুলির জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে পাস করার প্রস্তাবিত শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন চাওয়াঃ

১.	মিঃ অভিজিত মাইতি (DIN:10456050) কে কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ করা
২.	মিঃ শরদ কুমার বাছাওয়াত (DIN: 05161130) কে কোম্পানির একজন স্বাধীন পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করা।
৩.	মিঃ পল্লব ভদ্র (DIN:10456082) কে কোম্পানির একজন স্বাধীন পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করা।
৪.	মিঃ বিনোদ কুমার আঁচলিয়া (DIN:10480259) কে কোম্পানির একজন স্বাধীন পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করা।
৫.	শেয়ার অদলবদল পদ্ধতির ভিত্তিতে অগ্রাধিকারমূলক বরাদ্দের ভিত্তিতে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার বিবেচনা করা এবং ইস্যু করা।

অধিকন্তু, উপরোক্ত বিষয়গুলি মেনে পোস্টাল ব্যালটের নোটিশ শুধুমাত্র ইলেকট্রনিকের মাধ্যমে পাঠানো হবে সেই সদস্যদের জন্য মোড যাদের ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (গুলি) নিবন্ধক এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') কোম্পানিতে নিবন্ধিত। সদস্যদের সম্মতি বা ভিন্নমতের যোগাযোগ শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে সঞ্চালিত হবে। নোটিশে উল্লিখিত হিসাবে সদস্যদের তাদের ভোট দেওয়ার আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর নির্দেশাবলী সাবধানে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং ডাক প্রিপেইড স্ব-ঠিকানাকৃত ব্যবসায়িক উত্তর খামের সাথে নোটিশের প্রকৃত কপি সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে না। সদস্যরা লক্ষ্য করতে পারেন যে বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ntcind.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে, অর্থাৎ, BSE https://www.bseindia-এ www.cse-india.com www.com এবং CSE-এর।

কোম্পানিটি শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের সেবা গ্রহণ করেছে। কোম্পানি রিমোট প্রদান করছে ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') আইনের ১০৮ ধারার বিধান অনুসারে, এর সমস্ত সদস্যদের জন্য যারা তাদের ভোট দেওয়ার জন্য কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ তারিখে শেয়ার ধারণ করে ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে নোটিশে নির্ধারিত সমস্ত রেজুলেশনের উপর। রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি ফিজিক্যাল মোডে, ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের জন্য এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।

ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন / আপডেট করার পদ্ধতি ঃ

প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্য যারা কোম্পানি/ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) / RTA-তে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি এবং/ অথবা লগইন বিশদ পেতে পারেন পোস্টাল ব্যালট, নিম্নলিখিত নথির স্ক্যান কপি ইমেলের মাধ্যমে investors@ntcind.com বা nichetechpl@nichetechpl.com-এ পাঠিয়েঃ

ক. আপনার নাম, ফোলিও নম্বর এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করে একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র
খ. প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি এবং
গ. কোম্পানিতে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে যেকোনো নথির (যেমন আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, নির্বাচনী পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট) স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি।

ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা, যারা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধিত / আপডেট করেননি, তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধন / আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাদের কাছে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট গুলি বজায় রাখে। দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার লগইন প্রমাণপত্র শেয়ারহোল্ডারদের ইমেলের মাধ্যমে উপলব্ধ করা হবে।

কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা কল করুন টোল ফ্রি নম্বরেঃ ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ অথবা evoting@nsdl.co.in-এ সিনিয়র ম্যানেজার মিসেস পল্লবী মাত্রেকে একটি অনুরোধ পাঠান।

এনটিসি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে,
স্বা / -
অনুশ্রী চৌধুরীন্ডকোম্পানি সচিব
সম্মতি কর্মকর্তা

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Ex. Engineer (LTG)/CRM, KMC** invites tender online, two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/CRR/LTG/24/23-24
Name of work : **Necessary renovation works of the damaged electric cremation furnace no. 1 with allied works at Cossipore Mahasmashan**. Estimate Amount: **Rs. 1,71,297.00**. Earnest Money: **Rs. 3,500.00**. Period of Completion: **08 Days**. Last date and time of submission of bid: **22.02.2024** at **2 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **15.02.2024** at **6 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Ex. Engineer (E)/LTG/Z-1/Br-II, KMC** invites E-tender online percentage bid system for the following work:
NIT No. : LTG/347/INST/BR-II/Z-I/23-24
Name of the work : **Electrical wiring and power arrangements of Newcontructed Satellite Centre in Ward No.-15**. Estimated Amount: **Rs. 4,88,953.23**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date of submission of bid: **28.02.2024** at **12 noon**. The bid forms and other details are available on & from **16.02.2024** at **12 noon** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC** invites online percentage rate tender in two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/115/2023-24, Dated : 16.02.2024
Name of the work : **Making wooden computer table, rack and other necessary works at room no. 227 for BRS & WBUES Processing Unit at 2nd Floor of CMO Building.** Estimated Cost (Including G.S.T. & L.W.C): **Rs. 1,54,475.00**. Earnest Money: **Rs. 3,100.00**. Period of Completion: **15 Days**.
2. NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/116/2023-24, Dated : 16.02.2024
Name of the work : **Making aluminium partition for two officers chamber with laying vinyl floor mat for officers chamber at Newly Constructed Thika Office at Ground & First Floor of CMO Buildings.** Estimated Cost (Including G.S.T. & L.W.C): **Rs. 1,62,088.00**. Earnest Money: **Rs. 3,300.00**. Period of Completion: **3 Days**. Last date and time of submission of bid: **29.02.2024** at **11 a.m**. (for sl. no. 1 & 2). The bid form and other details are available on and from **20.02.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following works:
1. NIT No. : KMC/WS/W77-42/T-63/23-24
Name of work : **Maintenance of existing service main to restore the F.W./U.F.W. supply as damaged by the drainage work near 82A/H/5 Dr. Sudhir Bose Road in Ward-77**. Estimated Amount : **Rs. 2,46,141.00**. Earnest Money: **Rs. 4,950.00**. Period of Completion: **15 Days**.
2. NIT No. : KMC/WS/W78-25/T-62/23-24
Name of work : **Jacketing of the damaged portion of existing 300MM Dia F.W. reserved main near 16 Ekbalpur Lane in Ward-78**. Estimated Amount : **Rs. 1,96,687.00**. Earnest Money: **Rs. 3,950.00**. Period of Completion: **05 Days**. Last date of receipt/opening of tender (online): **27.02.2024** at **11 a.m. / 29.02.2024** at **11 a.m.** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer, Water Supply/(N), KMC** invites tender online in two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/WS/N/23-24/27/103
Name of work : **Development of U.F.W supply at different bustees in Ward No.-27**. Estimated Cost : **Rs. 3,44,228.00**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00**.
2. NIT No. : KMC/WS/N/23-24/23/104
Name of work : **Improvement of filter water supply at Roy Lane in Ward No.-23**. Estimated Cost : **Rs. 1,57,703.00**. Earnest Money: **Rs. 3,200.00**. Last date and time of submission of bid: **05.03.2024** up to **9 a.m.** (for sl. no. 1 & 2). The tender will be opened on: **07.03.2024** up to **9 a.m.** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **23.02.2024** after **2 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 & 2).

CANCELLATION

Due to Administrative reason the said **NIT- KMC/EE-111/034/FLOWER/23-24** published in this Newspaper **(Key No. 1411/23-24)** on **08.02.2024** of **Engg(C), Br-III Department (Sl. No. 1)** is hereby cancelled.

1451/23-24

জিমন্যাস্টিক্স বিশ্বকাপের ভল্ট ফাইনালে দীপা-প্রণতি

কায়রো, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ লক্ষ্য প্যারিস অলিম্পিকের টিকিট। কায়রোতে চলতি জিমন্যাস্টিক্স বিশ্বকাপের ফাইনালে অংশ নিয়েছেন ভারতের তারকা জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার এবং প্রণতি নায়েক। দুই ভারতীয় মহিলা জিমন্যাস্ট ভল্ট ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে ত্রিপুরার মেয়ে ১৩.৪৪৯ পয়েন্ট পেয়েছেন। তিনি কোয়ালিফিকেশন রাউন্ড শেষ করেছেন তিন নম্বরে। আর ঝাড়গ্রামের প্রণতির পয়েন্ট ১৩.১৬৬। তিনি সাত নম্বরে শেষ করেছেন। এ বার দু'জন নামবেন ফাইনালে। কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে প্রথম আটে শেষ করা অ্যাথলিটরা ফাইনালের টিকিট পায়। দীপা কর্মকার এবং প্রণতি নায়েক জিমন্যাস্টিক্স বিশ্বকাপের ভল্ট ফাইনালে ওঠার পর স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ তাঁদের শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। ৩০ বছর বয়সী দীপা জানুয়ারিতে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের মঞ্চে ফিরেছিলেন। সেখানে তিনি অল রাউন্ড ইভেন্টে সোনা জিতেছিলেন এবং ভল্ট ও আনইভেন বারে রুপো পেয়েছিলেন। ডোপ টেস্টে ফেল করে ২১ মাস নির্বাসিত ছিলেন দীপা কর্মকার। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে তাঁর নির্বাসন উঠেছিল। তিনি হানঝাউ এশিয়ান গেমসে পারফর্ম করতে পারেননি। কারণ তিনি সিলেকশন ট্রায়ালে অংশ নিতে পারেননি। রিও অলিম্পিকে চতুর্থ হওয়া দীপা এ বার প্যারিসে অলিম্পিকে ফের দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছেন। ঠিক একই লক্ষ্য প্রণতি নায়েকেরও। এর আগে প্রণতি জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ভল্টে সোনা জিতেছেন এবং ব্যালেন্স বিমে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন।

মুকেশ-সুরজে শেষ বিহার মনোজ শো দেখতে চাইছে ইডেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ জোড়া হারের ধাক্কা সামলে এ বার রঞ্জি ট্রফিতে ঘরের মাঠে বিহারের বিরুদ্ধে নেমেছে বাংলা। ইডেন গার্ডেন্সে টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত বেছে নেন বাংলার অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি। বিদায়ী ম্যাচে দলকে জেতাতে চান মনোজ। কাগজে কলমে অনেকটা পিছিয়ে থাকা বিহারের বিরুদ্ধে বাংলার বোলারদের যে দাপট দেখা যাবে তেমনটা আশা করা হচ্ছিল। ম্যাচেও হল তাই। বাংলার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচের জন্য ভারতীয় সিনিয়র টিম থেকে মুকেশ কুমারকে রিলিজ করা হয়েছিল। সেই মুকেশ এবং সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালদের দাপটে বিহারের ব্যাটাররা নাকানিচোবানি খেলেন। বাংলার একাদশে আজ এসেছেন মহম্মদ কাইফ, মুকেশ কুমার এবং শাকির হাবিব গান্ধী। শুক্র সকালে দ্বিতীয় ওভারে বিহারের ওপেনিং জুটি ভাঙেন এ বারের রঞ্জিতে বাংলার হয়ে ডেবিউ করা সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল। মাত্র ১ রানে তিনি ফেরান পীযুষ কুমার সিংকে। এরপর দ্বিতীয় উইকেটে ঋষভ ও মনোহর জুটিতে তোলেন ১৪ রান। এই জুটিকে জমতে দেননি মহম্মদ সামির ভাই মহম্মদ কাইফ। মনোহর (৮) এর উইকেট তুলে নেন কাইফ। এরপর বিহারের উইকেটকিপার ব্যাটার বিপিন সৌরভকে ফেরান পেসার মুকেশ কুমার। তারপর ঋষভ ও গনির উইকেটও ঝুলিতে ভরেন মুকেশ। ইডেনে বাংলা-বিহারের প্রথম দিনের খেলায় লাঞ্চ বিরতি অবধি ৫ উইকেট হারিয়ে ৫৪ রান তুলেছিলেন প্রতাপরা। লাঞ্চ বিরতির পর ৪১ রান তুলে বাকি ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে বিহার। মোট ৪টি করে উইকেট নিয়েছেন সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল ও মুকেশ কুমার। এবং ১টি উইকেট মহম্মদ কাইফের। ৪৬.৪ ওভার খেলে ৯৫ রান তুলে অল আউট হয়ে যায় বিহার। এ বার ইডেন মনোজ শো দেখার অপেক্ষায় রয়েছে। শেষ রঞ্জি ম্যাচে মনোজের ব্যাটে একটা ঝকঝকে সেঞ্চুরি আসুক, তাই চাইছেন বাংলার অনুরাগীরা। ২০২৩ সালে ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মনোজ তিওয়ারি। এরপর বাংলা ক্রিকেট সংস্থার কর্তাদের অনুরোধে তিনি সিদ্ধান্ত বদলেছিলেন। তারপর তাঁর নেতৃত্বে গত বারের রঞ্জি ট্রফির ফাইনালেও উঠেছিল বাংলা। আর ইডেন গার্ডেন্সে হয়েছিল গত বারের রঞ্জি ফাইনাল। অবশ্য ট্রফি আসেনি বাংলা শিবিরে। ফাইনালে সৌরাষ্ট্রর কাছে হেরে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল মনোজ তিওয়ারিদের। মনোজ একাধিক বার রঞ্জি ট্রফির ফাইনাল খেলেছেন। কিন্তু ট্রফির স্বাদ পাননি। এ বার তো বাংলা গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়ের পথে।

অশ্বিনের ৫০০ উইকেট

রাজকোটে ডাকেটের সেঞ্চুরিতে ভাল জায়গায় ইংল্যান্ড

রাজকোট, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ ভারতের দ্বিতীয় বোলার হিসেবে টেস্টে ৫০০ উইকেট নেওয়ার নজির দেখালেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। এর আগে অনিল কুম্বলে টেস্টে ৫০০ উইকেট নিয়েছেন। কুম্বলের মোট টেস্টে উইকেট সংখ্যা ৬১৯। শুক্রবার টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের জ্যাক ক্রলিকে আউট করার সঙ্গে অশ্বিন এই রেকর্ড গড়লেন। অশ্বিনের বলে ক্যাচ নেন রজত পাতিদার। দেশের মাঠে টেস্টে ভারতের এই নামী স্পিনারের উইকেট সংখ্যা ৩৪৬টি। আর মাত্র চারটি উইকেট নিলে কুম্বলের দেশের মাঠে সাড়ে তিনশ উইকেট নেওয়ার নজিরও স্পর্শ করবেন। মোট ৯৮টি টেস্টে ৫০০ উইকেট পেলেন চেন্নাইয়ের স্পিনার। এদিকে রাজকোটের ম্যাচে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছে ৪৪৫ রানে শেষ হয়েছে। রোহিত (১৩১) ও জাদেজা (১১২) আউট হওয়ার পরে সরফরাজ খান ৬২ রান করেন। এদিন সকালে জাদেজা ফিরে যাওয়ার পরে ভারতের হয়ে ভাল খেলেন ধ্রুব জুরেল (৪৬), অশ্বিন (৩৭) ও বুমরা (২৭)। ইংল্যান্ড বড় ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে খেলতে নেমে দিনের শেষে করেছে ২উইকেটে ২০৭ রানে। বেন ডাকেট ১৩৩ রানে অপরাজিত রয়েছেন। এই ব্রিটিশ তারকা দুরন্ত ইনিংস খেলেন ভারতের পেস ও স্পিন বোলিং সামলে। ১১৮ বলের ইনিংসে আছে ২১টি চার ও দুটি ছয়। ক্রিজে তাঁর সঙ্গী জো রুট (৯)। প্রথম ১৩ ওভারে একটা উইকেট পড়ার পরে ব্রেক থ্রু করেন মহম্মদ সিরাজ। তিনি ফেরান ওলি পোপকে। রাজকোটের পিচ যা হয়েছে তাতে পেস ও স্পিন দুটোই কাজ করছে। তাই শনিবার সকালে ভারতের বোলাররা দ্রুত উইকেট ফেলতে পারলে খেলার রাশ রোহিতের ভারতের হাতে চলে আসবে।

বোর্ডের কড়া নির্দেশ অমান্য, আইপিএল-এ হয়তো খেলতে পারবেন না ঈশান কিষাণ

মুম্বই, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ জাতীয় দলের ডিউটিতে থাকা এবং চোট আঘাত পাওয়া ক্রিকেটারদের ছাড়া বাকিদের জন্য রঞ্জি ট্রফি খেলা বাধ্যতামূলক করেছে বোর্ড। কিন্তু ঈশান কিষাণ কোনও ভাবেই তা মানছেন না। জানা গিয়েছিল, ঈশানের জন্য বোর্ড নির্দেশ দিয়েছিল তাঁকে রঞ্জি ট্রফিতে ঝাড়খণ্ডের শেষ গ্রুপ লিগের ম্যাচ খেলতে হবে। এ বার বোর্ডের নির্দেশকে আবার বুড়ো আঙুল দেখালেন ঝাড়খণ্ডের উইকেটকিপার ব্যাটার। আজ শুক্রবার শুরু হয়েছে রঞ্জি ট্রফির লিগ পর্বের শেষ রাউন্ডের খেলা। তাতে ঝাড়খণ্ড নেমেছে রাজস্থানের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে খেলছেন না ঈশান। বোর্ডের নির্দেশের পরও কেন রঞ্জি খেলায় অনিহা ঈশান কিষাণের? এই প্রশ্ন দিন দিন জোরাল হচ্ছে। ঈশান কি নিজেকে শুধু আইপিএলের জন্যই তৈরি করছেন? এই প্রশ্নও ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু বোর্ড এ বার থেকে আইপিএলে খেলার জন্য রঞ্জি ট্রফির কিছু ম্যাচ খেলা বাধ্যতামূলক করতে পারে বলেই শোনা গিয়েছে। সেক্ষেত্রে বোর্ডের নির্দেশ অমান্য করার কারণে কি ঈশান আইপিএলে খেলতে পারবেন না? এর আগে বোর্ডের এক কর্তা সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেছিলেন, ''বোর্ডের শীর্ষকর্তারা এটা ভালোমতোই জানেন, অনেক ক্রিকেটারই লাল বলের ক্রিকেটে খেলতে চান না। জাতীয় দলে না থাকলে কেউ কেউ সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টিতে তাও খেলেন। লাল-বলের টুর্নামেন্টের সময় তাঁদের তো খুঁজেই পাওয়া যায় না। তাঁদের বাগে আনতেই এ বার থেকে অন্তত ৩-৪টি রঞ্জি ম্যাচ খেলা বাধ্যতামূলক করতে পারে বোর্ড।'' ঈশান কিষাণের অনুপস্থিতিতে ঝাড়খণ্ডের হয়ে উইকেট কিপিং করছেন কুমার কুশাগ্র। ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার ঈশান কিষাণের পাশাপাশি দীপক চাহার ও শ্রেয়স আইয়ারকেও তাঁদের রাজ্যের হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে খেলতে বলা হয়েছিল। ঝাড়খণ্ডের ঈশান কিষাণ ছাড়াও দীপক চাহাল এবং শ্রেয়স আইয়ারও রঞ্জি ট্রফির শেষ রাউন্ডের ম্যাচ খেলছেন না। অবশ্য শোনা গিয়েছিল, শ্রেয়স আইয়ার পিঠ ও কুঁচকিতে চোট পেয়েছেন।

স্পনসর আনতে উত্তরের পথে ইস্টবেঙ্গল কর্তারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ সামনের বছরের প্ল্যানিং শুরু করে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এক দিকে, ফুটবলার রিক্রুটের কাজ শুরু করে দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। অন্য দিকে ক্লাবও সামনের বছরের পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে জোরকদমে। ডার্বির আগেই কুয়াদ্রাত জানান, আই লিগে খেলা দুই ভারতীয় ফুটবলারকে সামনের মরসুমে দেখা যাবে লাল-হলুদ জার্সিতে। এ ছাড়া বিদেশি রিক্রুটের কাজেও এখন থেকে নেমে পড়েছে ম্যানেজমেন্ট। সামনের মরসুমে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ালিফাইং রাউন্ডে খেলবে ইস্টবেঙ্গল। শক্তিশালী দল গড়ার লক্ষ্যে এখন থেকেই ঝাঁপাচ্ছে ম্যানেজমেন্ট। কোচ কুয়াদ্রাতও এ মরসুমের পাশাপাশি সামনের মরসুমের জন্য ঘুঁটি সাজাচ্ছেন। কোচ, রিক্রুটিং টিম, ম্যানেজমেন্ট তাঁদের মতো প্ল্যানিং করছে। ক্লাব কর্তারাও তৈরি ইনভেস্টরকে সহযোগিতা করতে। সূত্রের খবর, সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় সামনের বছর টিমের বাজেট বাড়াচ্ছে বিনিয়োগকারী সংস্থা ইমামি। একই সঙ্গে ক্লাবও তৈরি কয়েকটি স্পনসর তুলে এনে টিম বাজেটে সাহায্য করতে। ইতিমধ্যেই ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট টিমকে স্পনসর করছে একটি আলাদা গ্রুপ। সামনের মরসুমে এই গ্রুপ ফুটবল টিমে অর্থ ঢাললে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। রেলের সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক একটি সংস্থাও অর্থ ঢালতে পারে ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল টিমে। একই সঙ্গে আরও কয়েকটি স্পনসর তুলে এনে টিম বাজেট বাড়ানোর লক্ষ্যে ক্লাব। কারণ মোহনবাগান-সহ আইএসএলের অন্যান্য বেশ কয়েকটি দলও বড় বাজেটের। ভালো ফুটবলার নিতে হলে, যথাসাধ্য খরচও করতে হবে। সূত্রের খবর, সামনের সপ্তাহেই উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তারা। সেখানে ক্লাবের বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে বৈঠক করবেন কর্তারা। সিনিয়র টিমের পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ, ইউথ টিমও ভালো খেলছে। এ ছাড়া মহিলা দলও আছে। কনসর্টিয়াম স্পনসরশিপে সার্বিক ভাবে ফুটবল দলের লাভ হবে। গত বছর থেকেই ক্রাউড ফান্ডিং চালু করেছে ইস্টবেঙ্গল। তাতে এখনও পর্যন্ত ভালোই সাড়া মিলেছে। শিলিগুড়ি আর জলপাইগুড়িতে ইস্টবেঙ্গলের নামে রাস্তাও তৈরি হয়েছে। উত্তরবঙ্গের শিল্পপতিরাও আগ্রহী কলকাতার ফুটবল ক্লাবে বিনিয়োগ করতে।

বিশ্বের সেরা প্লেয়ারকে হারিয়ে চমকে দিলেন নৈহাটির ঐহিকা

বুসান, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ এ যেন চমকে দেওয়ার সকাল। গত বছর এশিয়ান গেমসে এমনই এক সকাল উপহার দিয়েছিলেন দুই মুখোপাধ্যায়- ঐহিকা ও সুতীর্থা। তারই ঝলক আবার দেখা গেল বিশ্ব টিম টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে।

গ্রুপের প্রথম ম্যাচে চিনকে অল্পের জন্য হারাতে পারল না ভারতের মেয়েরা। কিন্তু বিশ্বের এক নম্বর টিটি প্লেয়ারকে হারিয়ে চমকে দিয়েছেন নৈহাটির ঐহিকা। এক নম্বর প্লেয়ার সান ইংশাকে চার গেমের ম্যাচে ৩-১ হারিয়ে চমকে দেন বাঙালি তরুণী। গত কয়েক বছর ধরেই সার্কিটে ধারাবাহিক ভাবে সাফল্য পাচ্ছেন। এ বারও তারই ঝলক দেখালেন। শুধু ঐহিকাই নন, সৃজা আকুলাও একই মঞ্চে দারুণ পারফর্ম করলেন। ভারতের হয়ে তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নেমে বিশ্বের দু'নম্বর প্লেয়ার ওয়াং ইদিকে ৩-০ হারিয়ে দেন। এই জোড়া ধাক্কায় চিনের মহিলা টিটি টিম বেশ চাপে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকে তারা আবার ফিরেও আসে। শেষ পর্যন্ত গ্রুপ পর্যায়ের প্রথম ম্যাচ জিতে নেয় তারা। তার পরও ঐহিকা-সৃজার এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত ভারতীয় টিটি মহল। সান ইংশার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ ছিল ঐহিকারই। শুরুর গেমটা ১২-১০ জিতে শুরু করেছিলেন বাঙালি টিটি প্লেয়ার। কিন্তু পরের গেমে দুরন্ত ভাবে ফিরে আসেন চিনা প্লেয়ার। ১১-২ জিতে নেন। বিশ্বের এক নম্বর টিটি প্লেয়ারকে এর পর আর নড়তে দেননি। ঐহিকার যে স্ট্র্যাটেজির ধরতেই পারছিলেন না সান। আগ্রাসী ছকে নেমেছিলেন ভারতের মেয়ে। তৃতীয় ও চতুর্থ গেম ১৩-১১ এবং ১১-৬ জিতে নেন ঐহিকা। নৈহাটির বাঙালি মেয়ের এই পারফরম্যান্স দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছেন সকলে। দ্বিতীয় ম্যাচটা আবার মনিকা বাত্রা হেরে যান ওয়াং মানুর কাছে। কিন্তু তৃতীয় ম্যাচে ভারত আবার ২-১ এগিয়ে যায়। সৃজার সৌজন্যে। তিনি ওয়াং ইদিকে স্ট্রেট গেমে উড়িয়ে দেন। ১১-৭, ৯-১১, ১৩-১১ জেতেন তিনটে গেম। পরের ম্যাচে আবার হারেন মনিকা। এ বার সান নিজেকে ফিরে পান টেবলে। ২-২ অবস্থায় ছিল তখন ভারত-চিনের লড়াই। শেষ ম্যাচ জিতলে ভারত ৩-২ জিতে শুরু করত বিশ্ব টিম মিট। তা হল না। ঐহিকাই ওয়াং মানুর কাছে স্ট্রেট গেমে হেরে যান। ভারত জয়ের স্বপ্ন দেখানোর পরও জিততে না পারার আক্ষেপ থাকছে। তবে দুই তরুণীর এই সাফল্যকেও গুরুত্ব দিতে হবে। চিন টেবল টেনিসে অন্যতম শক্তি। বুসানে সেই ফেভারিট চিনের বিরুদ্ধেই পারফর্ম করা কতটা কঠিন, ভালো মতোই জানতেন ঐহিকা-সৃজা। তা মাথায় রেখেও চাপ নেননি দু'জন। কোমরের চোটের জন্য গত বছর জানুয়ারি মাসে কেরিয়ার প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছিল ঐহিকার। সেখান থেকে ফিরে এসে একের পর এক অঘটন ঘটিয়ে চলেছেন তিনি। এই ধারাবাহিকতাই ধরে রাখতে চান নৈহাটির মেয়ে।

আবার স্বমহিমায় লর্ড শার্দূল, রঞ্জিতে ৬ উইকেট নিয়ে আইপিএল-এর প্রস্তুতি

মুম্বই, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরিয়ন টেস্টের পর জাতীয় দলে আর সুযোগ পাননি ভারতীয় অলরাউন্ডার শার্দূল ঠাকুর। এ বার রঞ্জি ট্রফিতে মুম্বইয়ের হয়ে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন হল শার্দূলের। এর আগে টিম ইন্ডিয়ার অলরাউন্ডার রঞ্জিতে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন। ব্যাট হাতে ১১ ও ৩১ রান করলেও কোনও উইকেট পাননি। এ বার অসমের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রের শরদ পাওয়ার ইন্ডোর ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে শার্দূলের আগুনে বোলিং দেখা গেল। অসমের বিরুদ্ধে শার্দূল একাই ছয় উইকেট তুলে নিলেন। সামনেই আইপিএল। তার জন্যই যেন প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছেন শার্দূল। শুক্রবার রঞ্জি ট্রফির গ্রুপ পর্বের শেষ রাউন্ডের ম্যাচে টস জিতে অসমকে প্রথমে ব্যাটিংয়ে পাঠান মুম্বইয়ের অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে। অসমের প্রথম ইনিংসের চতুর্থ ওভারে ওপেনার পারভেস মুসারফকে ফেরান শার্দূল। সেই শুরু এরপর এক এক করে ১০.১ ওভার বল করে ২১ রানের বিনিময়ে মোট ৬টি উইকেট তুলে নেন তিনি। মাত্র ৮৪ রানে গুটিয়ে যায় অসম। শার্দূল ছাড়া মুম্বইয়ের হয়ে ২টি উইকেট নেন সামস মুলানি, ১টি করে উইকেট নেন তুষার দেশপান্ডে ও মোহিত অবস্তি। শার্দূল-সামসদের দাপুটে বোলিংয়ের সুবাদে অসমের মাত্র ৩জন ক্রিকেটার দুই অঙ্কের রান তুলতে

পেরেছেন। অসমের হয়ে সর্বাধিক রান করেছেন অভিষেক ঠাকুরী (৩১)। তাঁর পর রয়েছেন আব্দুল আজিজ কুরাইশি (১৫) ও সাহিল জৈন (১২)। টিম ইন্ডিয়ার পেসার শার্দূল ঠাকুর এই নিয়ে ১৪ বার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৫ উইকেট নিয়েছেন। একইসঙ্গে অসমের বিরুদ্ধে এই ৬ উইকেটের সুবাদে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২৫০টি উইকেটের রেকর্ড পূর্ণ করেছেন শার্দূল। ৭৯টি ম্যাচে তিনি এই মাইলস্টোনে পৌঁছেছেন। উল্লেখ্য, ভারতের হয়ে শার্দূল ঠাকুর ১১টি টেস্ট, ৪৭টি ওডিআই ও ২৫টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। টেস্টে তিনি নিয়েছেন ৩১টি উইকেট এবং করেছেন ৩৩১ রান। এ ছাড়া ওডিআইতে শার্দূল ৬৫টি উইকেট নিয়েছেন এবং ৩২৯ রান করেছেন। আর টি-২০তে শার্দূলের প্রাপ্তি ৩৩টি উইকেট ও ৬৯ রান।

কুয়াদ্রাতের পর আইএসএলের সূচি নিয়ে চরম বিরক্ত হাবাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ দিন কয়েক আগে সূচি নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ। ঘনঘন ম্যাচ। রিকভারির সময় নেই হাতে। ঘরে-বাইরে পর পর খেলতে হচ্ছে। টিমের উপর প্রভাব পড়তে বাধ্য। হচ্ছেও তাই। চোটের কবলে পড়ছেন ফুটবলাররা। পরিকল্পনা ঘেঁটে যাচ্ছে কোচের। এ বার কার্লেস কুয়াদ্রাতের পথে হাঁটলেন মোহনবাগান হেডস্যারও। ভারতীয় ফুটবল তাঁর কাছে নতুন নয়। এটিকে, মোহনবাগানের পাশাপাশি অন্য টিমেও কোচিং করিয়েছেন। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের চাপও ভালো মতোই জানা। সেই আন্তোনিও হাবাসও বুঝতে পারছেন, গায়ে-গায়ে সূচির কারণে চাপে পড়তে হচ্ছে টিমকে। তাই লাল-হলুদ কোচের মতো নিজের ক্ষোভ গোপন রাখলেন না হাবাসও। কী বললেন তিনি? ১৩ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবলের তিনে রয়েছে সবুজ-মেরুন। ডার্বি ম্যাচে ২-২ ড্র করার পর দুটো ম্যাচে জিতেছে মোহনবাগান। টিমের আত্মবিশ্বাস যেমন বেড়েছে, তেমনই উজ্জ্বল হয়েছে প্লে-অফের সম্ভাবনাও। কাল ঘরের মাঠে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে ম্যাচ। গোয়ায় গিয়ে গোয়ার বিরুদ্ধে খেলে আসার পর মাত্র একদিনের প্রস্তুতির সুযোগ পেয়েছেন হাবাস। তাতেই সূচি নিয়ে চটেছেন বাগান কোচ। ৩১ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবলের শীর্ষে রয়েছে ওডিশা। দুইয়ে গোয়া,

মোহনবাগানের থেকে ২ পয়েন্ট বেশি। কিন্তু চারে ও পাঁচে রয়েছে কেরালা ব্লাস্টার্স এবং মুম্বই সিটি। তাদের পয়েন্ট যথাক্রমে ২৬ ও ২৫। মোহনবাগান এক-দুটো ম্যাচে খারাপ ফল করলে চাপে পড়ে যাবে টিম। হাবাস বলে দিচ্ছেন, ''আইএলএলের সূচি নিয়ে আমি অত্যন্ত বিরক্ত। তিন দিনের মধ্যে দুটো ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে যাতায়াত। এক এক জায়গার আর্দ্রতা এক এক রকম। এমন সূচির কারণে ফুটবলারদের কথা ভাবা হচ্ছে না। এ রকম ভাবে ম্যাচ খেলতে থাকলে ফুটবলারদের চোট তো বাড়বেই। কোনও কোনও দল সাত দিনে মাত্র একটা ম্যাচ খেলছে। আবার কোনও দল সাত দিনে খেলেছে তিনটে ম্যাচ। এ ভাবে চলতে পারে না। অসুবিধার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে আমাদের। এর সঙ্গে রয়েছে পাল্লা দিয়ে খারাপ রেফারিং।''

সবচেয়ে দামি স্কোয়াডের রেকর্ড গড়ল ম্যানইউ

ম্যানচেস্টার, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি স্কোয়াডের রেকর্ড গড়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ভেঙে গেছে রিয়াল মাদ্রিদের গড়া ২০২০ সালের রেকর্ড। এ ছাড়া সর্বশেষ হিসাবে ১০০ কোটি ইউরোর দামি দলের তালিকায় উঠে এসেছে চেলসি ও ম্যানচেস্টার সিটি। উয়েফা ফাইন্যান্সের সর্বশেষ প্রতিবেদনে এইসব তথ্য উঠে এসেছে। একটি দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের দলবদল ফি ধরে মোট দাম হিসাব করেছে উয়েফা। প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, ২০২৩ অর্থবছর শেষ হওয়ার সময়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড স্কোয়াডের দাম ছিল ১৪২ কোটি ২০ লক্ষ ইউরো। যদিও এর মধ্যে সর্বশেষ গ্রীষ্মকালীন দলবদলে যোগ দেওয়া রাসমুস হইলুন্দ, ম্যাসন মাউন্ট, আন্দ্রে ওনানা ও আলতাই বায়িনদিররা নেই। তাঁদের পেছনে ১৮ কোটি ইউরোর মতো খরচ করেছিল ইউনাইটেড। সবচেয়ে দামি

স্কোয়াডের আগের রেকর্ডটি ছিল রিয়াল মাদ্রিদের। ২০২০ সালে স্প্যানিশ পরাশক্তিদের স্কোয়াডের দাম ছিল ১৩২ কোটি ইউরো। রিয়ালে তখন বড় দলবদল ফির খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন এডেন হ্যাজার্ড, ফারলাঁ মেন্দি, লুকা জোভিচ, এদের মিলিতাও এবং রদ্রিগোরা। ইউনাইটেড সবচেয়ে দামি স্কোয়াড হওয়ার আগের বছরে প্রায় ১০ কোটি ইউরো খরচে কিনেছিল আন্তনিকে। দলে ছিলেন ৯ কোটি ৩০ লাখ ইউরোতে কেনা হ্যারি মাগুয়ার, সাড়ে ৮ কোটি ইউরোতে কেনা জেডন সাঞ্চো, ৭ কোটিতে কেনা কাসেমিরো, সাড়ে ৫ কোটিতে কেনা ব্রুনো ফার্নান্দেজ এবং ৫ কোটিতে কেনা অ্যান্থনি মার্শিয়ালরা। তবে ইউরোপের সবচেয়ে দামি দল নিয়েও মরসুমটা ভালো কাটেনি ইউনাইটেডের। প্রিমিয়ার লিগে এরিক টেন হাগের দল ২০২২-২৩ মরসুম শেষ করে তৃতীয় হয়ে, শিরোপা জেতা ম্যানচেস্টার সিটির চেয়ে ১৪ পয়েন্ট পিছিয়ে থেকে। ২০২৩ সালে ট্রেবল জেতার সময় সিটি স্কোয়াডের মোট দাম ছিল ১২৮ কোটি ৬০ লক্ষ ইউরো। একই সময়ে লিগে ১২তম হওয়া চেলসি স্কোয়াডের দাম ছিল তৃতীয় ১০৮ কোটি ৪০ লাখ ইউরো। দামি স্কোয়াডের তালিকায় তিন ইংলিশ ক্লাবের পর চতুর্থ স্থানে রিয়াল মাদ্রিদ (১০৩ কোটি ১০ লক্ষ)।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com